www.alipurbarta.org
facebook.com/alipur.barta.5
9038640030
alipurbarta1966@gmail.com
alipur_barta@yahoo.co.in

১৯৬৬-২০১৬ ৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

সুষ্ঠু ভোটে সমাধান

ছয়ের পাতায়

কলকাতা ঃ ৫০ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ১৯ চৈত্র – ২৫ চৈত্র, ১৪২২ ঃ ২ এপ্রিল – ৮ এপ্রিল, ২০১৬

Kolkata : 50 year : Vol No.: 50, Issue No. 23, 2 April - 8 April, 2016 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

ব্রিজ বিভীষিকা

চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল আমরা কত অসহায়

কুনাল মালিক

কলকাতার বুকে দিনের আলোয় গণেশ টকিজের কাছে নির্মীয়মান উড়ালপুল ভেঙে পড়ায় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় বেশ কয়েকজন মানুষ মারা গিয়েছেন। আহত বহু। উড়ালপুল ভাঙার পর চাপা পড়া মানুষের মর্মান্তিক দৃশ্য দেখে আঁতকে উঠেছে সবাই। বেলা ১২-২০ নাগাদ ঘটনা ঘটলেও, দুপুর ২টার আগে রাজ্য সরকার উদ্ধার কাজ শুরু করতে পারেনি। পুলিশের বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীবৃন্দ এবং রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিকরা হতভম্ব হয়ে গিয়েছেন। শেষে বিকাল ৩টার পর সেনাবাহিনী এসে উদ্ধার কাজ শুরু করলে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে আতঙ্কিত রাজ্যবাসী। কিন্তু কয়েক মিটার উড়ালপুল ভাঙার পর, উদ্ধার কাজের গতিপ্রকৃতি দেখে, একটা বিষয় খুব পরিষ্কার হয়ে গেল, বড় কোনও ভূমিকম্প বা প্রাকৃতিক বিপর্যয় কিংবা নাশকতামূলক ঘটনা ঘটলে, আমরা কত অসহায়। রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর এবং তার প্রশিক্ষিত কর্মীরা যে আদৌ চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করতে পারবে না এটা নিশ্চিত করে বলা যায়।

বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর কয়েকবছর আগে আধুনিক কিছু যন্ত্রপাতি কিনেছিল। কিন্তু সেগুলি ব্যবহার করেনি। তাই সেই যন্ত্রগুলো উড়ালপুল ভাঙার পর কাজে লাগলো না। ভূবিজ্ঞানীরা অনেক আগেই ঘোষণা করেছেন যে কলকাতা শহর ভূকম্পন প্রবণ এলাকা। এছাড়া সারা বিশ্বে যে ভাবে জঙ্গি নাশকতা ঘটছে, যে কোনও সময় যেকোনও জায়গায় বড় কোনও দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। এছাড়া সুনামি কিংবা আয়লার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলার জন্য রাজ্য সরকারের পরিকাঠামো এবং যথেষ্ট প্রশিক্ষিত লোকজন কি আছে?

বিধানসভা নির্বাচনের পর যারাই সরকার গঠন করুক – তাদের উচিত বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর নিয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া। প্রতিটি ব্লক এবং ওয়ার্ডে শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে হাতে কলমে কাজ শিখিয়ে বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য টিম তৈরি করা। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেমন ভিলেজ পুলিশ-সিভিক পুলিশ নিয়োগ করে প্রশাসনের কাজের গতি এনেছেন, তেমনি বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য পৃথক বাহিনী তৈরি করা প্রয়োজন। যারা যে কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিংবা মানুষকে সচেতন করবে। ব্লক-জেলা-রাজ্যস্তরে প্রশিক্ষিত বাহিনী গড়ে সারা বছর সমন্বয় করে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরকে ঢেলে সাজালে তবেই বড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পাবে মানুষ।

গত বছরে ঘটে যাওয়া উপর্যুপরি ভূমিকম্প এবং সর্বোপরি এ বছরের শুরুতেই অর্থাৎ ১ জানুয়ারি যে প্রবল কম্পনে ঘুম ভেঙেছিল কলকাতাবাসীর তাদের কাছে এই বিপর্যয় এক অশনী সঙ্কেত। সামান্য কোনও আওয়াজ হলেই বুকটা যেন ধড়াস করে উঠছে। এক ব্রিজেই যদি এই কাণ্ড হয় তাহলে বড় কোনও দুর্ঘটনায় আমরা তো আদৌ নিরাপদ নই। উপরওয়ালার হাতে নিজেদের ছেড়ে দিয়ে এক অসহায় নিদ্রাযাপনে যাই প্রকৃতির নিয়মে। ভরসা সেই ভগবানই।

কং-বাম জোটে সিঁদুরে মেঘ দেখছে তিতিবিরক্ত বঙ্গবাসী

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাম-কং জোট নিয়ে চর্চার অন্ত নেই। কিন্তু এটা কোনও নতুন বিষয় নয়। এ রাজ্যে বামেরা যখন যেমন সুবিধা বুঝেছে তেমনই ভিড়ে গিয়েছে কংগ্রেস বা তার দলছুটদের সঙ্গে। কেন্দ্রেও তার অন্যথা হয় নি। তবে পশ্চিমবঙ্গে কং-বামের জোট যন্ত্রণা আর অস্থিরতা ছাড়া কিছুই দেয়নি। যার সাক্ষী রয়েছে ১৯৬৭ এবং ১৯৬৯ ও তার পরবর্তী সময়।

জোট নামচা	স্থায়িত্ব শাসনকাল	মুখ্যমন্ত্রী	কারণ
প্রথম ইউনাইটেড ফ্রন্ট বাংলা কংগ্রেস, সিপিআইএম, সিপিআই, ফঃবঃ, ফঃবঃ(মা), আরএসপি, এসইউসি, পিএসপি, সহ আরো অনেকে	**আট মাস আঠারো দিন** ২ মার্চ, ১৯৬৭ থেকে ২০ নভেম্বর ১৯৬৭	অজয় মুখোপাধ্যায়	অবিশ্বাসের বাতাবরণ ও বামেদের বিশ্বাসঘাতকতা
প্রথম অবাম জোট বিকেডি, জেকেপি, এমএল, নির্দল। কংগ্রেস বাইরে থেকে সমর্থন যুগিয়েছিল	**তিন মাস** ২১ নভেম্বর ১৯৬৭ থেকে ১৪ জানুয়ারি ১৯৬৮	ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ	নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি
দ্বিতীয় অবাম জোট বাংলা কংগ্রেসের ১৪ জন দলছুট পিএসপি, এফএসপি, নির্দল ও কংগ্রেস	**এক মাস** ১৫ জানুয়ারি, ১৯৬৮ থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮	ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ	নিজেদের মধ্যে অবিশ্বাস ও দ্বন্দ্ব
রাষ্ট্রপতি শাসন।	২০ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮ থেকে ২৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯		
দ্বিতীয় ইউনাইটেড ফ্রন্ট বাংলা কংগ্রেস, সিপিএম, বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস, সিপিআই, ফঃবঃ	**এক বছর** ২৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ থেকে ১৯ মার্চ, ১৯৭০	অজয় মুখোপাধ্যায়	নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়ি
রাষ্ট্রপতি শাসন	১৯ মার্চ, ১৯৭০ থেকে ২ এপ্রিল ১৯৭১		
তৃতীয় অ-বাম জোট বাংলা কংগ্রেস, কং(আর), এসএসপি, পিএসপি, জিএল, এমএল	**তিন মাস** ২ এপ্রিল, ১৯৭১ থেকে ২৮ জুন, ১৯৭১	অজয় মুখোপাধ্যায়	নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব
রাষ্ট্রপতি শাসন	২৮ জুন, ১৯৭১-১৯ মার্চ, ১৯৭২		
সিপিআই সমর্থিত পিডিএ জোট কংগ্রেসকে বাইরে থেকে সিপিআই-এর সমর্থন	**পাঁচ বছর** ১৯ মার্চ, ১৯৭২ থেকে ২১ জুন, ১৯৭২	সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়	রাজ্যে চরম হানাহানি, নকশাল আন্দোলনে জেরবার রাজ্য। বাম আন্দোলনের চরম বিশৃঙ্খলা ও প্রাণহানি
১ম থেকে ৫ম বামফ্রন্ট সিপিএম, ফঃবঃ, ফঃবঃ(এম), আরএসপি, আরসিপিআই, বিপ্লবী বাংলা কংগ্রেস, পরে যোগ দেয় সিপিআই ও অন্যান্য ছোটখাটো বামদল	**২৩ বছর** ২১ জুন, ১৯৭৭ থেকে ৬ নভেম্বর, ২০০০	জ্যোতি বসু	একচ্ছত্র রাজত্ব কায়েম একাধিক হত্যাকান্ড
৫ম-এর শেষ থেকে ৭ম বামফ্রন্ট সরকার যারা ছিল তারাই	**১১ বছর** ৬ নভেম্বর, ২০০০ থেকে ২০ মে ২০১১	বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	শিল্প নিয়ে উন্মাদনা, জমি দখল নিয়ে মারামারি, হানাহানি, খুন, জখম।
তৃণমূল কং-কংগ্রেস জোট	২০ মে, ২০১১ থেকে চলছে	মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়	রাজ্যে উন্নয়নের দাবি, সারদা চিটফান্ড নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ

ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় কংগ্রেস রাজনৈতিক আকাশ থেকে অস্তমিত হতেই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে ঘনিয়ে এল কালো মেঘ। ডাঃ রায় বিদায় নিলেন ১৯৬২ সালের ১ জুলাই। জারি হল ৮ দিনের রাষ্ট্রপতি শাসন। ৮ জুলাই শপথ নিল প্রফুল্ল চন্দ্র সেনের নেতৃত্বে কংগ্রেস সরকার। বলা ভালো শেষ আগমার্কা কংগ্রেস সরকার। ১৯৬৭ সালের ১ মার্চ অবধি সরকার চলল বটে কিন্তু রাজনৈতিক হানাহানি, দুর্নীতি, বামেদের ধ্বংসাত্মক রাজনীতিতে বিদীর্ণ ছিল এই সরকার। শুরু হল জোটের খেলা। টুকরো হয়ে গেল কংগ্রেস। ১৯৬৭ সালের ২ মার্চ বাম-বাংলা কংগ্রেসের যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় এল অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। কিন্তু যেখানে বাম সেখানেই অবিশ্বাস। জেরবার হয়ে মাত্র ৮ মাস ১৮ দিনের মাথায় ২০ নভেম্বর পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন অজয়বাবু। ইতি হয়ে গেল বাম-কংগ্রেস জোটের স্বপ্ন। এবার উদ্যোগী হলেন ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ। বামেদের বাদ দিয়ে বাইরে থেকে কংগ্রেসের সমর্থনে নিয়ে এলেন অবাম সংখ্যালঘু জোট। ক্ষমতার বাইরে গিয়ে আরও ভয়ঙ্কর বামেরা। বিপ্লবের নামে অজয় মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। কিন্তু যেখানে আত্মঘাতী হানাহানি মারামারিতে জেরবার হয়ে উঠল পশ্চিমবঙ্গ। ঢেউ আছড়ে পড়ল বিধানসভায়। ১৯৬৮ সালের ১৪ জানুয়ারি পতন হল সংখ্যালঘু সরকারের। কিন্তু ডাঃ ঘোষ ছাড়বার পাত্র নন। পরের দিনই এবার কংগ্রেসের প্রত্যক্ষ সমর্থন নিয়ে নতুন সরকার গঠন করলেন তিনি। টের পেলেন কি ভয়ঙ্কর হতে পারে বামেরা। তার সঙ্গে ছিল ক্ষমতায় আসতে অজয়বাবুর অদম্য বাসনা। ফলে এক মাস কাটিয়ে ১৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৬৮ পতন হল ঘোষ সরকারের। এক বছরের জন্য ফের জারি হল রাষ্ট্রপতি শাসন। ফের সক্রিয় হয়ে উঠলেন অজয়বাবু।

এরপর ছয়ের পাতায়

কাকদ্বীপ-কামদুনির ছায়া সাগরদ্বীপে

নিজস্ব সংবাদদাতা, সাগর : স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে তুলে নিয়ে দশম শ্রেণির এক ছাত্রীকে গণধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠল ৬ যুবকের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার সকালে মুড়িগঙ্গা নদীর চরে একটি গাছে গলায় ফাঁস লাগানো অবস্থায় এক ছাত্রীর দেহ মেলে। ছাত্রীর বাম হাতে কামড়ের দাগ আছে। পাশেই পড়েছিল স্কুল ব্যাগ, জুতো। নিহত ছাত্রীর বয়স ১৬ বছর। ঘটনাটি জানাজানি হতেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার বাসিন্দারা। ঘটনাস্থলে পুলিশ এলেও দোষীদের গ্রেপ্তারের দাবিতে গাছ থেকে দেহ নামাতে দেয়নি বিক্ষোভকারীরা। এই ঘটনায় স্থানীয় ৬ যুবকের নাম উঠে এসেছে। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা অভিযুক্ত যুবকদের বাড়ি ও দোকানে ব্যাপক ভাঙচুর চালায়। সন্ধ্যেয় নিহত ছাত্রীর মা ৬ জনের বিরুদ্ধে গণধর্ষণ, খুনের অভিযোগ

দায়ের করেছেন। গোটা ঘটনায় উত্তাল হয়ে উঠেছে সাগর। ঘটনার খবর পেয়ে সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের জোট প্রার্থী সিপিএমের অসীম মণ্ডল ঘটনাস্থলে আসেন। তিনিও ঘটনার নিন্দা করে অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছেন। পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পশ্চিম) চন্দ্রশেখর বর্ধন বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

স্থানীয় মুড়িগঙ্গা-১ পঞ্চায়েতের শীলপাড়াতে মামার বাড়িতে থেকে পড়াশুনা করত ওই ছাত্রী। গত ৬ বছর আগে ওই ছাত্রীর বাবা মারা যান। বাবার মৃত্যুর পর থেকে ওই ছাত্রী ছোট ২ ভাইবোনের সঙ্গে এই মামার বাড়িতে থাকে।

এরপর ছয়ের পাতায়

যথার্থ বিরোধী হওয়ার লক্ষ্য বিজেপির

নারদ নিয়ে কং-বামকে অক্সিজেন জোগালো পদ্ম

পার্থসারথি গুহ

বিধানসভা নির্বাচন সামনে বলে নয়। গত কয়েক মাস ধরে এ রাজ্যের শাসক বিরোধী কংগ্রেস এবং বাম নেতাদের দেখা যাচ্ছে কথায় কথায় মোদিভাই-দিদিভাই সেটিং নিয়ে সোচ্চার হতে। এদের কথার সারাংশ হল তৃণমূল বা বিজেপি একে অপরকে যতই দোষারোপ করুক না কেন, তাদের মধ্যে একটা গোপন সমঝোতা হয়ে গিয়েছে। সেই সমঝোতার বকলমে তৃণমূল সাংসদরা সংসদের দুই কক্ষে যেমন কেন্দ্রের আনা বিভিন্ন বিল পাশ হতে সাহায্য করবেন তেমনই সারদা কেলেঙ্কারির তদন্তে ঢিমেতাল দেবে মোদি নেতৃত্বাধীন সরকার। জোড়াফুল এবং পদ্মফুলের এই ঘষাঘষি নিয়ে কংগ্রেস-বাম-এর অভিযোগ একেবারে যে উড়িয়ে দেওয়া যায় তা নয়। কিন্তু এর সারবত্তা সেভাবে প্রমাণিত নয়। বরং ভোটের ঠিক মুখে যখন সারদা অস্ত্রে একদম মরচে ধরে গিয়েছিল তখন নারদ বা নারদার আবির্ভাব কার্যত ভরপুর অক্সিজেন জোগালো বিরোধীদের। আর এই স্টিং অপারেশন পর্বের খবর দিল্লি এবং কলকাতার সদর দফতর থেকে সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে তুলে ধরেছে ভারতীয় জনতা পার্টি। এমনকী নারদ-২ পর্বে যখন তৃণমূলের প্রাক্তন ছাত্রনেতা শঙ্কুদেব পন্ডা এবং সাংসদ অপরূপা পোদ্দারকে ক্যামেরার সামনে ঘুষ প্রস্তাব দেওয়া হচ্ছে সেই খবরও জনসমক্ষে এনেছে বিজেপিই। এমনকি বিজেপির রাজ্য অফিসে কেন্দ্রীয় সম্পাদক রাহুল সিনহাকে 'ফাঁসানো'র যে চেষ্টা দুই পুলিশ কর্মী করেছে তাতেও অভিযোগের মূল লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি রাজ্যে প্রথম দফার প্রচারে রাজ্যে এসে কড়া ভাষায় আক্রমণ করেছেন তৃণমূল নেত্রীকে। নারদের দৃষ্টান্ত তুলে প্রধানমন্ত্রী দাবি করেছেন ঘাসফুল দলটাই পুরো চোরের আখড়া হয়ে উঠেছে। মুখ্যমন্ত্রীর ২ টাকা কেজি দরে চাল দেওয়াকে কটাক্ষ করে মোদি বলেছেন এই প্রকল্প আসলে কেন্দ্রের। বিভিন্ন বিষয়ে রাজ্যের খতিয়ান তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী যে উন্নয়নের বার্তা প্রতিনিয়ত দেন তাকে সর্বৈব মিথ্যা বলে অভিহিত করেন প্রধানমন্ত্রী।

অর্থাৎ স্টিং ভিডিও তুলে ধরা থেকে মোদির চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ, সবেতেই বিজেপির একটাই লক্ষ্যবস্তু। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর দলের দুর্নীতি। ফলে সিপিএম বা কংগ্রেস যতই মোদি-দিদি সমঝোতার তত্ত্ব আউরাক না কেন, এটা ঠিক ধোপে টিকছে না। আসলে সূক্ষ্মভাবে পদ্ম আর জোড়া ফুলকে এক করে রাজ্যের সংখ্যালঘুদের কাছে টানতে চাইছে এই মহাজোট। বিজেপিকে আক্রমণ তাই অনেক ছক কষেই। ভোটের প্রতিটি ফ্র্যাকশন নখদর্পণে রাখা এই বিরোধীরা এখন কার্যত অঙ্ক কষছেন প্রতি কদমে। সংখ্যালঘুদের একটা বড় অংশের ভোট ধরে রেখেই তৃণমূল যে একের পর একে ভোটে বাজিমাৎ করেছে এটা জলের মতো পরিস্কার। এই জায়গাটাই ঘেঁটে দিতে চাইছেন বাম-কং নেতানেত্রীরা। কারণ এরা ধরে নিয়েছেন গত লোকসভা নির্বাচনে মোদি হাওয়ার জেরে বিজেপি রাজ্যে যে ১৭ শতাংশ ভোট পেয়েছিল তা অনেকটাই কমে যাবে। এর অধিকাংশই নিজেদের ঝুলিতে আসার ব্যাপারে প্রত্যয়ী মহাজোট নেতারা। এর সঙ্গে সংখ্যালঘু ভোট এক করতে পারলে তাদের আর পায় কে। এই নীল নকশা তৈরিতেই আপাতত ব্যস্ত সূর্যকান্ত মিশ্র কিংবা অধীর চৌধুরীরা।

পক্ষান্তরে এবারের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি যে রাজ্যে আহামরি কিছু করতে পারবে সেই আশা ভুলেও করছেন না দিলীপ ঘোষ, রাহুল সিনহারা। সেজন্যই হাতে গোনা কয়েকটি কেন্দ্রেই পূর্ণশক্তি নিয়ে ঝাঁপাচ্ছে বিজেপির রাজ্য নেতারা।

এরপর ছয়ের পাতায়

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : বারাসত বদলাল না। খেলার মাঠে প্র্যাকটিসের সময় খুন

হয়ে গেলেন সম্ভাবনাময় উঠতি ভলিবল খেলোয়াড় সঙ্গীতা আইচ। ঘাতকও জাতীয় ভলিবল দলের খেলোয়াড়।

রবিবার : ইডেনের ফ্লাডলাইট এবার গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের শিকার? বাংলার

মুখ পোড়াচ্ছে সিএবি। সভাপতি বলেছেন কেউ সুইচ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। তা যদি হয় অবিলম্বে তার নাম প্রকাশ করতে হবে মানুষের কাছে।

সোমবার : পাকিস্তান কি ক্রমশ বধ্যভূমি হয়ে উঠছে। লাহোরের

গুলশন-ই-ইকবাল পার্কে আত্মঘাতী বিস্ফোরণে প্রাণ গেল ৬০ জনের।

মঙ্গলবার : সব ছেড়ে বাঙালি এখন মজে আছে ঘুষ কালচারের রাজনীতিতে। বিজেপি নেতা রাহুল সিংহের দাবি দুই পুলিশকর্মী তাকে

ঘুষ দিতে এসেছিল। তা নিয়েই তোলপাড় বঙ্গভূমি।

বুধবার : দ্বিতীয় দফায় নেতাজি সংক্রান্ত আরও ৫০টি ফাইল প্রকাশ করল কেন্দ্র। এইসব ফাইলে থেকে

বেশকিছু চাঞ্চল্যকর তথ্য পাওয়া যাবে বলে নেতাজি বিশেষজ্ঞদের দাবি।

বৃহস্পতিবার : শনি শিঙ্গানাপুর মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশে বাধা

দিয়ে বম্বে হাইকোর্টের ধমক খেল মহারাষ্ট্র সরকার। আইন অমান্য হলে ছ'মাসের সাজা।

শুক্রবার : পোস্তার গণেশ টকিজের সামনে ভেঙে পড়ল

বিবেকানন্দ সেতু। বাম আমলে সেতু নিয়ে জটিলতা এখন ভোটের মুখে রাজনীতির হাতিয়ার। সিল করে দেওয়া হয়েছে নির্মীয়মান সংস্থার অফিস। ধস কোম্পানির শেয়ারেও।

সবজান্তা খবরওয়ালা

সার্বিকভাবে বৃদ্ধির সম্ভাবনা

ইয়ার এন্ডিংয়ে সতর্ক পদক্ষেপ ভারতীয় বাজারের

শুদ্ধাশিস গুহ

দেখতে দেখতে মার্চ মাসের এন্ডিং চলে এল। চারিদিকে ভারী ব্যস্ততা ইয়ার এন্ডিং নিয়ে। এর মধ্যে আবার ভারতীয় নিফটি হাজার পয়েন্ট র‍্যালি করার পর একটা সফল মাসের শেষেরদিকে অবস্থান করছে। কিভাবে শেষ করবে তারা এখন সেটাই প্রশ্ন। মার্চ মাসের শেষে নিফটি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা নিয়ে চলছে জোর জল্পনা। এই নিয়ে হাতে গরম ইনামের সুযোগও আছে। সেই পুরস্কার অর্জন করা সম্ভব কল বা পুট কিনে। এই পরিস্থিতিতে ট্রেডাররা অনেক সময়ই দুটো পয়সা রোজগার করতে পেরেছে। এই প্রবণতা তো আজকের নয়। বহুদিন ধরেই এই সিস্টেম চলে আসছে ভারতের বাজারে। শুধু ভারত বলে নয় সারা বিশ্বেই এই ধরণের ট্রেডিং সমাদৃত। সাধারণ লগ্নিকারীরা ঠিক বুঝবেন না এই ট্রেডিংয়ের খুঁটিনাটি। তবে যারা এই বাজার থেকে নিয়ম করে আয় করতে চান বা সেই সুযোগ আছে তাদের জন্য এই কল–পুট–এর কারবার লাভজনক। এমনিতে শেয়ার বাজারে এই ধরণের ট্রেডিংকে পোষাকি ভাষায় অভিহিত করা হয় অপশন ট্রেডিং নামে। আবারও বলছি, বারংবার বলব যারা এই বাজারে নবাগত, আনোকোরা তাদের এই পথে পা দেওয়া একেবারেই উচিত নয়। কারণ এখানকার পদে পদে বিপদসঙ্কুল পরিস্থিতি তৈরি হয়। সেটা থেকে নিজেদের রক্ষা করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়।

একমাত্র দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতাসম্পন্নরা এই প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে পারে। এটা বছরের পর বছর ধরে চলে আসছে। এই জন্যই তো সবাই শেয়ার বাজারে আসতে চান না। এই ধরণের কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করার মতো বুকের পাটা কজনেরই বা আছে। তাই নিজেকে ভালোমতো প্রস্তুত করেই এই বাজারের অগ্নিপথে পা রাখা উচিত। শেয়ার বাজারের নেতিবাচক কিছু দিক নিয়ে কথা বলছি বলে আদৌ ভাববেন না সাধারণ ট্রেডারদের সংশয়ে রাখা বা ভয় পাইয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে এই লেখা।

বরং এই লেখনির উদ্দেশ্য বাজারের হালহকিকৎ সম্পর্কে মানুষকে মানানসই করে তোলা। আর এটা ভুলে গেলে তো চলবে না এই বাজার বহু মানুষকে রাজা–মহারাজাও করে দিয়েছে। এমন রোজগার করতে সক্ষম করেছে যা সাধারণ জীবনে সম্ভব নয়। অথচ এখন এমন একটা জায়গায় বিশ্বজনীন পরিস্থিতি ভারতকে ঠেলে দিচ্ছে তাতে সুদ কমানো রোজ নামচা হয়ে উঠেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক নিয়ম করে সুদের হার হ্রাস করে যাচ্ছে। এতে হচ্ছে কি যারা মধ্যবিত্ত, পেনশনভোগী বয়স্ক মানুষ তারা কিন্তু বিস্তর অসুবিধায় পড়ছে ফিক্সড ডিপোজিটে সুদ কমতে থাকায়। আবার অন্যদিকে সুদ কমিয়ে দেশের আমজনতাকে নিজস্ব কারবার বা ব্যবসা গড়ায় উৎসাহ দিচ্ছে সরকার। তাতে সাধারণ মানুষের কতটা উপকার তা নিয়ে প্রশ্ন আছে। সুদের হার কমার সুযোগে মোটা টাকা ঋণ নিয়ে ব্যবসা করার সুযোগ পাচ্ছে বিত্তশালী শিল্পপতিরা। কারণ সুদের হার একদিকে যেমন কমছে অপরদিকে তেমন শিল্পপতিদের ঋণের পরিবর্তে ব্যাপক সুদ গুণতে হচ্ছে না। আখেরে সাধারণ মানুষের উপকারের ছবিটা খুব পরিস্কার নয়।

এবার যে বাজার এভাবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে তার মূল কারণ হল বিদেশিদের ব্যাপক হার ক্রয়। দেশি লগ্নিকারীরা যতই চুটিয়ে বিক্রি করুক না কেন, বিদেশিদের ক্রমাগত ক্রয় ভরসা যোগাচ্ছে। কারণ লগ্নিকারী বিশেষ করে বিদেশিরা মোদির বেশ কিছু পদক্ষেপ বা এই সরকারের কর্মকাণ্ডকে বাজারমুখী বলেই মনে করে এসেছেন প্রথম থেকেই। মাঝেমধ্যে ছন্দপতন হয়নি তা নয়। তার জেরে প্রচুর মালপত্র বেচেও দিয়েছেন বিদেশিরা। তার ওপর সামনে ফেডের সুদ বাড়ানোর আশঙ্কা তো ছিলই। যার নিট ফল হল এই বছরটা হয়তো এভাবেই কাটাতে হবে। গত বছরের মন্দা কাটিয়ে সামনের বছর থেকে ভারতের শেয়ার বাজার সুখবর বয়ে আনবে বলে বিশ্বাস অনেক আর্থিক বিশেষজ্ঞের।

ফ্ল্যাশ ব্যাকে দেখে নেওয়া যাক শেয়ার বাজারের সেই বিপর্যয়ের সময়টি। সারা বিশ্ব জুড়ে তখন মন্দার ঘোর আবহ। আমেরিকার করাল ছায়া ঘনিয়েছে সারা দুনিয়ার আর্থিক বাজারের ওপর। তাও ভারতীয় শেয়ার বাজার তখনও দৌড়ে যাচ্ছিল মসৃণ গতিতে। কিছু ভারতীয় শেয়ার বাজার বিশেষজ্ঞ ঘটা করে গণমাধ্যমে বলাও শুরু করেছিল বিশ্বের যে সমস্যা তা আদৌ ভীতিকর নয় ভারতীয় বাজারের প্রেক্ষিতে। যদিও এই আহাম্মকদের উক্তিকে অন্তঃসারশূন্য প্রমাণ করে তার কিছুদিন পর থেকেই পতন ত্বরান্বিত হয়েছিল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। উঠতে যতটা সময় লেগেছিল তার থেকে অনেক কম সময় ধাবিত হয়েছিল নিচের দিকে। বলাইবাহুল্য ভারতীয় নিফটি এবং সেনসেক্সের হাড়–পাঁজরা বেরিয়ে পড়েছিল। ২১ হাজারের ঘর থেকে সেনসেক্স এসে দাঁড়ায় ৭৮০০ তে। আর নিফটি। ৬৩০০ এর পর্বতশৃঙ্গ থেকে তা এসে ঠেকে ২২০০ এর ঘরে। এত বড় পতন অবশ্য ভারতীয় শেয়ার বাজারে খুব কমই হয়েছে।

উত্থানের জমানায় মশগুল হয়ে থাকা আনকোরা লগ্নিকারীদের কিছুটা সতর্ক করতেই এটা বলা হল।খারাপ পরিস্থিতির আগেই যাতে তারা নিজেদের পুঁজি সুরক্ষিত করতে পারেন সেই ভেবেই একথা বলা। এই সাত–আট হাজারির নিফটি কালে তাঁরা যেন অবশ্যই লাভে থাকা হাতের মাল বেচে দেন। কারণ পরে আবারও সুযোগ আসবে সস্তায় যা কিনে নেওয়ার। এটা শুধু এই বাজারের বলে নয়। ব্যবসার সার্বিক নিয়ম হিসেবেই ধরা হয়। তাও দেখা যায় অনেক মানুষ অত্যধিক লোভের বশবর্তী হয়ে প্রচুর লাভ পাওয়া সত্ত্বেও হাতের মাল বিক্রি করতে চান না। অভিজ্ঞতা বলে এটা একধরণের হারাকিরি। কারণ এর ফলে সুবর্ণ সুযোগ হারাতে হতে পারে। তাই শেয়ার বাজারের প্রাথমিক শর্ত মেনে অবশ্যই মাঝেমধ্যে লাভের ফসল ঘরে তোলা উচিত। নতুবা পস্তাতে হতে পারে।

ভারতীয় নিফটি যখন ৬ হাজারের ঘরে ছিল তখন অনেকেই হাতের মাল বিক্রি না করে ভুল করেছেন। সেই একই ভুল যাতে আর না হয় তা সাধারণ লগ্নিকারীদের মনে করিয়ে দিতেই এই লেখার মাধ্যমে একটা ক্ষুদ্র প্রয়াস চালানো হল। তবে এই ভরপুর বাজারে ক্রেতাদের হতোদ্যম করা এই লেখার লক্ষ্য নয়। বরং আর পাঁচজন শেয়ার মার্কেট অভিজ্ঞর মতো এই প্রতিবেদকেরও ধারণা গাড়ি যখন চলমান থাকে তখন তাতে সওয়ার হওয়া উচিৎ। থেমে থাকা গাড়িতে ওঠা বা স্থিমিত থাকা স্টকে অর্থ বিনিয়োগ করা ঠিক কাজ নয়। পাশাপাশি আবার অতিরিক্ত লাভের আশা থেকে দূরে থেকে প্রয়োজনমতো হাতের পণ্য বিক্রি করা সঠিক পদক্ষেপ হয়ে দাঁড়ায়। শেয়ার বাজারে নিয়ম বলছে বাজারে এই যে প্রবল উত্থান তা হয়তো বজায় থাকবে ঠিকই তবে এর মধ্যে একবার কারেকশন বা সংশোধনী আসা বাধ্যতামূলক। না হলে অনেক শেয়ারের দাম কিন্তু ওভারভ্যালু হয়ে উঠবে। তাই বাজারে ছোটখাটো পতন যখন তখন সংগঠিত হতে পারে।

পরিস্থিতিকে আবার অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন শেয়ার কেনার সুযোগ হিসেবে। কারণ অকস্মাৎ বাজারে একটা অস্থিরতা এলে অনেক ভালো শেয়ারের দামে কিছু ঘাটতি আসতে পারে। তাছাড়া এই প্রেক্ষিতে ভারতীয় বাজারে লগ্নির পরিমাণ প্রচুর পরিমাণ বাড়িয়ে দিয়েছেন এফ–২ বা বিদেশি ফান্ডগুলি। এক সময় এরাই ব্রাজিলের বাজারকে তুঙ্গে পৌঁছে দিয়েছিল।

সুতরাং বাজারের উত্থানে যেমন এদের হাত আছে তেমন পতনকে গতি দিতেও পারেন এরা। তাই সন্তর্পণে পা ফেলা বেশি জরুরি। না হলে কিন্তু শেয়ার বাজারকে ঘিরে বর্তমান আনন্দ–উৎসব সহজেই নিরানন্দে পর্যবসিত হতে পারে।

অর্থনীতি

সাপ্তাহিক রাশিফল

নমিতা জ্যোতিঃশাস্ত্রী

২ এপ্রিল – ৮ এপ্রিল, ২০১৬

মেষ: মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পেলেও মাঝে মাঝে চঞ্চল হয়ে পড়বেন। আপনার পূর্বকল্পিত দায়িত্ব বহুল কাজগুলি বাধার মধ্যেও সু–সম্পন্ন করতে পারবেন। গৃহ–ভূমি সম্পর্কে শুভফল পাবেন। গৃহে শুভানুষ্ঠানের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে শুভ। শিক্ষায় সাফল্য।

বৃষ: পাকাশয়ের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। যে কোনও কলা শিল্পে পারদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যাবে। স্নেহ–প্রীতির দ্বারা মন আকৃষ্ট হবে। অযথা মাথা গরম করবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ থাকবে। চলাফেরায় সাবধান থাকবেন।

মিথুন: আপনার ব্যক্তিত্বের জোরে অনেক শুভ কাজ করতে সমর্থ হবেন। যাঁরা গান বাজনা করেন তাঁরা সাফল্য পাবেন। অর্থনৈতিক বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। লেখাপড়ায় বাধা থাকলেও শুভ হবে। ব্যবসা–বাণিজ্যে সাফল্য পাবেন।

কর্কট: কর্মস্থলে প্রচুর দায়িত্ব বেড়ে যাবে। মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করলে যথেষ্ট শুভফল পাবেন। মান–সম্মান বৃদ্ধি পাবে। অর্থনৈতিক বিষয়ে উন্নতি হবে। তবে সঞ্চয়ে বাধা। গৃহে শান্তি বজায় থাকবে না। পতি বা পত্নীর স্বাস্থ্যহানির যোগ।

সিংহ: মাতার স্বাস্থ্যহানির যোগ। বন্ধু থেকে সাবধান থাকবেন। আত্মীয়দের সঙ্গে মতান্তর ঘটতে পারে। সাবধানে চলবেন। দৈব–দুর্ঘটনার যোগ। প্রতারনার দ্বারা ক্ষতি। কর্মে উন্নতির যোগ। লেখাপড়ায় মন বসতে চাইবে না। শিরঃপীড়ার যোগ রয়েছে।

কন্যা: সময়টি শুভ হলেও মাঝে মাঝে ঝামেলা ভোগ করতে হবে। অর্থনৈতিক দিক শুভ কিন্তু খরচের মাত্রা অতিরিক্ত হওয়ায় চিন্তিত হয়ে পড়বেন। কর্মস্থলে সুনাম বজায় থাকবে। শিক্ষায় সাফল্য পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন।

তুলা: আধ্যাত্মিক বিষয়ে শুভফল পাবেন। শরীর ভাল যাবে না। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। অর্থনৈতিক বিষয়ে বাধা আসবে, তথাপি শুভফল পাবেন। পিতার পক্ষে সময়টি ভাল। নতুন কর্মলাভের যোগ রয়েছে। অথবা কর্মে উন্নতির যোগ।

বৃশ্চিক: খুব সাবধানে চলাফেরা করতে হবে। পায়ে চোট আঘাতের যোগ রয়েছে। অনেকে বাতের ব্যাথায় কষ্ট পাবেন। আর্থিক বিষয়ে মাঝে মাঝে সমস্যা দেখা দেবে। শিক্ষায় ভালফল পাবেন। ভ্রমণ যোগ রয়েছে। কর্মে উন্নতির যোগ রয়েছে।

ধনু: বাত বেদনায় কষ্ট পাবেন। গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন। মনের কথা কাউকে বলবেন না। ব্যবসায় উন্নতির যোগ। স্নেহ, প্রেম, প্রীতি'র বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। কর্মস্থলে শত্রুরা আপনার ক্ষতি করার জন্য তৎপর হয়ে আছে।

মকর: আর্থিক বিষয়ে মিশ্রফল পেলেও সময়টি ভাল। লেখাপড়ায় মনের মতো ফল পাবেন না। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। জল থেকে সাবধান থাকবেন। কর্মস্থলে গোলযোগ লক্ষিত হয়। বুঝে না চললে ক্ষতি হতে পারে।

কুম্ভ: আপনার সুন্দর মানসিকতার জোরে সম্মান পাবেন। শিক্ষায় ভালফল হবে। সন্তান–সন্ততি বিষয়ে শুভফলের যোগ রয়েছে। আর্থিক বিষয়ে কিঞ্চিৎ বাধা আসবে। যকৃতের পীড়ায় কষ্ট পাবেন। খাওয়া–দাওয়া বুঝে করবেন।

মীন: গৃহ–ভূমি সংক্রান্ত বিষয়ে শুভফল পাবেন, শরীর ভাল যাবে না। বাতের রোগে কষ্ট পাবেন। বন্ধুদের দ্বারা উপকৃত হবেন। লেখাপড়ায় ভালফল পাবেন। রক্তের উচ্চচাপ জনিত পীড়ায় কষ্ট। আর্থিক বিষয়ে শুভ, ভ্রমণে বাধা।

শুভ উদ্বোধন

ডিপিএস নলেজ সিটি

DPS KNOWLEDGE CITY

(A unit of Delhi Public School Pvt. Ltd.)

উদ্বোধক :
মনোজ মিত্র
বিশিষ্ট অধ্যাপক, নাট্যকার ও অভিনেতা
৬ এপ্রিল, বুধবার, সকাল ১০ টা ২০১৬
স্থান : হায়াতনগর, রাজারহাট
ডায়মণ্ড হারবার রোড, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

Admission is Going on

An English Medium co-educational school following CBSE curriculum
Academic Session : 2016-17

Special Features :
- Noise-free and pollution-free Environment
- Smart Class and Computer Education.
- Dedicated, Qualified and Trained Academic Staff.
- Games, Music and Meditation.
- Canteen serving healthy and nutritious food.
- Transport Facility available.

Contact :
DPS Knowledge City
Hayatnagar Rajarhat
Diamond Harbour Road, 24 Pgs (s)

Telephone No. : 033 6500 1788, 033 6050 7004
Email : dps.knowledgecity@gmail.com
Website : www.yeaqubalibedcollege.in

মালিয়ার প্রতিশ্রুতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : দেশের লিকার ব্যারন বিজয় মালিয়াকে নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরে তোলপাড় হচ্ছে ভারতীয় রাজনীতি। শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ তারা মালিয়াকে বিদেশে পালাতে সাহায্য করেছে। যদিও কংগ্রেস এবং বামেদের এই অভিযোগ উড়িয়ে দিচ্ছে বিজেপি। এর মধ্যে স্বয়ং বিজয় মালিয়া জানিয়েছেন তিনি দেশে ফিরে ব্যাঙ্কের যাবতীয় ঋণ শোধ দেবেন।

নাম/পদবি পরিবর্তন

আমার পুত্রের বার্থ সার্টিফিকেটে ভুলবশত অশোক রায় হইয়াছে। গত ১৬.১১.২০১৫ চন্দননগর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে পুত্রের নাম অনিল রায় নামে সর্বত্র হইল। একই ব্যক্তির চন্দননগর ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের এফিডেভিট বলে অনিল যাদব ও অনিল রায় এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে সর্বত্র পরিচিত হইলাম।

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
Office of the District Magistrate & District Election Office, South 24 Parganas
Material Management Cell

Memo No : 61/HHC/GAE 2016/16 Date : 29/3/2016

Tender/Quotation

Quotations from interested agencies are hereby invited from supply of the following stationeries/materials in connection with the General Assembly Election–2016.

Sl	Item	Specification
1	Voting Compartment (for EVMs with VVPAT)	24 x 42"X24"
2	Plastic Tray	Standard Size, Good Qulity
3	Plastic Tray (with clip)	Standard Size, Good Quality
4	Toothbrush & Paste	Four Toothbrush (standard quality) & one 15 gm toothpaste of reputed brand tube in one pouch
5	Wooden Based Wire	Standard Size, Good Quality
6	Waste paper basket	Standard Size, Good Quality

Quotation are to be submitted in the drop box in the chamber of the undersigned, within 3.00 pm of 08/04/2016. With a bank draft of Rs. 2000.00 (rupees two thousand only) in favour of District Magistrate & District Election Officer, South 24 Parganas. Along with copy of PAN Card, Trade Licence, I.Tax return, P. Tax, Experience of similar work, other relevant documents & the filled in Tender Form (enclosed).

All materials are to be delivered at the Materials Management Cell of Hastings House, Alipore, Kolkata.

The same will be opened on the same day, i.e. on 08/04/2016 of 4.00 pm, in presence of the participants of the same.

The authority reserves the right to accept/cancel any tender/quotation without showing any reason thereof.

Sd/–
ADM(Dev) ADM(MMCel)
South 24 Parganas

৪৩৭/জেতসদ/দক্ষিণ ২৪ পরগনা/৩০.০৩.১৬

কোথায় পাবেন আলিপুর বার্তা

● **ভবানীপুর পূর্ণ সিনেমা মোড়** – হেমন্তদার স্টল ● **হাজরা পেট্রল পাম্প** – নকুল ঠাকুর ● **রাসবিহারী মোড় চশমার দোকানের সামনে** – কল্যাণ রায় ● **রাসবিহারী অটো স্ট্যান্ড** –আর কে ম্যাগাজিন ● **ট্র্যাঙ্গুলার পার্ক**– ব্রজেন দাস, বাপ্পাদার স্টল ● **দেশপ্রিয় পার্ক ইউকো ব্যাঙ্কের সামনে** – বীণাপানী ম্যাগাজিন ● **লেক মার্কেট** – পাঁচু প্রামাণিক, অরূপ রায় ● **কেওড়াতলা শ্মশান মোড়** – গৌতমদার স্টল ● **চারু মার্কেট** – গণেশদার স্টল ● **মুদিয়ালি** – দীনবন্ধুদার স্টল ● **নিউ আলিপুর হিন্দুস্থান সুইটস** – গৌতম দেবনাথ, সুকান্ত পাল ● **পূর্ব পুটিয়ারি** – রামানন্দদার স্টল ● **রাণীকুঠি পোস্ট অফিস** – শম্ভুদার স্টল ● **নেতাজী নগর** – অনিমেষ সাহা ● **নাকতলা**–গোবিন্দ সাহা ● **বান্টি ব্রিজ**–রবীন সাহা, দীনেশ গাঙ্গুলী ● **গড়িয়া ৫ নং বাসস্ট্যান্ড**– বিশ্বজিৎ কয়াল, দিলীপদার স্টল, এস বোস ● **মহামায়াতলা**–দীপক মণ্ডল ● **তেঁতুলতলা**–দেবুদার স্টল ● **ক্যানিং স্টেশন**–পঞ্চাননদার স্টল ● **যাদবপুর স্টেশন ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–সুব্রত সাহা ● **সোনারপুর ২ নং প্ল্যাট ফর্ম** – রাজু বুক স্টল ● **বারুইপুর ২ নং প্ল্যাটফর্ম**–কালিদাস রায় ● **জয়নগর ১ নং প্ল্যাটফর্ম** – কেষ্ট রায় ● **আমতলা** – ইন্দ্রজিৎ মণ্ডল ● **শিরাকোল**–অসিত দাস ● **ফতেপুর বাস স্ট্যান্ড** – অনিমেষ দার স্টল ● **সরিষা আশ্রম মোড়**–প্রণবদার স্টল ● **ডায়মন্ড হারবার স্টেশন ১ নম্বর প্লাটফর্ম**–বৃন্দাবন গায়েন ● **কাকদ্বীপ**–সুভাশিসদা ● **বারাসত উত্তর ২৪ পরগনা**–কৃষ্ণ কুন্ডু। ● **বারাসত রেলস্টেশন**– শ্যামল রায় ● **হাবড়া রেলস্টেশন**– বিজয় সাহা ● **বসিরহাট রেলস্টেশন**– সঞ্জিব দাস ● **বনগাঁ রেলস্টেশন**– মন্ডল অ্যান্ড মল্লিক ● **রানাঘাট রেলস্টেশন**– তপন সরকার ● **কাঁচরাপাড়া রেলস্টেশন**– দে নিউজ এজেন্সি ● **কৃষ্ণনগর রেলস্টেসন**– নিখিল রায় ● **বেড়াচাঁপা**– সজল দাস ● **মাতিয়া বাসস্ট্যান্ড**– শম্ভুনাথ বিশ্বাস ● **ইছাপুর রেলস্টেশন**– তপন মিদ্দে ● **বাগদা**– সুভাষ কর ● **নৈহাটি রেলস্টেশন**– কিশোর দাস

আমাদের প্রতিনিধি ● কলকাতা : বরুণ মণ্ডল – ৯৮৩৬০৮১৬৭০, প্রিয়ম গুহ – ৯০৩৮৬৪০০৩০, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় – ৯৮৭৪৩৩৬৪০৪/ দক্ষিণ ২৪ পরগনা : কুনাল মালিক – ৯৮৩০৮৫৪০৮৯

সবুজ নির্বাচনের খোঁজে গোলটেবিল বৈঠক

সঞ্জিত কাষ্ঠ

রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে রাজনৈতিক দলগুলি পরিবেশ নিয়ে কি ভাবছেন এবং তাদের ইস্তাহারে (টেলিফোনে) পরিবেশকে তারা কতটা প্রাধান্য দিচ্ছেন সে সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার জন্য সম্প্রতি সবুজ মঞ্চের উদ্যোগে একটি গোলটেবিল বৈঠকের আয়োজন করা হয় কলকাতা প্রেস ক্লাবে। গোল টেবিল বৈঠকের প্রথম পর্বে প্যারিস জলবায়ু সম্মেলনে সবুজ মঞ্চ সুন্দরবনের (পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশ) জলবায়ু কিভাবে পরিবর্তন ঘটছে সে সম্পর্কে গবেষণালব্ধ যে রিপোর্ট পেশ করা হয় প্যারিসে সেটি বিশদে ছবিসহ ব্যাখ্যা করেন সবুজমঞ্চের প্রতিনিধি তথা টেলিগ্রাফ পত্রিকার সাংবাদিক জয়ন্ত বসু।

পরবর্তী পর্যায়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির তরফে জাতীয় কংগ্রেসের আইএসপি পিভিএস–এর রাজ্য নেতৃত্ব উপস্থিত ছিলেন। আরএসপি নেতা মনোজ ভট্টাচার্য তাঁর বক্তব্যে জানান বামফ্রন্টের ইস্তাহারে পরিবেশকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা ক্ষমতায় ফিরলে ইস্তাহারের প্রকাশিত দাবিগুলিকে তাঁরা মর্যাদা দেবেন। তিনি পরিবেশ আন্দোলনকারীদের উদ্দেশ্যে জানান যে পরিবেশ আন্দোলনকারীরা সেভাবে আন্দোলন সৃষ্টি করতে না পারায় পরিবেশ রাজনৈতিক বান্ধব হয়ে উঠতে পারেনি।

কংগ্রেসের তরফে ওমপ্রকাশ মিশ্র জানান যে, কংগ্রেসের ইস্তাহার আগামী ২৬ মার্চ প্রকাশিত হবে। সেখানে পরিবেশ গুরুত্ব পাবে। সিপিএমের তরফে বলা হয়, তাঁরা নীতিগতভাবে পারমাণবিক চুল্লির বিরোধী নয়। তবে পরিবেশ তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। এরপর রাজ্য সবুজমঞ্চের সম্পাদক নব দত্ত বলেন প্রায় সকল পরিবেশবিদ ও বিশেষজ্ঞ এবং যারা আন্দোলনকারী তারা প্রায় সবাই গোল টেবিলে বৈঠকে উপস্থিত। জলাশয় রক্ষা করতে গিয়ে বালির তপন দত্ত খুন হয়েছে। শব্দবাজী এবং শব্দদূষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গিয়ে অনেকে শহিদ হয়েছেন। হিন্দমোটরে জলাশয় রক্ষার আন্দোলন চলছে। বাগান ধ্বংস এবং জলাশয় ভরাট বন্ধ করতে গিয়ে শান্তিপুরে পরিবেশ কর্মীরা আক্রান্ত হয়েছেন। চাকদহতে পুকুর

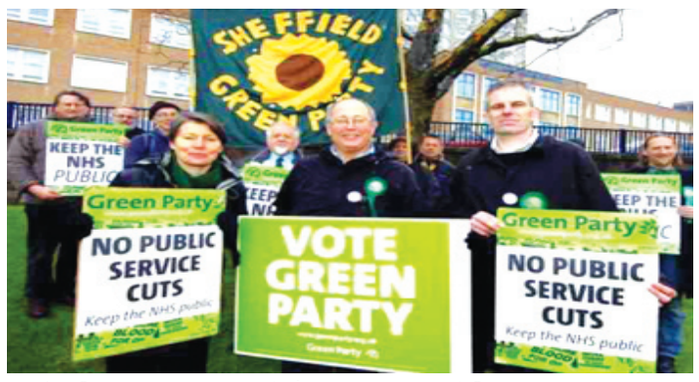

ভরাটের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে উঠেছে। নব দত্ত আরও জানান যে তাঁর বিরুদ্ধে ১৮টি মামলা দায়ের করা হয়েছে। তিনি জামিনে মুক্ত। যে কোনও অবস্থায় তাকে পুনরায় জেলে যেতে হতে পারে।এরপর রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে সরাসরি প্রশ্নোত্তর পর্বে বিভিন্ন বিষয়ে উঠে আসে।

স্বামীজি, নেতাজি, আইডিয়াল ইয়ুথ সোসাইটির প্রতিনিধি বামফ্রন্ট নেতা মনোজ ভট্টাচার্যের বক্তব্যের সূত্র টেনে বলেন শান্তিপুর তথা নদিয়া জেলায় তারা বেআইনি বাগান ধ্বংস, জলাশয় ভরাটের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। কিন্তু এই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে প্রথম শর্ত রাজনৈতিক বাধা। কংগ্রেস আমলে কংগ্রেস, বামফ্রন্ট আমলে বামফ্রন্ট। তৃণমূল আমলে তৃণমূলের বাধা। সব শেষে তাদের সংগঠনের সভাপতি ডাঃ গৌতম পালের চেম্বার থেকে সশস্ত্র বাইক বাহিনী তুলে নিয়ে গিয়ে হত্যার চেষ্টা করে। তার সহকর্মীরা বাধা দিলে তাদের ব্যাপক মারধর করা হয়। কার্যত রাজনৈতিক দলগুলিই পরিবেশ বা যে কোনও আন্দোলন ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করে। আপনারা কি পারবেন আপনাদের নীচের তলার ক্যাডারদের সংযত করতে এই সামাজিক আন্দোলনকে সহযোগিতা করতে? সোসাইটির প্রতিনিধির এই জোরাল আক্রমণকে প্রেসক্লাবের গোলটেবিল বৈঠকে উপস্থিত নব দত্ত, বিজ্ঞানী সুজয় বসু সহ বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ এবং আন্দোলনকারীরা সমর্থন জানায়। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মুখ শুকিয়ে যায়।

কংগ্রেসের ওমপ্রকাশ মিশ্র বলেন যে, সোসাইটির প্রতিনিধির জন্মের আগে থেকে কংগ্রেস ক্ষমতায় নেই। কিন্তু তাকে শান্তিপুর বিধানসভায় দীর্ঘদিন কংগ্রেসের জয়ী থাকার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তিনি দিশেহারা হয়ে সোসাইটির আন্দোলনকে সহযোগিতা করবেন বলে জানান। আরএসপি নেতা আক্রমণ সামলে সোসাইটির আন্দোলনকে সহযোগিতার কথা বলেন। চকদহের বিবর্তন ভট্টাচার্য তাঁদের কাছে জানতে চান যে হরিপুরে তারা পক্ষে না বিপক্ষে। গড়িয়ার স্কুল শিক্ষিকা পাপিয়া চক্রবর্তী বলেন যে কালীপুজোর রাতে যে ভাবে বাজি ফাটানো হয় কিংবা যেভাবে ডিজে সাউন্ড বাজানো হয় এব্যাপারে আপনাদের ভূমিকা কি? পূর্ব কলকাতায় জলাশয় বোঝানোর ব্যাপারে আন্দোলনকে কি আপনারা সহযোগিতা করবেন?

গণ পরিবহন ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করার জন্য আপনাদের কোনও পরিকল্পনা আছে কি? এই ধরনের প্রশ্নে রাজনৈতিক নেতারা দিশেহারা হয়ে পড়েন। তবে রাজ্যের প্রধান তিন শক্তি তৃণমূল, সিপিএম এবং বিজেপিকে আমন্ত্রণ জানানো সত্ত্বেও না আসায় পরিবেশ নিয়ে নেতারা ভাবিত নয় সেকথায় প্রকাশ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য রাজ্যের বর্তমান শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস তাদের ইস্তাহারে পরিবেশ নিয়ে একটি শব্দও ব্যায় না করায় পরিবেশবিদ এবং পরিবেশ কর্মীরা হতাশ হয়েছেন।

লকেটে মাতোয়ারা ময়ূরেশ্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি : বীরভূমের ময়ূরেশ্বর এলাকার গ্রামগুলিতে বিজেপি প্রার্থী অভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়কে ঘিরে বাঁধনছাড়া উল্লাস দেখা যাচ্ছে। বিজেপির তরফ থেকে ময়ূরেশ্বর কেন্দ্রে লকেট চট্টোপাধ্যায়, সিউড়ি কেন্দ্রে জয় বন্দ্যোপাধ্যায়, রামপুরহাট কেন্দ্রে দুধকুমার মণ্ডলকে প্রার্থী করা হয়েছে। ১৪ মার্চ কাঞ্চনজঙ্ঘা

বীরভূম

এক্সপ্রেসে রামপুরহাট স্টেশনে নেমে তারাপীঠ মন্দিরে পুজো দিয়ে প্রচার শুরু করেন লকেট। ময়ূরেশ্বরের পাথাই গ্রামে বাড়ি অভিনেতা খরাজ মুখোপাধ্যায়ের। কালিকাপুর বাসস্ট্যান্ডে লকেটকে মিষ্টিমুখ করান বিজেপি নেতা অর্জুন সাহার স্ত্রী কৃষ্ণা সাহা। দুপুরে মধ্যাহ্নভোজ করেন প্রাক্তন জেলা সভাপতি প্রয়াত অরুনাভ ঘোষের বাড়িতে। সন্ধ্যায় কোটাসুরে দুধকুমারের বাড়িতে যান। তারাপীঠে লকেট চট্টোপাধ্যায়ের বাইক মিছিলের বিরুদ্ধে কমিশনে অভিযোগ জানায় তৃণমূল নেতা ত্রিদিব ভট্টাচার্য। সাইকেল চালিয়ে গ্রামে গ্রামে প্রচার চালান লকেট। আদিবাসীদের সঙ্গে নেচে আপন করে নিলেন লকেট। টোটা, পায়ে হেঁটে, সাইকেলে করে যেখানেই প্রচারে যাচ্ছে লকেটকে ঘিরে বাঁধনছাড়া উল্লাসে মাতছে গ্রামবাসীরা। লকেটের আপাতত ঠিকানা পাথাই গ্রামে অভিনেতা খরাজ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি। ২৪/৩ মনোনয়নপত্র জমা দেন সিউড়ির বিজেপি প্রার্থী জয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও হাঁসন কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রূপা মন্ডল। মুরারই বিধানসভা কেন্দ্রে সাত্তোরের নির্যাতিতা হাইতুন্নেসা বিবি–কে প্রার্থী করে চমক দিয়েছে বিজেপি। পাড়ুইয়ের গ্রামে বোলপুর কেন্দ্রের প্রার্থী তপন হোড়ের উপস্থিতিতে বিজেপি ছেড়ে আরএসপি–তে যোগ দেয় শতাধিক কর্মী সমর্থক। কিন্তু এইসবকে ছাপিয়ে গিয়ে জমে উঠেছে ময়ূরেশ্বর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিনেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের জমজমাট ভোট প্রচার।

ভোটের পাঁচালি

ভোট চাই না, চাই মাঠ

নিজস্ব প্রতিনিধি : বিদ্যালয়ের খেলার মাঠ দখল করেছে দুষ্কৃতীরা বারবার প্রশাসনের কাছে গিয়েও কোনও সুরাহা হয় নি। তাই এবারে নলহাটি বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের খেলার মাঠ ফেরানোর দাবিতে ২০১৬ বিধানসভা ভোট বয়কটের

ডাক দিল নলহাটির আশ্রমপাড়ার বাসিন্দারা। খেলার মাঠ ফেরানোর দাবিতে পড়েছে পোস্টারও। পঞ্চায়েতের শাপলা গ্রামে পিচবোর্ডের উপর গ্রামবাসীরা নিষেধাজ্ঞা জারি করে লিখেছে – ''গ্রামের ভিতর গাড়ি ধীরে চালান, No VIP।''যা জন্ম দিয়েছে নতুন বিতর্কের।

ভোট যুদ্ধে দেওয়াল বন্ধু

জয়িতা কুন্ডু (কুঁতি) : পশ্চিমবঙ্গে সামনেই বিধানসভা ভোট আর তাই বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থনে শুরু এই সোশ্যাল মিডিয়ার যুগে নিজ নিজ সমর্থিত প্রার্থীদের বা রাজনৈতিক দলের সমর্থনে বিভিন্ন ধরনের ব্যঙ্গচিত্রের পোস্ট বা ভিডিও প্রায়ই চোখে পড়ছে ফেসবুক বা হোয়াটস অ্যাপে।

কিন্তু তাতেও সেই পুরাতনী দেওয়াল লিখন বিন্দুমাত্র তার গুরুত্ব হারায়নি। আগে দেখা যেত কোনও নির্মীয়মান বাড়ি বা কারখানার দেওয়ালে রাজনৈতিক দলগুলি তাদের সংক্ষিপ্ত কোড লিখে গোটা দেওয়াল তাদের দখলে রাখার চেষ্টা করত এবং কোনও জনসমাবেশ বা নির্বাচনের সময় সেই দেওয়ালকেই ব্যবহার করতে প্রচারের মাধ্যম হিসাবে। কিন্তু বর্তমানে এই দখলদারি থেকে মুক্তি পেতে দেওয়াল নির্মাণ হবার সাথে সাথেই মালিক পক্ষ তাতে 'বিজ্ঞাপন মারিবেন না' বলে

সতর্কবার্তা দিয়ে থাকেন। তাই এখন লেখার জন্য দেওয়াল পাওয়া খুবই কষ্টকর। ফলত ভোটে যতই রাজনৈতিক বিরোধিতা থাকুক না কেন, দেওয়াল লিখনে যতই তরজা চলুক না কেন একই দেওয়ালে পাশাপাশি লিখতে আপত্তি নেই রাজনৈতিক দলগুলির। হাওড়া জেলার মহিষরেখা সেতুর কাছে এক দেওয়ালে উলুবেড়িয়া দক্ষিণ কেন্দ্রের বামগণতান্ত্রিক জোট সমর্থিত প্রার্থী মহঃ নসিরউদ্দিন ও তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত প্রার্থী পুলক রায়ের নির্বাচনী প্রচারে এমনই এক দেওয়াল দেখা গেল।

রোজগেরে ভোট

শাসক দলের ভোট প্রচারে মালঞ্চ থেকে সোনারপুরের রাস্তায় মহাদেব। ছবি: অরুণ লোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভোট এলে সারাদিন রাত এক করে পরিশ্রম করে মফিজুল, নাচরিরা। বীরভূমের বিভিন্ন গ্রামে প্রায় চল্লিশটির বেশি পেশাদার দল রয়েছে। তৃণমূল প্রার্থী মনিরুল ইসলামের সমর্থনে নাচনিরা প্রচার করছে শ্রীনিধিপুরে। রামপুরহাট–১ ব্লকের সুইপুর গ্রামের মফিজুল ইসলাম নির্বাচনের সময় খাওয়া দাওয়া ভুলে দিনরাত এক করে দেওয়াল লেখে। ভাই মহারাষ্ট্রে সেনাবাহিনীতে কাজ করে। বাবা চাষ করে। ২০০৪ সালে রামপুরহাট থেকে স্নাতক হয়। প্রতিটি দেওয়ালে চুনকাম করার জন্য, গড়ে ৪০ টাকা পান। দিনে ৪০টি করে দেওয়াল লিখতে মোট ৪০ থেকে ৫০ হাজার টাকা আয় হবে বলে আশা মফিজুলের। ইতিমধ্যে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়ে ২৫০টি দেওয়া লিখেছে সহকারী রকি শেখ। তার ছেলে আমন(৩) এবং মেয়ে সুমি চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে।

প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ, ডিজে সাউন্ড এবং শব্দবাজি নিষিদ্ধ

চাকদহ পুরসভা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের মধ্যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করল নদিয়া জেলার চাকদহ পুরসভা। চাকসহ পুরসভা এলাকায় প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ (৪০ মাইক্রোনের কম)। ভয়ঙ্কর শব্দদূষণ সৃষ্টিকারি ডিজে সাউন্ড ক্ষতিকারক শব্দবাজি এবং সাবমার্সিবল পাম্প যত্রতত্র বসানো নিষিদ্ধ করেছে পরিবেশ রক্ষার স্বার্থে। প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ, ডিজে সাউন্ড, শব্দবাজি এবং যত্রতত্র মটর বসিয়ে জলতোলা এগুলির মতই পরিবেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর।

এর বিরুদ্ধে স্থানীয় সংস্থা চাকদহ বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা আন্দোলন গড়ে তুলেছে। ওই সংস্থার প্রধান কর্ণধার বিবর্তন ভট্টাচার্য বলেন প্লাস্টিকের ক্যারিব্যাগ ড্রেনে পড়ে জলনিকাশি ব্যবস্থার বিঘ্ন ঘটায় এবং মাটিতে না মেশার জন্য পরিবেশে বিঘ্ন ঘটায়। ডিজে সাউন্ড এবং শব্দবাজী মারাত্মক শব্দদূষণ ঘটায়। ফলে কানে শুনতে না পাওয়া, হার্টের রোগীর ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা, ডাউন সিনড্রোম বাড়ছে।

মাটির তলার জলও সীমিত। যত্রতত্র সাব মার্সিবল পাম্প বসিয়ে জল তুলে জলের মতো প্রাকৃতিক সম্পদের ঘাটতি দেখা দেবে। (ইতিমধ্যেই বিভিন্ন জায়গায় জল ঠিকমতো পাওয়া যাচ্ছে না।) সেই জন্যে এগুলির বিরুদ্ধে প্রচার আন্দোলনের পাশাপাশি চাকদহ পুরসভাকে লিখিতভাবে এগুলি বন্ধের জন্য দাবি জানায়। সেই প্রেক্ষিতে পুরসভা গত ১লা মে থেকে ৪০ মাইক্রনের কম ক্যারিব্যাগ নিষিদ্ধ করেছে। নির্দেশ অমান্য করলে ৫০০ টাকা জরিমানা ধার্য্য করা হয়েছে। ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ডিজে সাউন্ড এবং শব্দবাজি নিষিদ্ধ করেছে এবং পশ্চিমবঙ্গ পুর আইনের ১৯৯৩এর ৩৫০ নং ধারা অনুসারে কেউ নির্দেশ অমান্য করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য চাকদহ থানার আইসিকে চিঠি দেওয়া হয়েছে বলেও জানা গিয়েছে।

এদিকে চাকদহ পুরসভার পুরপিতা দীপক চক্রবর্তী এই প্রতিবেদককে জানিয়েছেন যে, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতির সংস্থার বিবর্তনবাবুরা তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিলেন এই কাজ করার জন্যে। তাই তিনি উদ্যোগ নিয়ে এই কাজ করেছেন। এছাড়াও দীপকবাবু জানান যে, তিনি মন্ত্রী পর্যায়ে আলোচনা করে যাতে রাজ্যের অন্যান্য পুরসভাগুলিতে এই উদ্যোগ গড়ে তোলা যায় সে ব্যাপারে তিনি সচেষ্ট হবেন।

ধস নামল বাম–কংগ্রেসে

ক্যানিং

বিশ্বজিৎ পাল, ক্যানিং : গত ২৫ মার্চ শুক্রবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং পশ্চিম (৩ পঃ) বিধানসভা কেন্দ্রের ক্যানিং বাসস্ট্যান্ডে তৃণমূলের নির্বাচনী সভায় প্রকাশ্যে দিঘীরপাড় গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ প্রধান কংগ্রেসের প্রদ্যুৎ রায় সহ এবং কংগ্রেসের ১৩ জন পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূলে যোগদান করেন। এছাড়াও ক্যানিং–১ ব্লকের ১০টি অঞ্চল থেকে সিপিএম ও এসইউসিআই–এর ২০ জন নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য সহ প্রায় ২০০ জন কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের কর্মী সমর্থক তৃণমূলে যোগদান করেন। এ দিনের নির্বাচনী সভায় এদের হাতে পতাকা তুলে দেন ক্যানিং পশ্চিম কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী শ্যামল মন্ডল ও ক্যানিং–১ ব্লক সভাপতি তথা জেলা পরিষদের সহকারি সহসভাধিপতি শৈবাল লাহিড়ী এবং যুব তৃণমূলের সভাপতি পরেশরাম দাস। আদর্শ বিসর্জন দিয়ে ক্ষমতার লোভে বাম–কংগ্রেস জোটের বিরুদ্ধে সোচ্চার হতেই এই দলত্যাগ বলে জানিয়েছেন সকলে।

মহানগরে

এবার বিএলও–রা ভোটার স্লিপ বিলি করবে

নিজস্ব প্রতিনিধি: এবার ভোটারদের বাড়ি বাড়ি 'ভোটার স্লিপ' বিলি–বন্টনের দায়িত্ব অর্পিত হল 'বুথ লেভেল অফিসার'দের (বিএলও)–র ওপর। এবং এরই সঙ্গে এতোদিন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মাধ্যমে ভোটারদের বাড়ি বাড়ি যে 'ভোটার স্লিপ' পৌঁছে দেওয়া হত তাও নিষিদ্ধ হল। গত ২৬ মার্চ নির্বাচন কমিশন জেলাশাসক তথা 'ডিস্ট্রিক্ট ইলেকশন অফিসার'দের (ডিইও) এই নির্দেশ জানিয়ে সে কাজ নিশ্চিত করতে বলেন। প্রসঙ্গত ২০১৪–র ষোড়শ লোকসভা নির্বাচন থেকে এ রাজ্যে 'ভোটার স্লিপ' বিলি–বন্টনের দায়িত্ব নির্বাচন কমিশন নিজেদের কাঁধে তুলে নেয়। তবে সেবার একাজে তখন সাফল্য আসেনি। তাই এবার আগে থেকেই নিজেদের দায়িত্বে একাজ পুরোপুরি নিশ্চিত করতে চায় নির্বাচন কমিশন। অন্যদিকে, এবারই প্রথমবার প্রতি বুথের (এবার রাজ্য মোট বুথের সংখ্যা ৭৭,২৪৭টি এবং মোট সেক্টর ছ' হাজারেরও অধিক) বাইরে নির্বাচন কমিশনের তরফে একটি করে 'নির্বাচন সহায়তা কেন্দ্র' থাকবে। কোনও ভোটার বন্টিত 'ভোটার স্লিপ'টি না আনলে বা কোনও তাৎক্ষণিক সমস্যায় কমিশনের তরফে সহায়তা করার জন্য এই কেন্দ্র গড়া হবে। এদিন কমিশন জেলাশাসক তথা ডিইও–দের একাজ নিশ্চিত করতে বলেছে।

প্রসঙ্গত যারা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত তারা ভালোমতো জানেন ভোটার স্লিপ বিলির মাধ্যমে একটা জনসংযোগ গড়া যায়। তাছাড়া স্ক্রুটিনি করে বলা যায় ফ্লোটিং ভোটার কারা, আর পক্ষ–বিপক্ষই বা কারা।

এবারের বিধানসভা নির্বাচনে সমহিমায় তিলোত্তমা নগরী কলকাতা কলকাতাতেই থাকবে

বরুণ মণ্ডল

ভয়েস ওভারে সমবেত কণ্ঠে শোনা যাচ্ছে, 'এবার দরকার, আপনার সরকার'। 'বন্ধু সরকার'। 'বাম, গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ জোট প্রার্থীদের দিকে দিকে জয়ী করুন' বলে যতোই রেডিও, টিভিতে সকাল, দুপুর সন্ধেতে সম্প্রচারিত হোক না কেন কলকাতা পুর এলাকার ১৭ জন বিধায়ক আবার গত পাঁচ বছরের মতো তৃণমূল কংগ্রেসেরই থাকবে, জানাচ্ছে গত ২০১৫–র ১৮ এপ্রিলের কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের বিশ্লেষণী ফলাফল। যদিও নির্বাচনী–বিশ্লেষক বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর বক্তব্য, কলকাতা পুরবাসী পুরসভা ও বিধানসভার ভোট কাকে দেবে তা দু'রকম ভাবনাচিন্তায় দিয়ে থাকে।

যদিও বিশ্বনাথবাবুর এ সিদ্ধান্ত এ রাজ্যে ২০১১–র ২০ মে–র পর থেকে কতটা টিকবে তা নিয়ে জোর সন্দেহ রয়েছে।

বিধানসভা কেন্দ্র	এপ্রিল ২০১৫–এ কে.এম.সি. নির্বাচনে এ.আই.টি.সি.–র প্রাপ্ত ভোট (বন্ধনীতে ২০১১–র বিধানসভা ও ২০১৪–র লোকসভার ফলাফল)	এপ্রিল ২০১৫–র কে.এম.সি. নির্বাচনে বাম ও আই.এন.সি–র প্রাপ্ত ভোট (বন্ধনীতে ২০১১–র বিধানসভা ও ২০১৪–র লোকসভার ফলাফল)
কসবা–১৪৯	৯৬,৪৪৩ (৯২,৪৬০) (৭০,৯০৬)	৫৮,৬২৬+৪,০৭৯=৬২,৭০৫ (৭২,৫৭১) (৫৫,৪৮০+১২,৪২৮)
যাদবপুর–১৫০	৮৬,২৫৪ (১,০৩,৯৭২) (৭৭,৯০০)	৬৮,৪৭৪+২,৭৭৪=৭১,২৪৮ (৮৭,২৮৮) (৭৮,২০৮+৪,৫১১)
টালিগঞ্জ–১৫২	৮২,৮২৪ (১,০২,৭৪৩) (৭৬,০৪২)	৬৫,৬১৩+২,৯৪৩=৬৮,৫৫৬ (৭৫,০৬৩) (৬৭,০০৭+৪,৪৪৪)
বেহালা পূর্ব–১৫৩	৯৫,০২৬ (১,১৬,৭০৯) (৮০,১৯২)	৫৪,৩৫৭ + ৪,২৭৩=৫৪,৬৩০ (৬৮,৫৩৬) (৫৮,৬১৬+৬,৬৯৪)
বেহালা পশ্চিম–১৫৪	৯৬,৯৫৮ (১,২৭,৮৭০) (৮৫,৯৭৮)	৬৫,৭৮১+৪,৩৯৫=৭৮,১৭৬ (৬৮,৮৪৯) (৬২,৮৪০+৬,৯০১)
কলকাতা বন্দর–১৫৮	৬৯,৫২৬ (৬৩,৮৬৬) (৪৫,৭২২)	২১,৭০৯+১৮,১৭৬=৩৯,৮৮৫ (৩৮,৮৩৩) (১৭,০৯০+২৯,৭০৬)
ভবানীপুর–১৫৯	৫৭,৮৮০ (৮৭,৯০৩) (৪৭,২৮০)	২৭,৩৫৫+৫,১২২=৩২,৪৭৭ (৩৭,৯৬৭) (২১,৯৫৪+১৫,৮৮৪)
রাসবিহারী–১৬০	৫৯,৬১২ (৮৮,৮৯২) (৫০,৩২২)	৩১,৪৯৯+৪,৬৮৪=৩৬,১৮৩ (৩৮,৯৯৮) (২৯,৫৫০+১০,৭৫১)
বালিগঞ্জ–১৬১	৬৯,৩৯১ (৮৮,১৯৪) (৫০,৭১৯)	৪১,৭১৫+১৭,২৯৩=৫৯,০০৮ (৪৭,০০৯) (৩২,১৭৬+৩১,০১৩)
চৌরঙ্গি–১৬২	৬২,০৫৬ (৭৯,৪৫০) (৩৪,৪৪০)	১০,৭১২+২১,০৬১=৩১,৭৭৩ (২১,৭১১) (১০,৭৯৬+৩৫,৯৮৮)
এন্টালি–১৬৩	৯৬,১০১ (৭৫,৮৯১) (৫২,৬৫১)	২৭,৮০১+৯,২৬৮=৩৭,০৬৯ (৫০,৮৯৫) (৩১,২৩৭+২৪,০৮৫)
বেলেঘাটা–১৬৪	১,০৭,৭৯৮ (৯৩,১৮৫) (৬৬,৯৩৬)	৩২,৭০৮+২২,৯৫০=৫৫,৬৫৮ (৬১,৪৯৭) (৩৭,১৩৫+২৪,০০১)
জোড়াসাঁকো–১৬৫	৪৩,৩৬৭ (৫৭,৯৭০) (২৮,৫৯৩)	১৭,৬৭০+১৩,১৪৪=৩০,৮১৪ (২৬,৪৬১) (১৫,৪৬৩+২০,৬৪৩)
শ্যামপুকুর–১৬৬	৫৪,৩৮৬ (৭২,৯০৪) (৪৪,৫১৫)	৩৬,৬৪৭+২,৯২৪=৩৯,৫৭১ (৪৫,৮৬৮) (৩০,১৪১+৬,১০২)
মানিকতলা–১৬৭	৮৮,৮২১ (৮৯,০৩৯) (৫৯,০০৩)	৩৭,২৬৩+৩,০৮৪=৪০,৩৪৭ (৫২,৪৮৯) (৪০,২১৮+৫,৪৪১)
কাশীপুর–বেলগাছিয়া–১৬৮	৯৬,১১৮ (৮৭,৪০৮) (৫৭,২৫১)	২৪,০৪১+৮,৩৪৪=৩২,৩৮৫ (৪৭,১২৪) (৩০,৬০১+১৪,৪৫৪)

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫০ বর্ষ, ২৩ সংখ্যা, ২ এপ্রিল – ৮ এপ্রিল, ২০১৬

রাজনীতি সরিয়ে সতর্কতা জরুরি

বৃহস্পতিবারের বারবেলায় কলকাতার নগরজীবন স্তম্ভিত। নির্মীয়মান বাড়ি কিংবা ভয়ঙ্কর অগ্নিকাণ্ডের সাক্ষী মহানগর থাকলেও অফিসের সময় সেতু ভেঙে এতো মর্মান্তিক মৃত্যু যন্ত্রণা যা গণমাধ্যমের দৌলতে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে তা অভাবনীয়। ঘটনার আকস্মিকতায় বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলি স্বাভাবিক ভাবেই হতবাক হয়ে যায়। যার জন্য মর্মান্তিক রক্তাক্ত দেহের অসম্পাদিত ছবিগুলি সম্প্রচারের পরমুহূর্তেই ক্ষমাপ্রার্থনা করে। ভোটের বাজারে এমন ঘটনার সুযোগ গ্রহণ কম–বেশি অনেক রাজনীতিকই নিয়ে থাকেন।

বিবেকানন্দ উড়ালপুল ভেঙে পড়ার ঘটনায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা অবশ্যই প্রশংসার। তিনিও রাজনীতি সরিয়ে ত্রাণ এবং পরিস্থিতির মোকাবিলায় তদারকি করেন। কিন্তু যে প্রশ্ন অবশ্যই সাধারণ মানুষকে তাড়িত করছে তা হল এমন ঘটনা কেন ঘটল? বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের সাংবাদিকরা দেখিয়েছেন মরচে ধরা লোহার বীমের ছবি। নির্মাণকারী সংস্থার বক্তব্য ৭০ শতাংশ কাজ হয়ে যাওয়ার পর এমন দুর্ঘটনায় তাঁরাও দিশাহারা। যদিও প্রশ্ন উঠেছে ওই সংস্থার বর্তমান আর্থিক অবস্থা এবং নির্মাণের গুণগত মান নিয়ে। সঠিক ভাবে তদন্ত এগোক। বাম কিংবা তৃণমূল যাদের আমলেই গাফিলতি থাক তা প্রকাশিত হোক আর সংশোধনের দ্রুত অভিমুখ নির্দেশিত হোক।

এই মুহূর্তে কলকাতা শহরে মেট্রো রেলের পাশাপাশি একাধিক উড়ালপুলের কাজ চলছে। বিশেষ করে বেহালার ডায়মন্ড হারবার রোডের জনাকীর্ণ পথে যে ধীরলয়ে মেট্রো রেলের কাজ চলছে তা আশঙ্কাজনক। বহু পিলারেই গাছ গজাতে শুরু করে দিয়েছে। মরচে ধরেছে কাঠামোর কিছু কিছু অংশে। ইষ্ট ওয়েস্ট মেট্রোর ক্ষেত্রেও এমন আশঙ্কা থেকে যাচ্ছে। অতীতে দিল্লিতে মেট্রো ট্র্যাক ভেঙে মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছিল। অবিলম্বে বিশেষজ্ঞ দিয়ে পরিস্থিতির পর্যালোচনা হোক। এমনকী রাজ্য সরকারের আবাসন দফতরে বহু আবাসন যেগুলি মূলত কংগ্রেস ও বামফ্রন্টের আমলে তৈরি হয়েছিল সেগুলির বর্তমান অবস্থা অত্যন্ত আশঙ্কাজনক। কারণ কিছু আবাসন নীল সাদা রঙে সেজে উঠলেও বহু পুলিশ কোয়ার্টার, এলআইজি প্রভৃতি শ্রেণির বাড়িগুলির ভিতর ও বাইরের অবস্থা সঙ্গীন। যে কোনও মুহূর্তে ভেঙে পড়ে প্রাণহানির ভয়ে বহু আবাসিক দিন গুনছেন। আবাসন দফতর কাজ শুরু করলেও সঠিকভাবে দ্রুত তদারকির অভাব, দক্ষ শ্রমিকদের অভাব আবাসিকরা অনুভব করছেন। রাজ্যে এই মুহূর্তে ভোটের উত্তাপে ফুটছে। এই আমলে রাস্তা–ঘাট, ব্রিজ প্রভৃতি নির্মাণের কাজ প্রচুর পরিমাণে হলেও যাতে সেগুলির সঠিক দেখভাল হয় সেদিকে নজর দেওয়া অত্যন্ত জরুরি। সাম্প্রতিক অতীতে উল্টোডাঙার উড়ালপুল ভেঙে পড়া কিংবা তারাতলার নবনির্মীত উড়ালপুলের মাঝে মধ্যেই মেরামতির ঘটনা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে শহর কলকাতার মাটিতে উড়ালপুল তৈরি করতে গেলে আরও বেশি প্রযুক্তিগত দক্ষতা দরকার। বিবেকানন্দ উড়ালপুলের দুর্ঘটনায় মৃত ও আহত পরিবার পরিজনদের জন্য আলিপুর বার্তার সমবেদনা রইল।

অমৃত কথা

বই পড়ে ঠিক অনুভব হয় না। তাঁর দর্শন পেলে, বই, শাস্ত্র এসব খড় কুটো বলে বোধ হয়।

প্রশ্ন: ধর্ম লাভের উপায় কি?

উত্তর : ঈশ্বরে নির্ভর করাই ধর্মলাভের উপায়।

ঈশ্বরে নির্ভরের উপায় কি?

যেমন খুঁটি ধরে বন বন করে ঘুরলে আর পড়বার আশঙ্কা থাকে না, তেমনি ঈশ্বরে নির্ভর করে সমস্ত কাজ করলে তার আর বিপদ হয় না।

জপ করা কি ভালো?

জপ করতে করতে ঈশ্বর লাভ হয়। নির্জনে গোপনে তাঁকে ডাকলে তাঁর কৃপা হয় ও তাঁর দর্শন পাওয়া যায়।

সন্ধ্যাদি কর্ম কতো দিন?

যতদিন না তাঁর পাদপদ্মে ভক্তি হয়, যখন ঈশ্বর লাভ হয়, তখন সন্ধ্যাদি কর্ম চলে যায়। কর্ম যে বরাবর করতে হবে তা নয়। ঈশ্বর দর্শন হলে আর কর্ম থাকে না, যেমন ফল হলে ফুল আপনি ঝরে যায়।

কিভাবে লোক অন্য লোকের নেতা হয়?

যে গরুর মাথায় সোরসো থাকে, সেই গরুই দলের আগে আগে যায়। তেমনি যে ব্যক্তির মহত্ত্ব আছে, তিনিই অপর সকলের দলপতি বা নেতা হন।

লোকদের ধর্মপথে কিভাবে আনা যায়?

জোর করে কাউকে ধর্মপথে আনা যায় না। ভগবৎ কৃপায় মানুষ আপনিই ধর্মপথে আসে। পাপ বোধ হলে মানুষ আপনিই দয়াল নামের স্মরণ নেয়।

আমরা অতি হীন, দুর্বল, আমরা কি কোন মহৎ কাজ করতে পারি?

শুকনো এঁটো পাতা ঝড়ে যেমন বহুদূরে উড়ে গিয়ে পড়ে, দুর্বল অক্ষম মানুষও ব্রহ্ম কৃপাবলে সেই রকম মহাবল লাভ করে মহান কাজ সাধন করে।

ফেসবুক বার্তা

বিপদে বন্ধু সকলেই। ফেসবুক চিত্রে ধরা পড়েছে বিবেকানন্দ উড়ালপুল ভাঙার পরবর্তী সময় বিভিন্ন সংগঠনের মিলিত ছবি।

গাড়োয়ালী নীতিবোধ ও গাড়োয়ানী নীতিবোধ

নির্মল গোস্বামী

শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের ছোট ভাই উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় সারাজীবন ধরে গহন হিমালয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন। তিনি যে সময় ঘুরেছেন সে সময়ে রাস্তাঘাট, থাকার জন্য হোটেল সেভাবে গড়ে ওঠেনি গাড়োয়াল হিমালয়ের বুকে। পর্যটকও ছিল হাতে গোনা। উত্তরকাশী, যোশীমঠ, রুদ্রপ্রয়াগ, কেদারনাথ, বদ্রীনাথ, গঙ্গোত্রী, যমুনোত্রী এই সব পথে সাধু যোগীরাই অতীব কষ্ট করে তীর্থ দর্শনে যেতেন। উমাপ্রসাদও বারবার এই সব পথে গিয়েছেন এবং সেখানকার আদিবাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মিশেছেন। তাঁদের বাড়িতেই তিনি আশ্রয় নিতেন। এই রকম দুজন পাহাড়ি লোককে উমাপ্রসাদ কলকাতা দেখার জন্য আমন্ত্রণ জানানোর ফলে তারা কলকাতায় এসে উমাপ্রসাদের বাড়িতে হপ্তা খানেক কাটায়। কলকাতা ঘুরে দেখতে গিয়ে তাদের 'পুটলি' খোয়া যায়। যৎ সামান্য জিনিসই তাতে ছিল। তারা দেশে ফিরে যাবার সময় উমাপ্রসাদ প্রশ্ন করেন কেমন দেখলে কলকাতা? তারা বলল, কলকাতার অনেক জায়গায় ঘুরলাম, কিন্তু আশ্চর্য হয়েছি একটা জিনিস দেখে তা হল এখানকার মানুষেরা না বলে অপরের জিনিস নিয়ে নেয়।

আর একটি ঘটনা হল বছর দুয়েক আগের। আমাদের কলকাতার দুটি ছেলে মেয়ে চেন্নাইয়ে চাকরি করত। সম্ভবত শিক্ষক হবে। তারা মুসৌরি বেড়াতে যায়। যে গাড়িতে তারা ঘুরত সেই গাড়ির ড্রাইভার ও আরও তিনজন বন্ধু মিলে মহিলা ও ছেলেটিকে খুন করে। প্রথমে নিখোঁজের খবর প্রকাশিত হয়। তারপর ওই এলাকা থেকেই লাশ উদ্ধার হয়। পুলিশের তৎপরতায় খুনি ধরা পড়ে। এই চারজন অপরাধী ছিল এক গ্রামের বাসিন্দা। তার যখন ধরা পড়ল তখন ওই গ্রামের বয়স্ক মানুষ, বিশেষ করে অপরাধীদের মা বাবা থানায় এসে বলে যে আমাদের ছেলেদের যেন ফাঁসি হয়। তারা শুধু যে মানুষ খুন করেছে তা নয়, তারা আমাদের গ্রামের মান সম্মান এবং ঐতিহ্যকে হত্যা করেছে। অতিথিদের আমরা দেবতাজ্ঞানে পুজো করি। সেই অতিথিদের বিশ্বাসকেও হত্যা করেছে। ওদের বাঁচার অধিকার নেই। থানার অফিসার অবাক হয়েছিলেন। কারণ এতোদিনের কর্মজীবনের অভিজ্ঞতায় তিনি জানতেন যে অপরাধীদের সাজা যেন না হয়, কিংবা যেন লঘু শাস্তি হয় – তার জন্যই বাবা মা তদবির করে এসেছে। আর এই প্রথম কোনও বাবা মা নিজের সন্তানের অপরাধের জন্য কঠোর শাস্তির দাবি করছে থানায় এসে। খবরটা সংবাদপত্রের হেডিং হয়নি। খুব ছোট আকারে ভিতরের পাতায় বের হয়েছিল। তবুও এই খবরটা আমাদের শহুরে শিক্ষিত নাগরিকদের বিবেকের গালে যেন ঠাস ঠাস চড় কষিয়ে অনেক কিছু শিক্ষা দিয়ে গেল। সে শিক্ষা হল নৈতিকতার শিক্ষা, সত্যের পথে চলার শিক্ষা। প্রথম ঘটনাও আমাদের

নীরবে কষাঘাত করে যায়। কলকাতায় কত গর্বের স্থাপত্য আছে। কত বড় বড় বাড়ি, মন্দির সে সব দেখে পাহাড়ী লোকের অবাক হবার কথা। কারণ তারা এ জিনিস কোনও দিন দেখেনি। কিন্তু তারা বলে গেল যে চুরি করাটাই তাদের কাছে বেশি আশ্চর্যের। আমাদের গর্বের সভ্যতার বেলুনে তারা ছোট একটা পিন ফুটিয়ে যেন চুপসে দিল।

এবার আসা যাক গাড়োয়ানী নীতিবোধের কথায়। গাড়োয়ান শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল, যে গরুর গাড়ি চালায় তাকে গাড়োয়ান বলে। আমরা ছোট বেলায় বাবা কাকাদের মুখে শুনেছিলাম গরুর গাড়ি যাকে ধাক্কা মারবে তাকেই ফাইন দিতে হবে গরুর গাড়ির চালককে। একটু পরিষ্কার করে বলি। ধরা যাক রাস্তায় গরুর গাড়ি রামকে ধাক্কা মারল তাহলে রাম ফাইন দেবে গরুর গাড়ির চালককে। এই গরুর গাড়ির ক্ষেত্রে রাস্তায় কোনও আইন প্রযোজ্য নয়। কারণ অবলা জীব গরু। তাদের সব সময় সঠিক নির্দেশে চালনা করা বোধ হয় সম্ভব নয় তাই দেশে এই ব্যবস্থা চালু ছিল বা এখনও আছে।

আধুনিক নগর সভ্যতায় গরুর গাড়ি আর দেখা না গেলেও গাড়োয়ানরা যে বহাল তবিয়তে আছে তার প্রমাণের অভাব হয় না। পথ চলব অথচ পথের আইন মানব না এটাই হল গাড়োয়ানী মনোবৃত্তি। তেমনি সমাজে বাস করব সমাজের অনুশাসন মানব না তাকেই পক্ষান্তরে গাড়োয়ানী চিন্তা বলা যায়।

আমরা জানি যে জনসমাজে বা জনগোষ্ঠী গড়ে ওঠার প্রাথমিক শর্ত হল নিয়মকানুন মেনে চলতে বাধ্য হয় সেই সমাজের সদস্যরা। তা না হলে শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকে না। দেশের কথা তো আরও বড় ব্যাপার। সেখানে লিখিত সংবিধান, আইন, আদালত পুলিশ প্রশাসন মিলে শৃঙ্খলা রক্ষার এলাহি আয়োজন। নীতিশিক্ষার বিপুল সম্ভার সাজানো। তবু যে গাড়োয়ানদের মতো পথ আইন না মানার অধিকার যেন তাদের জন্মগত। সব থেকে আশ্চর্যের ব্যাপার হল যে সাধারণ নাগরিকরা নীতি মেনে আইন মেনে চলতে চাইলেও যারা দেশের চালক তারা চায় না। ভয়মুক্ত ভোটদানের জন্য দেশে কত আয়োজন। নির্বাচন কমিশনারের আন্তরিক কত প্রচেষ্টা। আমাদের প্রদেয় করের কত টাকা খরচা। আর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী জনসভায় বলছেন ওরা তিন দিন থাকবে। তারপর কিন্তু আমরাই শাসন করব! মুখ্যমন্ত্রী বলছেন আমরা শুনছি, মিডিয়ায় আলোচনা হচ্ছে। কিন্তু রেজাল্ট কী? শাস্তি কই? কমিশন কি করছে? যার দায়িত্ব জনগণের মন থেকে ভয়কে দূর করা তিনি উল্টে ভয় ঢুকিয়ে দিচ্ছেন মনে। তাকেই ভোট দিতে হবে তাকেই জেতাতে হবে নইলে বিপদ।

নেতারা শপথ নেন সত্যিকথা বলার জন্য। কিন্তু সত্যি বলছে? টাকার বান্ডিল তোয়ালে জড়িয়ে আলমারিতে রাখছে। একজন লুঙ্গি গেঞ্জি পড়ে বলছে অত কম টাকা আমি ছোঁব না – নিচে লোক আছে তাকে দিয়ে দিন। একজন শুয়ে শুয়ে টাকা নিচ্ছে। একজন টাকা নেবার পর জিজ্ঞাসা করছে আপনারা যেন কি কোম্পানি? এতো কিছুর পর নেতারা বলছেন জাল সিডি। আবার কোর্টে গিয়ে বলছে এটা অনুদান। তাহলে প্রথম দিনেই তো নেতারা বলতে পারতেন যে এটা পার্টির অনুদান হিসাবে নিয়েছি। ফুরিয়ে যেত। তাহলে মুখ্যমন্ত্রী কেন বললেন কংগ্রেস, সিপিএম, বিজেপি চক্রান্ত করছে? কোনটা সত্য? অনুদান তো যে কেউ যে কাউকে দিতে পারে এবং যাকে দেবে তার নেবারও অধিকার আছে। এখানে একটা সত্যকে চাপতে হাজারটা মিথ্যার আশ্রয় নিতে হচ্ছে। আমরা সকলেই কেমন যেন সব কিছু সয়ে যাচ্ছি। আর এইটাকেই মূলধন করছে শাসক দল। ঘুষ নেবার স্বপক্ষে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মিছিল করছেন। লক্ষ মানুষ সেই মিছিলে হাঁটছে। দেশের জন্য লড়াই করে জেল খাটছে তা কিন্তু নয়। চোরের সহযোগী হিসাবে জেল খাটছে নেতা। আর মুখোশ পড়ে মানুষ নাচছে। তাকে আবার ভোটে জেতাতে হবে। ন্যায় কি? নীতি কি? শাসন কোথায়? কিসের চর্চায় আমরা ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে উঠছি? পার্টির হয়ে অনুদান নেবে আইপিএস অফিসার? এটাও কি বিশ্বাসযোগ্য? এত বড় হাস্যকর মিথ্যা অবলীলায় যারা জনগণের উদ্দেশ্যে বলতে পারে তারা জনগণকে গাড়োয়ান ছাড়া আর কি ভাবতে পারে। সাধারণত যাদের মাথা মোটা বা বোধবুদ্ধি একটু কম তাদের আমরা গাড়োয়ান বলি। মাথা মোটা জীব হিসাবে গরুর খ্যাতি সর্বজনগ্রাহ্য। আর সেই মাথা মোটা জীবকে চালাতে চালাতে গাড়োয়ানের অবস্থাও তদ্রুপ হয়ে যায়। কথা সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র এক জায়গায় বলেছেন, ''কসাইখানা থেকে কাটা গরুর মাংস গরুর গাড়িতে করেই বয়ে নিয়ে যায়।'' তাই দলতন্ত্র গণতন্ত্রের নামে সাধারণ মূল্যবোধ, ন্যায়নীতিবোধকে প্রতি নিয়তই নেতারা কসাইয়ের মতো জবাই করছে, আর আমরাই তার সমর্থক । সেই সত্যের লাশ বয়ে বেড়াচ্ছি। রাজনীতির কারবারিদের ক্ষতি কিছু নেই কারণ এটা বিনা মূলধনের ব্যবসা। কিন্তু আমাদের সমাজের প্রভূত ক্ষতি। যে সাধারণ ন্যায়নীতি মেনে সমাজ গঠিত হয়েছে। তারা যদি তাকে ভেঙে দেয়, তাহলে সমাজও ভেঙে পড়বে। আর মানুষের মধ্যে পার্থক্য হল চিন্তা চেতনায়। আবার চেতনার উপাদান হল ন্যায় ও সত্যবোধ। সেই বোধ যখন উবে যায় তখন মানুষ আর বস্তুতে পার্থক্য থাকে না। আমরাও বোধহীন বোবা সমাজের যেন গাড়োয়াল যারা গরুর গাড়িতে করে গরুর মাংস বয়ে নিয়ে যাচ্ছি – কোনও প্রশ্ন না করে।

'আমি যে কিছু পারছিনি স্যার' –শিক্ষাক্ষেত্রে একটা নগ্নচিত্রের বহিঃপ্রকাশ মাত্র

দীপককুমার বড় পণ্ডা

'আলিপুরবার্তা'য় গত ১২ মার্চ, ২০১৬ তারিখে ওঁকার মিত্র–র লেখা 'আমি যে কিছু পারছিনি স্যার' পড়ে অনেকদিনের একটা বদ্ধ যন্ত্রণার মুক্তি ঘটল। লেখক যেন একটা খোলা আকাশ আমাদের সামনে তুলে ধরলেন এই লেখায়। এই একটি কথাই শিক্ষাব্যবস্থার নগ্নচিত্রটা আমাদের সামনে প্রকাশ করল। পরীক্ষাহলে মেয়েটি নকল করছিল। প্রধানশিক্ষকের চোখে পড়ায় মেয়েটির কাছ থেকে যখন তিনি টুকলিগুলো নিয়ে নিচ্ছিলেন, তখন সে অসহায়ভাবে এই কথা বলেছে। পরীক্ষা মানেই এখন একটা সাঙ্ঘাতিক হইহই, নকল আর নকলে ছয়লাপ। নকল ধরে শিক্ষক–শিক্ষিকারা আক্রান্ত হচ্ছেন। পুলিশও নকল আটকাতে ব্যর্থ হচ্ছে। এইসব দেখে বোঝা যায়, যে কারণেই হোক সারাবছর এইসব ছেলে–মেয়েরা পড়ে না। তাই, এই বিপত্তি। স্কুলে যদি সারাবছর পড়ে তবেতো আর ছেলে–মেয়েরা পরীক্ষা হলে নকলের দিকে ঝুঁকবে না। তবে, স্কুলে কেন পড়া হয় না? এবার সেই প্রসঙ্গেই আসি।

কাজের সূত্রে আমি একটা লম্বা রাস্তা ট্রেনে–বাসে যাওয়া আসা করি। সেই সূত্রে অনেক শিক্ষক–শিক্ষিকা আমার সহযাত্রী। প্রায় প্রতিদিনই তাঁদের নানা গল্প শুনি। সেই গল্পগুলিতে স্কুলের ছেলে–মেয়েরা আসে না, লেখা–পড়া আসে না, আসে না স্কুল নিয়ে কোনো স্বপ্নের কথা। দু:খ পাই, হতাশ হই। কোনো কোনো সময় সেই হতাশার কথা বলি ওঁদেরকে।তাঁরা বলেন, আমরা স্কুল থেকে অনেক দূরে থাকি অত ভাবার সময় কোথায়, কেউ বলেন আমাদের স্কুলের ছাত্র–ছাত্রীরা পড়াশোনায় খারাপ, তাদের মোটা বুদ্ধি, কেউ বলেন সরকার পড়ানোর বাইরেও আমাদের নানা কাজ করায়, যেমন সবুজসাথী প্রকল্প, কৃমির ওষুধ খাওয়ানো, জনগণনা, ভোটের কাজ আরো কত কি! এইসব কারণে তাঁরা স্কুল নিয়ে, ছেলে–মেয়েদের লেখাপড়া নিয়ে একেবারেই ভাবিত নন।

এবার শিক্ষক–শিক্ষিকাদের যুক্তির প্রত্যুত্তরে কিছু কথা ভাবি। যেমন, অনেকেই দূর থেকে চাকরি করতে আসেন, এটা ঠিক। কিন্তু, এখনকার শিক্ষক–শিক্ষিকারা নিজেরাইতো সেই স্কুল কাউন্সেলিং–এর মাধ্যমে নির্বাচন করেছেন। হতে পারে, কাছের স্কুলটি তিনি পাননি। কিন্তু, সরকারতো এই কারণেই বেতনের সঙ্গে ঘরভাড়া বাবদ টাকা দেয়। দূরের মানুষেরা স্কুলের কাছেই পরিবার নিয়ে থাকতে পারেনতো। জানি, মশাইরা এতক্ষণে খিঁচিয়ে উঠবেন। আরো নানা অসুবিধার কথা বলবেন। কিন্তু, চাকরিতে সব সুবিধা পাওয়া যায় নাকি?

এবার আসি গ্রাম–বাংলার কিংবা শহরতলীর সাধারণ স্কুলের ছেলে–মেয়েদের মেধার কথা। যারা প্রথম প্রজন্ম পড়ছে, কিংবা অল্প শিক্ষিত পরিবারের ছেলে–মেয়েদের পড়ানোর ক্ষেত্রে অসুবিধা হয় ঠিকই, কিন্তু তাই বলে ওরা যুগের পর যুগ বঞ্চিত থাকবে? এই বঞ্চনাটা এমন, আজকের দিনে প্রতিটি গরিব বাড়ির বাচ্চাকেও 'প্রাইভেট টিউশন' পড়তে যেতে হয়। পুরোপুরি স্কুলের শিক্ষক–শিক্ষিকার ওপর নির্ভর করে কেউ মাধ্যমিকটাও পাশ করতে পারছে না। মায় প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চারাও প্রাইভেট টিউশন পড়ে। বহু শিক্ষার্থী স্কুল ছাড়তে বাধ্য হয়, বাড়ির লোক টিউশনের টাকা জোগাড় করতে পারে না বলে। এক্ষত্রে কি শিক্ষক–শিক্ষিকাদের কোনো কিছুই করণীয় থাকে না? তাঁরা কি অপেক্ষাকৃত পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীটির জন্য একটু দরদী হতে পারেন না! তাদেরকে আলাদা করে কি দেখিয়ে দেওয়ার উদ্যোগ নেওয়া যায় না? শুধু 'চাকরির মানসিকতা' নিয়ে তা করা অবশ্য মুশকিল। করে ফেলতে পারলে কিন্তু বেশ আনন্দ।

অন্য একটি অভিযোগ, সরকার কৃমির ওষুধ, জাপানী অ্যানকেফেলাইটিস–এর টিকা প্রভৃতি স্কুলের মাধ্যমে দেন। সেটাতো ছাত্র–ছাত্রীদের ভালর জন্য। সরকারি কিছু কাজ করতে হয় শিক্ষকদের – তাতে গেল গেল রব ওঠার কিছু নেই। জনগণনা, ভোটের কাজ আগেও করতে হত শিক্ষকমশাইদের। তাতে কি পড়াশোনার মান এত খারাপ হত? স্কুলের এলাকায় সরকারি কাজগুলো করতে গেলেতো একটা জনসংযোগ তৈরি হয়। সেটাওতো দরকার। অভিভাবকদের সঙ্গে কথোপকথনের সুযোগ বাড়ে। সমাজ এখনও শিক্ষক–শিক্ষিকাদের সম্ভ্রমের চোখে দেখে। অন্য সাধারণ পেশার মানুষেরা সেই সুখ থেকে প্রায়–বঞ্চিত।

সরকার যে সুযোগ সুবিধাগুলো দেয়, তার বিনিময়ে আমাদের এমন কিছু করে দেখাতে হবে, যাতে বেসরকারি সংস্থার কর্মীরা কিংবা বেকার যুবক–যুবতীরা কর্মরত শিক্ষক–শিক্ষিকাদের দেখে দীর্ঘশ্বাস না ফেলেন। যেন ভেতর ভেতর একটা হিংসার পরিবেশ তৈরি না হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষক–শিক্ষিকাদের ব্যতিক্রমী কাজই পারবে তাঁদের 'সম্ভ্রম' বাড়াতে।

ওঁকার মিত্র যথার্থই বলেছেন, 'প্রতিবছর সবার চোখের আড়ালে জন্ম দিচ্ছে দুটি পৃথক শ্রেণীর। প্রতিদিন সমাজটা বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে শিক্ষার নিরিখে।' একদল পাওয়ার দলে, আর একদল না–পাওয়া। ভাগ হতে হতে সমাজটাতো শেষ হয়ে গেল। নিম্নবর্গ–উচ্চবর্গ, ধনী–দরিদ্র, ছেলে–মেয়ে আরো কত কি! যে সমাজটাকে আমরা পিছিয়ে রেখেছি, তাদেরকে এগিয়ে আনতে হলে, অন্য অনেককিছুর সঙ্গে শিক্ষাটা জরুরি। শিক্ষাই আনতে পারে সমতা। শিক্ষাই আনবে চেতনা। শিক্ষক–শিক্ষিকাদের নিজেদের ছেলেমেয়েরা বড় বড় বেসরকারি স্কুলে পড়ে 'বড় চাকুরে' হবে, আর গ্রাম–বাংলার, শহরতলীর সাধারণ বিদ্যালয়ের ছেলে–মেয়েরা দিনের পর দিন পিছিয়ে পড়বে – এটা কি চলতে পারে? এই বৈষম্যের অবসান হোক।

বৈষম্য ঘোচাতে পরিকল্পনা দরকার। দরকার একটা সদিচ্ছা। সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত বা প্রোষিত সাধারণ বাংলা মাধ্যম স্কুলগুলির কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই। অন্তত সেই নিয়ন্ত্রণ স্কুলগুলির শিক্ষার উন্নতিতে কোনো ভূমিকা নেয় না। পড়াশোনার মান নিয়ে কেউ কথা বলে না। বহু স্কুলের হাল এত খারাপ, কোনো শিক্ষক বা শিক্ষকা অনুপস্থিত থাকলে, তাঁর বদলে অন্য কেউ ক্লাসে যান না। সেইসময় স্টাফরুমে বসে গল্প করেন, 'প্রভিশনাল ক্লাস' নিতে বললে অগ্নিশর্মা হয়ে ওঠেন। মুখের ওপর প্রধান শিক্ষক–শিক্ষিকাকে 'না' বলেন।

স্কুলগুলির বড় একটা সমস্যা হল শিক্ষক–শিক্ষিকাদের কাজের মূল্যায়ন হয় না। ছাত্র–ছাত্রীরা ভাল ফল করলেও শিক্ষক–শিক্ষিকাদের কেউ প্রশংসা করেন না, আবার খারাপ করলেও কেউ তিরস্কৃত হন না। কেউ প্রশ্ন করে না। নিয়মমাফিক স্কুলের একজন প্রধান আছেন। কিন্তু, আজকের দিনে তাঁর কোনো ক্ষমতা নেই। তিনি 'ক্ষমতাহীন দায়িত্ব' নিয়ে হিমশিম খান। সারা সপ্তাহ তাঁকে প্রশাসনিক কাজে বাইরে দৌড়তে হয়। স্কুলে থাকলেও খাতা–কলমের অনেক কাজ। কোনো শিক্ষক–শিক্ষিকা কিংবা অশিক্ষক কর্মীরা তাঁর কাজের প্রতি নিষ্ঠা না দেখালে, অবাধ্য হলে প্রধান শিক্ষক–শিক্ষিকা তাঁকে সরাসরি শাস্তি দিতে পারেন না। অন্তত, সেরকম দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে না। তিনি কেবল শুধু কাজের দায়িত্ব নিয়ে বসে আছেন। আর, এখনকার দিনে যাঁরা 'বাইচান্স শিক্ষক–শিক্ষিকা' হয়ে পড়ান না, শিক্ষা নিয়ে যাঁদের স্বপ্ন নেই, শিক্ষায় যাঁদের আগ্রহ নেই, যাঁরা অবাধ্য, তাঁদেরকে বাগে আনতে হলে শাস্তিই একমাত্র পথ। আর সেই ক্ষমতা প্রধান শিক্ষক–শিক্ষিকাদের সরাসরি থাকা দরকার। বছরের শেষে প্রধান শিক্ষক–শিক্ষিকাদের ক্ষমতা দেওয়া হোক তাঁর সহকর্মীদের কাজের মূল্যায়নের। সেই নিরিখে সরকারি সুযোগ–সুবিধা নির্ধারিত হোক। ক্ষমতার কিছু অপব্যবহার হতে পারে, কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভাল কাজ হবে।

অনেক সহ শিক্ষক–শিক্ষিকা আছেন, যাঁরা স্কুল নিয়ে ভাবেন, ছাত্র–ছাত্রীদের প্রতি দরদী, ইদানিংকালে তাঁরা সংখ্যালঘু হয়ে পড়ছেন। কেউ কেউ নিজেদের পড়ানোর বাইরেও পত্রিকা প্রকাশ করছেন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে উৎসাহিত করছেন ছাত্র–ছাত্রীদের, স্কুলের উন্নয়নে হাত লাগাচ্ছেন। এই শিক্ষক–শিক্ষিকাদের আরো উৎসাহিত করতে হবে। একটা সুন্দর সমাজের জন্য ভাল শিক্ষক–শিক্ষিকা দরকার। এখনকার শিক্ষক–শিক্ষিকারাও সেটা পারবেন। এঁরা অনেক পড়াশোনা করে আসছেন, অনেক প্রশিক্ষণ নিয়ে আসছেন।

তাঁদের মেধাকে পুরোপুরি কাজে লাগাতে, জরুরি একটা কর্ম–সংস্কৃতি। এরজন্য আলোচনা দরকার। শিক্ষাক্ষেত্রে নৈরাজ্যের অবসানে কথা বলা শুরু হোক। আসুন না, একটা সুন্দর, একটা আদর্শ স্কুলের জন্য কথা বলি।

যাওয়া আসার পথে পথে

আব্দুল মান্নানের রোডশোয়ে আবেগে ভরপুর বাম–কং কর্মীরা

মলয় সুর, শ্রীরামপুর : আজীবন কংগ্রেসি আব্দুল মান্নান হুগলির চাঁপদানি বিধানসভা নির্বাচন কেন্দ্র থেকে এবার লড়ছেন। তবে আব্দুল মান্নানকে প্রার্থী করার পিছনে বাড়তি কারণটা হল, এই কেন্দ্রে তিনি দাঁড়ালে জিততে পারবেন বলে কংগ্রেস এবং বাম দু'পক্ষই মনে করছেন, কারণ এখানে জুট মিলের শ্রমিকদের দীর্ঘদিন ধরে জোরালো সংগঠন রয়েছে। যাতে মান্নানের বিশেষ ভূমিকা আছে। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের উপান্তে এসে আব্দুল মান্নান সাহেব আবার চাঁপদানি বিধানসভাতে ফিরে এসেছেন। এই বিধানসভা কেন্দ্র থেকেও একবার জয়ী হয়েছেন। কেবলমাত্র চাঁপদানি কেন্দ্রে ২০০৬ সালে সিপিএম প্রার্থী জীবেশ চক্রবর্তীর কাছে হেরেছেন। তবে এবারে চাঁপদানিতে তিনি প্রার্থী হওয়ার দরুণ লড়াইটাও জমিয়ে দিয়েছেন। গত ২০১১তে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মুজফফর খান এই কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে বিধায়ক হন। এবারও মুজফফর খান তৃণমূল প্রার্থী হয়েছেন। অনেকেই মুজফফর খানকে বহিরাগত বলে তীব্র সমালোচনা করছেন। চাঁপদানি কেন্দ্রটিতে বেশ কয়েকটি জুট মিল ও সুতো কল এবং ব্রেথওয়েটের মতো ভারী শিল্প কারখানা রয়েছে। এর মধ্যে নর্থব্রুক জুট মিল ৩ মাস বন্ধ। অ্যাঙ্গাস জুট মিল ধুঁকছে। ব্রেথওয়েটের অবস্থাও একই রকম। এতগুলো কলকারখানা বন্ধ থাকায় একবারও বিধায়ককে মাইক ফুঁকতে দেখা যায়নি। চাঁপদানিতে বিভিন্ন জাতি ধর্ম সম্প্রদায়ের লোকের

বসবাস। এককথায় মিনি ভারতবর্ষ বলা যায়। চাঁপদানি এলাকায় মান্নান সাহেবের বেশ কিছুটা প্রভাব রয়েছে। ফলে এখানকার শ্রমজীবী সাধারণ মানুষ ভোট পর্ব শুরু হওয়ার সময় থেকেই গুরুত্বপূর্ণ হেভিওয়েট প্রার্থীর চিত্তাকর্ষক লড়াই চাইছিলেন। তিনি ১৯৬৪ সালে কংগ্রেসে যুক্ত হন। উত্তরপাড়া প্যারিমোহন কলেজে পড়াকালীন ছাত্রপরিষদের হয়ে দাঁড়ান কিন্তু হেরে যান। এরপর উত্তরপাড়া ভদ্রকালী হাইস্কুলে অঙ্কের শিক্ষকতা করেন। ২০০৭ সালে শিক্ষকপদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি অবিবাহিত। শ্রীরামপুরের চাতরা অন্নদাপ্রসাদ ঘোষ লেনে বাড়ি। আদি বাসস্থান খানাকুলে। তিনি এখনও ট্রেনের মান্থলি কেটে সাধারণ যাত্রীদের সঙ্গে যাতায়াত করেন। ইতিহাসের প্রয়োজনে, দেশের প্রয়োজনে, সমাজের প্রয়োজনে আজ লাল–তেরঙ্গা এক জায়গায়। এ এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। আব্দুল মান্নান বলেন, ৩৪ বছর বাম শাসন ছিল। মানুষ তাকে পরিবর্তন করেছিল। কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বেইমানি করে কংগ্রেসকে ছেড়ে চলে গেলেন। ভয়ঙ্কর অত্যাচার শুরু হল। বিরোধীদল করা যাবে না। আমরা গণতন্ত্র শান্তি মা–বোনেদের সম্মান চাই। যে হাত দিয়ে পরিবর্তন হয়েছিল। এখন সেই হাত ধরেই সূর্যকান্ত মিশ্র, সোনিয়া গান্ধি, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য, সীতারাম ইয়েচুরি, বিমান বসু, অধীর চৌধুরী, মানস ভুইঞাঁ, দীপা দাশমুন্সিরা সবাই এক হয়ে গিয়েছেন, মানুষ ও সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন। নিচুতলার সিপিএম কর্মীরা বরং এই জোটে উচ্ছ্বসিত। তৃণমূলকে হারাতে চাঁপদানিতে মানুষ এক হয়ে নেমেছেন। এবার আব্দুল মান্নান সর্বকালের সেরা ভোটে জিতবেন। একথা বলেন, ফরওয়ার্ড ব্লকের জোনাল স্তরের নেতা নরেন চট্টোপাধ্যায়। এদিন যৌথ মিছিল ভদ্রেশ্বর পর্যন্ত প্রচার করেন। এই রোড শোয়ে কংগ্রেস ও বাম কর্মীরা উচ্ছ্বাস এবং আবেগে ভেসে গিয়েছেন।

ভোটের মুখে দলবদলের খেলা

অভীক মিত্র : বীরভূম জেলায় বিধানসভা ভোটের দলবদল অব্যাহত রয়েছে। তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল ছেড়ে সিপিএমে যোগদানের প্রবণতা বাড়ছে। ২২শে মার্চ বাতিকার ও মঙ্গলডিহি পঞ্চায়েতের শতাধিক কর্মী সমর্থক বিজেপি ছেড়ে সিপিএমে যোগ দেয়। ১৩ মার্চ ইলামবাজার পঞ্চায়েতের সিপিএম সদস্য অঞ্জনকুমার সাহা তৃণমূলে যোগ দেয়। ২৭ মার্চ বোলপুরে বিধানসভার ইলামবাজারে প্রায় ১৫০০ কর্মী সমর্থক তৃণমূল ও বিজেপি ছেড়ে সিপিএমে যোগ দেয়। মিছিলে নেতৃত্ব দেয় বোলপুরের আরএসপি প্রার্থী তপন হোড়, সিপিএম নেতা মদন ঘোষ। পাল্টা মিছিল তৃণমূল করে। দুপক্ষের মিছিলের জেরে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ানোয় কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। সাঁইথিয়া বিধানসভা এলাকায় হাজার খানেক তৃণমূল কর্মী সিপিএমে যোগ দেয় বলে দাবি। ১২ মার্চ ষাটপলসায় ছাত্রদের দিয়ে ব্যান্ড বাজিয়ে প্রচার করে বিতর্কে জড়ায় ময়ূরেশ্বরের তৃণমূল প্রার্থী ২৮ মার্চ নাবালক দিয়ে মিছিল করে নির্বাচন কমিশনের শোকজ করে সাঁইথিয়া কেন্দ্রের জোট প্রার্থী সিপিএমের ধীরেন বাগ্দী। খয়রাশোলে মানবপুতুল দিয়ে ভোটের প্রচার করানো হয়। ৩০ মার্চ থেকে বাসাপাড়া পর্যন্ত প্রায় ২০০০–র বেশি কর্মী সমর্থক নিয়ে মিছিল করে সিপিএম। ২৭ মার্চ চিনপাই এলাকার প্রচার রামচন্দ্র ডোমের। হুড খোলা জিপ থেকে নেমে চিনপাই কালীমন্দিরে প্রণাম করেন জয় বন্দ্যোপাধ্যায়। সস্ত্রীক তারাপীঠে পুজো দেয় কংগ্রেস সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য। বীরভূমে জোরকদমে চলছে দলবদল।

কপিলকৃষ্ণের সমর্থনে মানুষের ঢল

কল্যাণ রায়চৌধুরী

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার গাইঘাটা বিধানসভা কেন্দ্রে মতুয়া ভোটে ভর করে জেতার লক্ষ্যে মরিয়া শাসক–বিরোধী উভয়পক্ষই। এবারের বিধানসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে বামফ্রন্ট ও কংগ্রেস জোটবদ্ধ হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এই জোটের বাইরে অবস্থান করছে বামপন্থী দুটি দল এসইউসিআই ও সিপিআই(এমএল) লিবারেশন অর্থাৎ নকশালপন্থীরা। অন্যদিকে বিজেপি লড়ছে নিজেদের মত এককভাবে। তবে গাইঘাটা বিধানসভায় এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত পাওয়া খবরে জানা গিয়েছে শাসকদলের বিরুদ্ধে শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় আছেন বাম–কংগ্রেস জোটের সমর্থিত সিপিআই প্রার্থী কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর। তফসিলি সংরক্ষিত এই কেন্দ্রে কপিলকৃষ্ণকে প্রার্থী হিসেবে দাঁড় করানোটা বিরোধীদের একটা অন্যতম চমক বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক মহল। একাধারে লেখক, সংগঠক, সমাজকর্মী কপিলকৃষ্ণবাবু কোনওদিনই সক্রিয় রাজনীতিতে ছিলেন না। তবে তিনি বরাবরই বামপন্থার সমর্থক। রিজার্ভ ব্যাঙ্কের প্রাক্তন কর্মী কপিলবাবুর ভাবমূর্তি আগাগোড়াই স্বচ্ছ। তাঁর লেখার মধ্যে দিয়ে সমাজের বঞ্চিত, শোষিত, নিপীড়িত মানুষের দুঃখ, দুর্দশা, ব্যথা, বেদনার কথা ফুটে ওঠে। তাঁর মতে, 'লেখকরা হল সত্যের উপাসক।' উদ্বাস্তুদের নিয়ে দীর্ঘ ৩০ বছর ধরে কাজ করে আসছেন বলে কপিলবাবু দাবি করেছেন। ২০০০ সালে গড়ে তুলেছেন 'নিখিল ভারত বাঙালি উদ্বাস্তু সমন্বয় সমিতি'। এক সাক্ষাৎকারে তিনি প্রতিবেদককে বলেন 'আমরা সকলেই রাজনীতি করি। কেউ সক্রিয়, কেউ নিষ্ক্রিয়।

গাইঘাটা

আসলে রাজনীতি হল সরকার কি নীতি গ্রহণ করবে, এ বিষয়ে জনমত গঠন। বর্তমান রাজ্য সরকার গণতান্ত্রিকমূল্যবোধকে ভেঙে দিচ্ছে। আজ রাজ্যে যেসব ঘটনা ঘটছে তা সাম্প্রতিক অতীতের বিহারকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গে আজ চলছে শুধুই দুর্বৃত্তায়ন। এসময়ে গণতন্ত্রের জন্য সুস্থ পরিমন্ডল তৈরি করা একান্ত প্রয়োজন।' সারদা কান্ড প্রসঙ্গে বলেন, 'সারদা ছিল একটা চিটফান্ড। যা মানুষকে প্রলোভন দেখিয়ে ঠকিয়ে মানুষের টাকা লুঠ করেছে। আর তৃণমূলের বিভিন্ন নেতা–নেত্রীরা করেছেন চোরের উপর বাটপারি। তারা চোরেদের লুঠ করা টাকা, তারা লুঠ করেছেন।' স্টিং অপারেশন প্রসঙ্গে বলেন, 'এটা হল চোরের দশদিন আর গৃহস্থের একদিন।

এরকম ঘটনা তারা ঘটাচ্ছিলেন। সাংবাদিকদের কাছে সে খবরও ছিল। স্টিং কান্ড হল গৃহস্থের একদিনের ঘটনা। অতীতে বামফ্রন্টের ক্ষেত্রে এমন হয়নি।' এই সঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিল্প সৃষ্টির ক্ষমতা কমে গেল

কিনা? এমন প্রশ্নও তোলেন তিনি। পাশাপাশি বলেন, ২০১১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবির নিচে লেখা হত, 'সততার প্রতীক' কিন্তু ২০১৬ তে তা আর লেখা হচ্ছে না। তাহলে কি পরোক্ষে স্বীকার করা হল যে তিনি আর সততার প্রতীক নন।' নির্বাচনে জিততে কি করবেন? এপ্রসঙ্গে জানালেন, স্থানীয় সমস্যাগুলির অগ্রাধিকার দিয়ে সমাধান করা। বলেন, এতদঞ্চলে ভাল হাসপাতাল নেই। এই এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতি করতে গেলে এটা খুবই জরুরি। যমুনা ও ইছামতী নদীর সংস্কার না হলে ফি বছর বন্যার প্রকোপ দেখা দেবে। এই নদীদুটির সংস্কারের পাশাপাশি নিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটাতে হবে। রাস্তাঘাট, ব্রিজের অবস্থা খুব খারাপ। কেন্দ্রীয় প্রকল্পে কিছু কাজ হয়েছে। তবু বহু কাজ বাকি।' কপিলবাবুর অভিযোগ, বাংলায় মাতৃভাষার মর্যাদা নেই। আগামী দিনে এই মর্যাদা আদায়ের লক্ষ্যে লড়াই–আন্দোলন সংঘটিত করার পাশাপাশি উদ্বাস্তুদের নাগরিকদের মর্যাদা প্রদানের লক্ষ্যেও জনমত গঠন সহ আন্দোলন সংঘটিত করার ইচ্ছার কথাও প্রকাশ করেন কপিলকৃষ্ণবাবু।

উল্লেখ্য, তাঁর বিরুদ্ধে এখানে শাসকদলের প্রার্থী প্রাক্তন আইএএস পুলিন বিহারী রায়। তিনি স্থানীয় বাসিন্দা নন, বহিরাগত। কপিলবাবুও গাইঘাটার বাসিন্দা নন। তবুও মানুষের একটা বড় অংশের সমর্থন রয়েছে তার পক্ষে। এর প্রধান কারণ হল এখানে তৃণমূলের ব্যাপক গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব। এছাড়াও এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত বিজেপি প্রার্থীও ঠিক হয়নি। তবে বিজেপি প্রার্থী ঠিক হলে ভোট বিক্রি হবার আশঙ্কা করছে বাম–কংগ্রেস জোট।

সিপিএমের হয়ে প্রচারে নির্দল প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভোটের বাদ্য যতই ঘনিয়ে আসছে, যতই আওয়াজ দূর থেকে কাছে এগিয়ে আসছে ততই ভোটের লড়াইয়ের তীব্রতা বাড়তে থাকছে দ্রুত গতিতে। ডোমজুর বিধানসভার নির্বাচনে টিএমসি–র শক্ত ঘাটিতে সিপিএম কতখানি ঘা মারতে পারবে তা বলবে জনগণ, কিন্তু লড়াইয়ের পথ থেকে বিন্দুমাত্র সরতে রাজি নয় সিপিএম ও কংগ্রেসের সমর্থিত আমরা আক্রান্তের প্রতিনিধি নির্দল প্রার্থী প্রতিমা দত্ত।এই উপলক্ষে নিশ্চিন্দা থানার অন্তর্গত ষষ্টিতলা ক্লাবের চৌরাস্তা মোড়ে নির্দল প্রার্থী প্রতিমা দত্তের সমর্থনে সিপিআইএম এর পক্ষ থেকে নির্বাচনী সভার আয়োজন করা হয়। এই

ডোমজুর

সভা শুরু হয় রাত সাতটার সময়। আজ নির্বাচনী প্রচার মঞ্চে হাজির ছিলেন প্রার্থী প্রতিমা দত্ত, সিপিএম–এর দীপিকা ধর। সাঁপুই পাড়া বসুকাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপিএম সদস্যা দোলা বিশ্বাস, অভিজিৎ ধর অধিকারী সহ আরও অনেকে। মঞ্চে সিপিআইএম সদস্যা দীপিকা ধর বলেন যে তৃণমূল সরকারের আমলে রাজ্যে প্রায় ৮০ হাজার বামপন্থী কর্মী আক্রান্ত। আজ বেছে বেছে সিপিএম কর্মীদের ধরে অকারণে পুলিশ হেনস্থা করছেন, বিনা কারণে জেলে পুরে দিচ্ছেন, অকারণে হয়রানি করছেন, ফলে আমাদেরকে মাঝে মধ্যে কাজ কারবার বন্ধ রেখে চোর ডাকাতদের সঙ্গে কোর্টে হাজিরা দিতে হচ্ছে একই লাইনে দাঁড়িয়ে, ফলে আমাদের লজ্জায় মাথা ঘুরে যাচ্ছে। অথচ বর্তমান তৃণমূল সরকারের প্রধান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়রও আজ জেলে পচে মরার কথা, কারণ তিনি যেভাবে বামপন্থী আমলে বিরোধী নেতৃত্বে থাকাকালীন সরকারের সম্পত্তি ভেঙে গুড়িয়ে পুড়িয়ে নষ্ট করে দিয়েছেন তাতে তার এখন জেলে থাকার কথা, আর সেখানে তিনি হয়েছেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী! যা ভাবতেও লজ্জা বোধ হয় আমাদের। সভার শেষ হয় রাত সাড়ে নটার সময়। রাত নটায় একটুখানি এগিয়ে গিয়ে মোটা শিব মন্দিরের কাছে সিপিএম–এর প্রাসাদ প্রমাণ পার্টি অফিসটি বন্ধ হয়ে পড়ে আছে অথচ হাত খানিক দূরে টিএমসি–এর পার্টি অফিসে থিকথিক করছে পার্টি কর্মীদের ভিড়ে। যা সিপিএম–এর বর্তমান দৈন্য দশার অবস্থাটাই বেশি করে দেখিয়ে দেয় চোখে আঙুল দিয়ে। এই কেন্দ্রে টিএমসি–এর প্রার্থী রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায়, বিজেপি–র জয়ন্ত দাস।

ফের বন্ধ হল ওয়েলিংটন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভোটের মুখে পুনরায় বন্ধ হয়ে গেল হুগলির রিষড়ার ওয়েলিংটন জুট মিল। হোলির ছুটি কাটিয়ে মিলের কাজে যোগ দিতে গিয়ে দেখেন মিল গেটে No work of Suspention নোটিশ ঝোলানো রয়েছে। এই নোটিশ দেখে মিল শ্রমিকরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। মিল শ্রমিকদের অভিযোগ কর্তৃপক্ষ এক তরফাভাবে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে মিল বন্ধ করে দিয়েছেন। অন্যদিকে মিল মালিকের অভিযোগ কাঁচামাল না থাকা এবং শ্রমিক অসন্তোষ–এর কারণেই মিল বন্ধ করে দিতে বাধ্য হন। মিলে প্রায় তিন হাজার কর্মচারী কাজ করতেন। ফলে মিল বন্ধ হয়ে যাবার কারণে মিল কর্মীসহ তাদের পরিবারের জীবনেও অন্ধকার নেমে আসল তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

জ্যোতিপ্রিয়র গ্রহণযোগ্যতার চাবিকাঠি

নিজস্ব প্রতিনিধি : উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় মোট ৩৩টি বিধানসভা কেন্দ্র। শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে সবার আগে রাজ্যব্যাপী প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করা হয়েছে। এই জেলার যে সমস্ত বিধানসভা কেন্দ্রগুলিতে চোখ বন্ধ করে তৃণমূলের জয়কে নিশ্চিত ধরে নেওয়া যায়, তার মধ্যে অন্যতম হাবড়া বিধানসভা কেন্দ্র। এই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। যিনি ২০১১–র বিধানসভা নির্বাচনেও এই কেন্দ্রে তৃণমূলের প্রার্থী পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, বিগত পাঁচ বছর তিনি রাজ্যের খাদ্যমন্ত্রীর দায়িত্বভার পালন করে রাজ্য ব্যাপী ব্যাপক সাড়া ফেলেছেন। এবার তাঁর কেন্দ্র নিয়ে নানারকম জল্পনা ছিল। একসময় প্রায় ধরেই নেওয়া হয়েছিল তিনি বারাসত বিধানসভা কেন্দ্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। কিন্তু মার্চ মাসের একেবারে গোড়ায় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রার্থী তালিকা ঘোষণার মাধ্যমে জ্যোতিপ্রিয়বাবুর হাবড়া বিধানসভা কেন্দ্র পুনরায় সুনিশ্চিত করেন।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতির মধ্যে দিয়েই জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের উঠে আসা। ১৯৯৮ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যখন তৃণমূল কংগ্রেস গঠন হয়, তখন থেকেই জ্যোতিপ্রিয় মমতা–টিমের অন্যতম সৈনিক। বামফ্রন্টের আমলেই তিনি গাইঘাটা বিধানসভায় তৃণমূল প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ করেছিলেন। এক সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানালেন, তাঁর বাড়ি বর্ধমানে। সিপিএমের অত্যাচারে একসময় তাঁকে বাড়ি ছাড়া হতে হয়েছিল। গত বিধানসভা নির্বাচনে জয়লাভ করে তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে পরিবর্তনের সরকার গঠন করার পর। এবং তিনি খাদ্যমন্ত্রী হয়ে তবে নিজের বাড়িতে পা রাখতে

হাবড়ার উন্নয়ন

সমর্থ হন। সাংগঠনিকভাবে তিনি বর্তমানে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলা তৃণমূলের সভাপতি পদে রয়েছেন। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে বরাবরই তার একটা সুনাম আছে। তবে সংগঠনের কথা বাদ দিলেও হাবড়া বিধানসভা কেন্দ্রের উন্নয়ন জ্যোতিপ্রিয়র ব্যাপক জনসমর্থনের চাবিকাঠি। এখানে তৃণমূলের প্রাক্তন বিধায়ক ও হাবড়া পুরসভার প্রাক্তন তৃণমূল পুরপ্রধান তপতী দত্ত বনাম জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের তত্ত্ব খাড়া করে কিছুদিন আগেও বিরোধীরা হাওয়া গরম করে তুলেছিল। কিন্তু তৃণমূল সুপ্রিমোর সুনিপুণ হস্তক্ষেপে তৃণমূলের সকলেই আবার এক ছাতার তলায় চলে আসে, বলে জানালেন তৃণমূলের স্থানীয় এক নেতৃত্ব। হাবড়া শহর তৃণমূল সভাপতি সিতাংশু দাস (ঝন্টু) বলেন, 'হাবড়ার উন্নয়নের প্রশ্নে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বিকল্প নেই।' তিনি আরও বলেন, 'হাবড়ার স্বাস্থ্য ও সাধারণ পরিষেবা থেকে শুরু করে প্রশাসনিক ও পরিকাঠামোগত উন্নয়ন, বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প, পরিবহন ও বিপণন ব্যবস্থার উন্নয়ন সহ পানীয় জলের ক্ষেত্রে যে উন্নতিসাধন হয়েছে, তা এক কথায় অভাবনীয়।'

তাই হাবড়ার মানুষ জ্যোতিপ্রিয়বাবুর পাশে আছে বলেই ঝন্টুবাবু দাবি করেন। তবে ঝন্টুবাবুর এই দাবি যে একেবারে অমূলক নয়, তা বোঝা গেল জ্যোতিপ্রিয়র বিভিন্ন প্রচার মিছিলে। শ'য়ে শ'য়ে মানুষের ঢল দেখে মনেই হয় না এখানে চলতি পর্বের সারদা কান্ড বা সাম্প্রতিক স্টিং অপারেশনের কোনও প্রভাব পড়েছে। হাবড়ায় জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের বিরুদ্ধে বাম–কংগ্রেসের জোটপ্রার্থী হিসেবে দাঁড়িয়েছেন সিপিএমের আশিসকন্ঠ মুখোপাধ্যায়। তাঁর বাবা প্রয়াত শংকরকন্ঠ মুখোপাধ্যায় একসময় হাবড়ার পুরপ্রধান ছিলেন। বিজেপির প্রার্থীপদে রয়েছেন স্থানীয় ব্যবসায়ী গোবিন্দ দাস। এসইউসি'র পক্ষ থেকে প্রার্থী হয়েছেন তুষার ঘোষ ও আরপিআই–এর পক্ষে যোগ্যতার কাছে অন্যান্য প্রার্থীরা অনেকটাই পিছিয়ে বলে স্থানীয় এক প্রবীন চায়ের দোকানদার বঙ্কিম সাহার অভিমত। বঙ্কিমবাবু বলেন, 'জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের আমলে হাবড়ায় যে উন্নয়ন হয়েছে, তা বিগত বাম আমলের চৌত্রিশ বছরে হয়নি।'

প্রচারে চৌকস বৈশালী ডালমিয়া

নিজস্ব প্রতিনিধি: বালিতে জোর তৎপরতার সঙ্গে চলছে ভোটের প্রচার। প্রচারে বাদ নেই সিপিএম, কংগ্রেস, এসইউসিআই কিংবা সরকার পক্ষের দল টিএমসি ।এবং এক সময় সিপিএমএর শক্ত ঘাটি বালিতে তাই আদাজল খেয়ে নেমে পড়েছে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল। তবে প্রচারের ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে ধারে ও ভারে সমস্ত দলগুলির তুলনায় কয়েক কদম এগিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস তা নিঃসন্দেহে বলা যায়। এই কেন্দ্রে এবারে নবতম প্রার্থী হলেন টিএমসির বৈশালি ডালমিয়া। পোড় খাওয়া রাজনীতিকদের মত চলনে বলনে প্রচার কর্মে মাত করে দিচ্ছেন তৃণমূলের পুরানো কর্মীদেরও।

বালি

এবারের ভোটে এক অভিনব প্রচার পর্ব সারলেন এই নবতম নেত্রী, গঙ্গার বালি–বেলুড় ঘাটগুলিতে নৌকায় করে হাজির হলেন ভোটারদের কাছে।করজোরে মিনতি করে ভোট দেবার আবেদন জানিয়ে। প্রচার পর্ব শুরু করলেন গঙ্গার ঘাট গুলিতে সকাল সাড়ে নটার সময়। তারপরে একে একে বালি বেলুড়ের সমস্ত গঙ্গার ঘাটগুলিতে প্রচারপর্ব সেরে তিনি সরাসরি চলে যান গঙ্গার অপর প্রান্তে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে। সেখানে মায়ের পুজো করে তিনি আবার পুনরায় বালিতে ফিরে আসেন বলে স্থানীয় সূত্রে খবর । এই ভোট যুদ্ধে জেতার ব্যাপারে একশো ভাগ আশাবাদী বৈশালী।

গত রবিবার বালির বিভিন্ন রাস্তার প্রচার পর্ব সারার সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে বৈশালি বলেন আমি নতুন হলে কি হবে যারা আমাকে সাহায্য করছেন সেই সব দাদারা তো পুরনো তাই কোনও অসুবিধা হবে না। প্রয়াত পিতা জগমোহন ডালমিয়ার মতো স্মার্ট স্টান্স নিতে দেখা যাচ্ছে বৈশালীকে।

আলু চাষের সমস্যা নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব সংবাদদাতা: আলু উৎপাদনে হুগলি জেলার অবস্থান রাজ্যে প্রথম সারিতে রয়েছে। জ্যোতি, চন্দ্রমুখী, পোখরাজ প্রধানত এই সকল আলুর চাষ হয়ে থাকে এই জেলায়। ঠান্ডা আবহাওয়া আলু চাষের জন্য আদর্শ। কুয়াশা, ঝিরঝিরে বৃষ্টিপাত আলুর পর্যাপ্ত উৎপাদনে বাধার সৃষ্টি করে। তাই এইবছর উপরোক্ত প্রতিকুল আবহাওয়ার কারণে হুগলি জেলাতে আলুর ফলন স্বাভাবিকের তুলনায় অনকে কম। গত পাঁচ বছরে এই জেলায় আলুর উৎপাদন ছিল প্রায় ২৭ মে.টন। এইবার তা হ্রাস পেয়ে হয়েছে প্রায় ১৫–২০ মে.টন। উপরন্তু আলু চাষের আগে এম. টি. ইউ ৭০২৯ স্বর্ণ মাসুরী প্রজাতির ধান চাষ করা হয় যার মেয়াদ প্রায় ১৪০–১৫০ দিনের। তাই এই ধান চাষের পর আলু চাষ করতে অনেক দেরী হয়ে যায়। এইসকল সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনার জন্য গত ১৭ মার্চ হুগলি জেলার ধনিয়াখালি ব্লকের কানানদী অঞ্চলে কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা প্রকল্পের প্রতিনিধি ও হুগলি জেলা কৃষি দপ্তরের আধিকারিকরা একটি সভার আয়োজন করেন। এই সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা প্রকল্পের ডিরেক্টর ডঃ স্বরূপ চক্রবর্তী, ডঃ জয়ন্ত কুমার পাঁড়ুই, বিধানচন্দ্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্ল্যান্ট প্যাথলজিষ্ট ডঃ আশিস চক্রবর্তী, বিষয়বস্তু বিশেষজ্ঞ ডঃ লক্ষ্মীকান্ত জানা ও ধনিয়াখালি ব্লকের সহ–কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক ডঃ কল্লোল কুমার দাশ প্রমূখ। এই সভায় নিমাই কোলে, প্রণব পাল, উৎপল সর্দার, আনন্দ সাঁতরা, কার্তিক চন্দ্র দে সহ স্থানীয় প্রায় ৫০ জন চাষি তাদের সমস্যার কথা সেখানে তুলে ধরেন। এঁদের কারও ১৫ বিঘা, কারও ৪ বিঘা করে চাষের জমি। সেই জমিতে আলু চাষ করা হয়। কিন্তু এইবছর প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে চাষ অনেকটাই ক্ষতিগ্রস্ত হয়। কেন্দ্রীয় কৃষি গবেষণা প্রকল্পের ডিরেক্টর ডঃ স্বরূপ চক্রবর্তী জানান, এরাজ্যের মতো গুজরাট,

ধনিয়াখালি

হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ সহ বিভিন্ন রাজ্যে তাপমাত্রা বৃদ্ধির কারণে জাতীয় স্তরে আলুর ফলন এবার কম হয়েছে। গতবছর সারা দেশে আলুর উৎপাদন ছিল প্রায় ৪৮ টন। কিন্তু এইবার সেই পরিমাণ কমে ৪৪–৪৫ টন হবে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। জাতীয় স্তরে যে পরিমাণ আলু উৎপাদিত হয় তার মধ্যে প্রায় ২১–২২ শতাংশ আলু এই রাজ্যেই উৎপাদিত হয়। কলকাতায় এখন কে.জি. প্রতি আলুর দাম প্রায় ১৮–২০ টাকা। এই দাম পরে আরও বৃদ্ধি পেতে পারে। এর পাশাপাশি আলুর বীজের জন্য পাঞ্জাবের ওপর নির্ভরশীলতা কমাতে এই জেলায় আরও বেশি করে ব্রীডার সীড প্রদান ও নতুন প্রজাতির কোন আলু চাষের ব্যবস্থা করা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর আলোচনা করা হয়।

টিএমসির জেতা নিয়ে সংশয়

নিজস্ব সংবাদদাতা : একসময় দক্ষিণ ২৪ পরগনার ভাঙর বিধানসভা ছিল সিপিএম–এর শক্তঘাটি। বিরোধী শক্তি তো দূরের কথা শাবল দিয়েও সে ঘাটিতে থাবা বসাবার সাহস ছিল না কারোর। এখন দিন যে পাল্টেছে রাজনৈতিক বদলকে পাথেয় করে তা খোদ ভাঙর বিধানসভার অন্তর্গত ঘটকপুকুর বাজারে দাঁড়িয়েই হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া গেল। ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনে ভাঙর কেন্দ্রে টিএমসি প্রার্থীপদে লড়ছেন একসময়ের বামপন্থী নেতা তথা প্রাক্তন মন্ত্রী রেজ্জাক মোল্লা। প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে দাঁড়িয়েছেন সিপিএম এর রশিদ গাজি। তবে এই বিধানসভা কেন্দ্রে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে কিনা তা সময় বলবে।

কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ করা গেল ঘোলা জলে মাছ ধরতে নেমে ভোট ভাগাভাগির কাজে পুরোপুরি নেমে পড়েছে নির্দল প্রার্থী আব্দুস সালাম। বেশ কিছু জায়গায় সিপিএমএর পোস্টার, দেওয়াল লিখন হলেও সেটা টিএমসি–এর থেকে বেশ কয়েক কদম পিছিয়ে বলা যায় একরকম জোর গলায়। সেই তুলনায় নির্দল প্রার্থীর দেওয়াল লিখন দুই তিন জায়গায় পরখ করা গেলেও অন্যত্র সেভাবে আর দেখা গেল না। দু–এক জায়গায় ক্যানিং পূর্ব ১৩৯ নম্বর বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী হিসাবে সওকত মোল্লার নাম লেখা রয়েছে দেখা গেল।

ভাঙর

এবারে এই কেন্দ্রে (ভাঙর) ভোটের হাওয়া কোন দিকে অর্থাৎ কোন দল জিতবে বলে ঘটক পুকুর বাজারে এক লোহালক্কর হার্ডওয়ার ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞেস করলে তার যেন ছেড়ে দে মা কেঁদে বাঁচির অবস্থা। কোনও অবস্থাতেই বলতে রাজি হলেন না কিছুতেই, তিনি এই সব ব্যাপারে কিছু জানেন না, তিনি গরিব লোক, ইত্যাদি ইত্যাদি বলে বিষয়টি এড়িয়ে যান। নাম দোকানের নাম জিজ্ঞেস করলে বলেন দোকানের কোনও নাম নেই। অথচ ওপরে জ্বলজ্বল করছে দোকানের নাম! এমন কি হাজার আশ্বাস দিলেও নিজের নামটিও বলতে রাজি হলেন না। বাজারে অপর এক স্থানীয় বাসিন্দাকে জিজ্ঞেস করা হয় রেজ্জাক মোল্লা জিতবেন কিনা? কথা শেষ না হতেই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অপর এক ব্যক্তি কথা কেনে নিয়ে বলেন না জিতবেন না, উনি বেইমান।

উন্নয়নই হাতিয়ার ফিরদৌসির

অভিজিৎ ঘোষ দস্তিদার

ভোটের বাজারে চলছে সেয়ানে সেয়ানে ঠোকাঠুকি। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় সোনারপুর উত্তরে সিপিএম প্রার্থী জ্যোর্তিময়ী শিকদার ও তৃণমূলের প্রার্থী ফিরদৌসি বেগম–এর সঙ্গে চলছে জেতা হারার লড়াই। মান্না দের গাওয়া গান মনে পড়ে যায় – আগুন লেগেছে লেগেছে লেগেছে... জ্বলে পুড়ে যাক। কিন্তু এই আগুন ব্যালট বক্সের আগুন। দুজনেই পোড় খাওয়া রাজনীতিবিদ। একজন ছিলেন কৃষ্ণনগরের প্রাক্তন সাংসদ, অন্যজন সোনারপুরের প্রাক্তন বিধায়ক। জ্যোর্তিময়ী শিকদার বসবাস করেন সল্টলেকে, ফিরদৌসি বেগম কামালগাজীতে। কিন্তু প্রশ্ন এলাকার মানুষের কাছে এই যে হঠাৎ করে এখানে কিছুদিন মিছিল করে আবার ফিরে যাচ্ছে জ্যোর্তিময়ী। তাহলে সিপিএম প্রার্থী হয়ে ভোটে জিতে সল্টলেক থেকে কামালগাজীতে এসে উন্নয়নের জন্য কতটা সময় দিতে পারবেন জ্যোর্তিময়ী শিকদার? এতোদিন ধরে ফিরদৌসি বেগম তার বিধানসভার এলাকার উন্নয়ন করে মানুষের চাহিদা মিটিয়েছেন, তার কি কোনও মূল্য নেই? কি কি উন্নয়ন করেছেন? রাস্তা ঘাট, পানীয় জল, পার্ক সুইমিং পুল, স্টেডিয়াম, আলো, যাত্রী প্রতীক্ষালয়, প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে কন্যাশ্রী, যুবশ্রী, খাদ্যশ্রী, সবুজসাথী, বিধবা ভাতা। প্রত্যন্ত গ্রাম বনহুগলি, নতুনহাট, রানিয়ার মানুষ ভাবতে পারেনি ওইসব এলাকার কোনও দিন উন্নয়ন হবে। সম্প্রতি কামালগাজী ব্রিজ নির্মাণ হবার মূলে আছে উত্তরের প্রাক্তন বিধায়ক ফিরদৌসি বেগম। বহু পরিশ্রম করেছেন, একবার নবান্ন একবার রাইটার্স ঘুরে গিয়েছেন ফিরহাদ হাকিমের কাছে, অরূপ বিশ্বাসের কাছে, মেয়র শোভন চট্টোপাধ্যায়ের কাছে। অনেক কাকুতি মিনতি করে ব্রিজের অনুমোদন করিয়েছেন। এক কথায় যাকে বলে জেদি মহিলা। সমীক্ষা যতই বলুক না কেন মানুষ যদি উন্নয়নের কাজ দেখে উপলব্ধি করতে পারে, তাহলে চোখ বুজে ফিরদৌসি বেগম জিতে যেতে পারে। বিরোধীরা সারদা ও স্টিং কান্ড, নারী ধর্ষণ, মহিলা নিগ্রহ, সিন্ডিকেট, মহিলাদের নিরাপত্তা এবং বেকার

যুবকদের চাকরি নিয়ে যতই শ্লোগান তুলুক না কেন, রাজ্যে 'মমতা... উন্নয়ন' হাওয়ায় ঝড়ের মতন উড়ে যেতে পারে জ্যোর্তিময়ী। কিছুটা হয়তো ভোট কাটবে, কিন্তু জিতে যাবার সম্ভাবনা নেই। একটা সোজা হিসাব যদি ধরা যায় তাহলে স্বচ্ছ হবে। সোনারপুর উত্তরে ১৭টি ওয়ার্ড কাউন্সিলররা প্রত্যেক ওয়ার্ড থেকে যদি সঠিক ভোট তুলতে পারে তাহলে ফিরদৌসি জেতার প্রবল সম্ভাবনা আছে। প্রথমত ফিরদৌসির জন্মস্থান বনহুগলি। ছোটবেলা থেকে এখানকার অলিগলি সব কিছুই রপ্ত। দ্বিতীয়ত ফিরদৌসি বেগমের স্বামী নজরুল আলি মন্ডল। তিনি পুরসভার পুরপ্রধান পরিষদ সদস্য জল দপ্তরের। তিনি একজন পোড় খাওয়া দুঁদে রাজনীতিবিদ। তার দক্ষতায় বহু কর্মীরা পাকাপোক্তভাবে তৈরি হয়েছে। শুধু তাই নয় ইলেকশন কিভাবে করাতে হয় তারা সেই ফর্মূলা জানে। সুতরাং ফিরদৌসি যেভাবে স্বামী নজরুলের সাহায্য পাবে, সেখানে সল্টলেক থেকে এসে জ্যোর্তিময়ী খুব একটা সুবিধা করতে পারবে না বলে মনে হয়। ফিরদৌসির জয়ী হবার সম্ভাবনাই বেশি।

জাতীয় কৃষি ‘ই-বাজার’-এর সূচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি: কেন্দ্রীয় সরকার গত বছরের ১ জুলাই তারিখে ‘জাতীয় কৃষি বাজার’ (এনএএম) স্থাপনের প্রকল্প অনুমোদন করে এবং একটি যথাযথ ই-বাজার মঞ্চ গড়ে তোলা এই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য। রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির ৫৮৫টি নিয়ন্ত্রিত পাইকারি

এর জন্য ২০০ কোটি টাকার বরাদ্দ করা হয়। এই প্রকল্পটি ২০১৫-১৬ থেকে ২০১৭-১৮ অর্থবছরে রূপায়ণ করতে হবে। পরীক্ষামূলকভাবে ৮টি রাজ্যে আপাতত ২০টি মান্ডিতে ২০১৬র ১৪ এপ্রিল তারিখে এনএএম-এর সূচনা করার জন্য প্রস্তাব রাখা হয়েছে।

জাতীয় কৃষি বাজার রূপায়ণের লক্ষ্যে বাজারগুলির মধ্যে ই-বাজার মঞ্চে যোগদানে ইচ্ছুক বাজারগুলিতে এই মঞ্চটি গড়ে তোলা হবে। জাতীয় ই-মঞ্চ রূপায়ণ করতে প্রধানতম সংস্থা হিসেবে ‘ক্ষুদ্র কৃষক কৃষি বাণিজ্য মিলিত সংঘ’ (এসএফএসি)-কে মনোনীত করা হয়েছে। কৃষি, সহযোগিতা ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর (ডিএসি অ্যান্ড এফডব্লু) রাজ্যগুলির জন্য সফটওয়ারের এবং ওই সফটওয়ারটিকে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের জন্য ব্যবহার উপযোগী করার খরচ মেটাবে। এছাড়াও প্রতিটি মান্ডি-র জন্য যন্ত্রপাতি/পরিকাঠামো সম্পর্কিত স্থির ব্যয়ে বাবদ এককালীন সর্বোচ্চ ৩০.৩০ লক্ষ টাকা অনুদানের সংস্থান রেখেছে ডিএসি অ্যান্ড এফডব্লু। রাজ্য সরকারগুলি নিয়ন্ত্রিত বাজারসমূহের বিষয়ে প্রস্তাব দেবে এবং এগুলিতে এনএএম-এর সঙ্গে সংযুক্ত করা হবে।

এ পর্যন্ত ১২-টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের তরফে ৩৬৫টি মান্ডিকে জাতীয় কৃষি বাজার-এর সাথে সম্পৃক্ত করার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে গুজরাট, তেলেঙ্গানা, ঝাড়খন্ড ও রাজস্থানকে অনুদান ও মঞ্জুরি দেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে কর্নাটক, উত্তরাখন্ড, পাঞ্জাব, ওড়িশা, তামিলনাড়ু, কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরি, আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের প্রশাসন, আসাম, মণিপুর, অরুণাচলপ্রদেশ, নাগাল্যান্ড ও মিজোরামের মতো রাজ্যগুলিও এনএএম-এর যোগ দিতে তাদের আগ্রহের কথা প্রকাশ করেছে। এনএএম চালু হবার পর ২০১৬-র সেপ্টেম্বরের মধ্যে ২০০টি এবং ২০১৭-র মার্চের মধ্যে ২০০টি নিয়ন্ত্রিত বাজার সংযুক্তকরণ ও ২০১৮-র মার্চের মধ্যে ১৮৫-টি নিয়ন্ত্রিত বাজার সংযুক্তকরণের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

শুক্রবার রাজ্যসভায় কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী মোহনভাই কল্যাণভাই কুন্দারিয়া এই তথ্য দিয়েছেন।

উপগ্রহ নজরদারি

বিশেষ সংবাদদাতা : উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রক (ডোনার)-এর স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর দফতর, জন-অভিযোগ, পেনশন, পরমানু শক্তি ও মহাকাশ মন্ত্রকের রাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর জিতেন্দ্র সিং উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন প্রকল্পকে উপগ্রহ-চিত্রের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণের ওপর গুরুত্বারোপ করলেন। শনিবার নয়াদিল্লিতে ডোনার মন্ত্রকের এক বৈঠকে পৌরোহিত্য করে ডক্টর জিতেন্দ্র সিং বলেন, মহাকাশ প্রযুক্তি ব্যবহার করে উপগ্রহ-চিত্রের মাধ্যমে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের

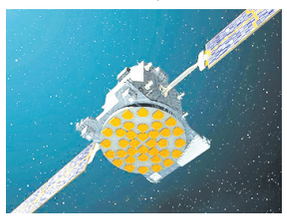

পরিকল্পনা ও অগ্রগতি মূল্যায়ণ করা কার্যকরভাবে সম্ভব। মহাকাশ দফতর শিলঙে ইতিমধ্যেই নর্থ-ইস্টার্ন স্পেস অ্যাপ্লিকেশন সেন্টার (এনইএসএসি) নামে তাদের শাখা অফিস খুলেছে। ওই সেন্টারটির উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করা কষ্টকর হবে না।

এইলক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পরিকল্পনা তৈরি করতে ডক্টর জিতেন্দ্র সিং ডোনার মন্ত্রক ও মহাকাশ দফতরের আধিকারিকদের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বৈঠক করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশ ও যোগাযোগের অভাবের জন্য এই অঞ্চলের সড়ক ও অন্যান্য নির্মাণ কাজের সঠিক মূল্যায়নে উপগ্রহ-চিত্র ব্যবহার করাই সঠিক। উন্নয়নমূলক কাজ শেষ হওয়ার অন্যান্য রিপোর্টের সঙ্গে বাস্তব অবস্থা মিলিয়ে নিতে উপগ্রহ চিত্র কাজ দেবে।

এর আগে ডোনার সচিব নবীন ভার্মা উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেন। তিনি বলেন, বর্তমান কেন্দ্রীয় বাজেটে পূর্বাঞ্চল ও উত্তর পূর্বাঞ্চলে সৌর-পাম্প বসানোর জন্য ৫০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যুবক-যুবতী যারা স্টার্ট-আপ উদ্যোগে আগ্রহী তাদেরকে সহায়তা দেওয়ার জন্য ডোনার মন্ত্রীর পরামর্শের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, ভেনচার ফান্ড, ৩০ শতাংশ ক্ষতি মন্ত্রকের বহন করা সহ নানা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

ভেজাল ওষুধের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা

বিশেষ প্রতিনিধি : জাতীয় স্বাস্থ্য মিশনের (এনএইচএম) অধীনে ‘কর্কট রোগ, মধুমেহ, হৃদরোগ ও স্ট্রোক প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণের জাতীয় কর্মসূচি’ (এনপিসিডিসিএস) জেলা স্তর পর্যন্ত কার্যকর করছে কেন্দ্রীয় সরকার। এই কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য সচেতনতার প্রচার, পরীক্ষা, প্রাথমিক স্তরে নির্ণয় এবং চিকিৎসার জন্য সঠিক প্রতিষ্ঠানে পাঠানো। ক্যান্সারের ক্ষেত্রে তিনটি অংশের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে- স্তন, ঘাড় ও মুখের ক্যান্সার। ভারত সরকার ২০১৩-১৪ সালে ‘টার্সিয়ারি কেয়ার ফর ক্যান্সার’ প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। এই প্রকল্প অনুসারে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে রাজ্য ক্যান্সার প্রতিষ্ঠান (এসসিআই) এবং টার্সিয়ারি কেয়ার ক্যান্সার সেন্টার (টিসিসিসি) নির্মাণ/স্থাপনে কেন্দ্রীয় সরকার সহায়তা করছে। এই সহায়তার পরিমাণ রাজ্যের অংশ সহ এসসিআই-এর ক্ষেত্রে ১২০ কোটি টাকা পর্যন্ত এবং টিসিসিসি-এর ক্ষেত্রে ৪৫ কোটি টাকা পর্যন্ত।

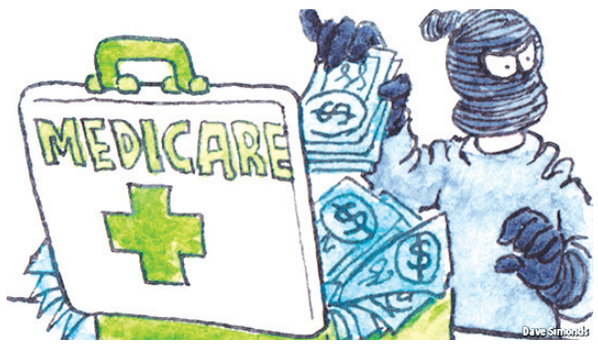

তবে সম্পূর্ণ বিষয়টি প্রকল্পের নিয়ম ও তহবিলের লভ্যতার ওপর নির্ভর করে।

রাজসভায় মঙ্গলবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা এক লিখিত উত্তরে এই তথ্য জানিয়ে বলেন সরকারি হাসপাতালে ক্যান্সারের চিকিৎসা ভর্তুকিতে অথবা বিনামূল্যে করা হয়ে থাকে। রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানগুলির পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান যেমন অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অব মেডিকেল সায়েন্স, সফদরজং হাসপাতাল, ডক্টর রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতাল, পিজিআইএমইআর চন্ডিগড়, জেআইপিএমই আর পুদুচেরি, কলকাতার চিত্তরঞ্জন ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট ইত্যাদিও ক্যান্সার নির্ণয় ও চিকিৎসার সুযোগ প্রদান করে আসছে। প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য সুরক্ষা যোজনায় (পিএমএসএসওয়াই) নতুন এইমস ও অন্যান্য উন্নত প্রতিষ্ঠানে অঙ্কলোজি-কে (ক্যান্সার বিষয়ক) নতুন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা হচ্ছে। তাছাড়া হরিয়ানার ঝাজ্জরে জাতীয় ক্যান্সার প্রতিষ্ঠান এবং কলকাতার চিত্তরঞ্জন জাতীয় ক্যান্সার প্রতিষ্ঠানের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস স্থাপনের জন্যও অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

‘মেক ইন ইন্ডিয়া’র আওতায় গ্রামীণ শিল্প

বিশেষ প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় সরকার ‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ শিল্পকে নিয়ে আসার জন্য কতগুলি প্রকল্প রূপায়ন করছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে ‘প্রধানমন্ত্রীর কর্মসংস্থান সৃষ্টি কর্মসূচি’ (পিএমইজিপি)। এই কর্মসূচিটি হল ‘খাদি ও গ্রামোদ্যোগ আয়োগ’ (ভিআইসি), ‘রাজ্য খাদি ও গ্রামোদ্যোগ পর্ষদ’ (কেভিআইবি) এবং ‘জেলা শিল্প কেন্দ্র’ (ভিআইসি)-র মাধ্যমে দেশের গ্রামীণ এবং পাশাপাশি শহরাঞ্চলেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে এবং নতুন অণু-উদ্যোগ স্থাপনের জন্য ভর্তুকি যুক্ত ঋণদান প্রকল্প। এই প্রকল্পটি চালু হওয়ার পর ২০১৬-র জানুয়ারি পর্যন্ত ৭০০৪.৪০ কোটি টাকার মার্জিন মানি ব্যবহার করে ৩.৫০ লক্ষ অণু উদ্যোগ স্থাপন করা হয়েছে এবং এই উদ্যোগ-কেন্দ্রগুলি থেকে ২৯.৮২ লক্ষ কাজের সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে।

এছাড়া ‘চিরাচরিত শিল্প সমূহের পুনর্গঠনের জন্য তহবিল প্রকল্প’ (এসএফইউআরটিআই/স্ফূর্তি)-এর মাধ্যমে চিরাচরিত শিল্প ও কারুশিল্পীদের গোষ্ঠীগুলিকে সংগঠিত করে এই ধরনের শিল্পকে আরও উৎপাদনশীল ও প্রতিযোগিতামুখী করে তুলতে ২০০৫-০৬ সালে এই প্রকল্পটির সূচনা করা হয়েছিল। মোট ৭২ কোটি টাকার প্রকল্প ব্যয় সহ ২৬টি এ ধরনের ক্লাস্টার বা গোষ্ঠীকে চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়েছে

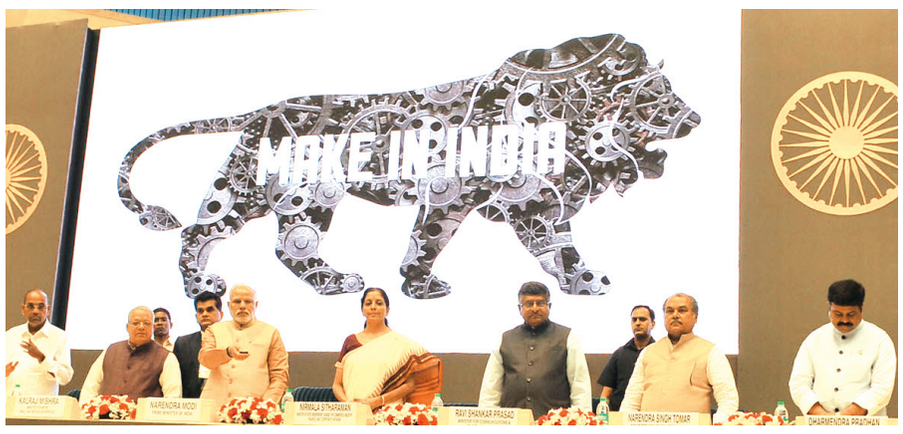

এবং এর ফলে উপকৃত হয়েছে প্রায় ২৫০০০ জন কারুশিল্পী।

‘মেক ইন ইন্ডিয়া’ কর্মসূচির আওতায় গ্রামীণ শিল্পের বিকাশের ১৮ মার্চ, ২০১৫-তে চালু করা হয়েছে ‘উদ্ভাবনা, গ্রামীণ শিল্প এবং উদ্যোগে উৎসাহ দান প্রকল্প’ (এসপিআইআরই)। গ্রামীণ ‘জীবিকা বাণিজ্য ইনকিউবেটর’ (এলবিআই), ‘প্রযুক্তি বাণিজ্য ইনকিউবেটর’ (টিবিআই) ইত্যাদির মাধ্যমে ‘উদ্ভাবনা ও গ্রামীণ উদ্যোগ’কে উৎসাহ দান করতে এই প্রকল্পটির সূচনা করা হয়। ২০১৫-১৬ অর্থবছরের ২২টি এলবিআই এবং দুটি টিবিআই-এর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এবং দেওরিয়া (উত্তরপ্রদেশ) ও রাজকোটে (গুজরাট) দুইটি এলবিআই কেন্দ্রকে চালু করা হয়েছে।

ভোক্তা সুরক্ষা সহ বিপণন ও বাণিজ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত আইন ও নিয়মের আওতায় গ্রামীণ শিল্পের উৎপাদনকে ইতিমধ্যে অন্তর্গত করা হয়েছে। ‘স্ট্যান্ড আপ ইন্ডিয়া’ প্রকল্পের অর্থ হল তপশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকজন এবং মহিলাদের দ্বারা কৃষি বহির্ভূত ক্ষেত্রে গ্রিন-ফিল্ড উদ্যোগ স্থাপনের জন্য ১০ লক্ষ টাকা থেকে ১০০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত একসঙ্গে মূলধন ও মেয়াদী ঋণের সংস্থান করা।

লোকসভায় এক লিখিত উত্তরে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় বাণিজ্য ও শিল্প মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন।

পশ্চিমবঙ্গে ক্ষোভ ও অভিযোগ নিরসনে বিশেষ পোর্টাল ও মোবাইল অ্যাপ

পিআইবি : দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে অভিযোগ খতিয়ে দেখতে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। দেশের যে পাঁচটি রাজ্যে বর্তমানে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার কাজ চলছে, সেখানে এই ব্যবস্থা গড়ে তুলতে হবে বলে কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এই ব্যবস্থা গড়ে তোলার দুটি মূল উদ্দেশ্য হল

১) কল সেন্টার, টেলিফোন, ফ্যাক্স, অনলাইন এবং ডাক মারফৎ যে সমস্ত অভিযোগ পাওয়া যাবে, সেগুলি সম্পর্কে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ। (এমনকি, পত্র মারফ কিংবা ব্যক্তিগতভাবেও যদি কেউ নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনও রকম অভিযোগ পেশ করেন তা যথাযথভাবে খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন)।

২) অভিযোগের প্রাপ্তি স্বীকার করে ক্ষোভ ও অভিযোগ নিরসনে গৃহীত ব্যবস্থাদির কথা সংশ্লিষ্ট অভিযোগকারীকে জানানো।

সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কয়েকটি পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করেছে ভারতের নির্বাচন কমিশন। অসম, কেরল, তামিলনাড়ু, পুদুচেরী এবং পশ্চিমবঙ্গ – এই পাঁচটি রাজ্যের ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের এই নির্দেশ কার্যকর হবে।

পশ্চিমবঙ্গে http://election.cloudapp.net/wb-samadhan – ওয়েবসাইটটিতে একটি তথ্য

প্রযুক্তি মঞ্চ গড়ে তোলা হয়েছে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশক্রমে। এই উদ্দেশ্যে SAMADHAN [WEST BENGAL] অ্যাপটি মোবাইলেও ডাউনলোড করা যাবে গুগল প্লে স্টোর থেকে। প্রাপ্ত অভিযোগগুলির নিষ্পত্তির কাজ ২৪ ঘন্টার মধ্যে সেরে ফেলতে বলা হয়েছে। নির্বাচনের দিনগুলিতে নিষ্পত্তির কাজ সম্পূর্ণ করতে হবে ৩০ মিনিটের মধ্যেই।

তিতিবিরক্ত বঙ্গবাসী

প্রথম পাতার পর

অতীতের তিক্ততা ভুলে বামেদের সঙ্গে নিয়ে গঠন করলেন দ্বিতীয় ইউনাইটেড ফ্রন্ট। কিন্তু বামেদের চরিত্র তখনও পাল্টায়নি। একবছর যেতে না যেতেই ভেঙে গেল সরকার ও অজয়বাবুর স্বপ্ন। ফের একবছরের রাষ্ট্রপতি শাসনে চলে গেল পশ্চিমবঙ্গ। অজয় মুখোপাধ্যায় দমবার পাত্র নন। বামেদের ত্যাগ করে ফের দুমাসের সরকার গড়লেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গে তখন আগুন জ্বলছে। বামেরা তখন বাঁধন ছাড়া ‘বিপ্লব’-এ রত। ফের জারি হল রাষ্ট্রপতি শাসন। ১৯৭১ সালের ২৮ জুন থেকে ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ। অবশেষে বহু চর্চিত সিদ্ধার্থ শংকর রায়ের শাসন। ১৯৭২ সালের ১৯ মার্চ থেকে ১৯৭৭ সালের ২১ জুন। নকশাল আন্দোলনে বাংলায় বিপ্লবের নামে প্রাণ দিচ্ছে মেধাবী প্রজন্ম। সঙ্গে সিদ্ধার্থবাবুর দমন পীড়ন। আপাত শান্তি এল বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসবার পর। কায়েম হল ৩৪ বছরের বামশাসন। প্রথমে জ্যোতি বসু ও পরে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে।

বামফ্রন্ট সরকারের একচ্ছত্র শাসনের রথ দীর্ঘ আন্দোলনের পর থামিয়ে দিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে কংগ্রেস। বছর খানেক পর মমতাকে ত্যাগ করল কংগ্রেস। তবুও চলছে তৃণমূল সরকার। সামনে নির্বাচন। ফের শুরু হয়েছে কং-বাম জোটের খেলা। চলছে গরম গরম বক্তৃতা। বাংলার মানুষ যারা আজও ৬০-৭০ দশকের অভিজ্ঞতার আতঙ্কে ভোগেন তাদের মধ্যে উঁকি মারছে অতীতের সিঁদুরে মেঘ। ফের রাজনৈতিক ডামাডোলের দিকে এগোচ্ছে না তো রাজ্য? উত্তর দেবে ভবিষ্যত।

অক্সিজেন জোগালো

প্রথম পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী বা সভাপতি অমিত শাহকে দু-একটি কেন্দ্রে উড়িয়ে এনে নিজেদের উপস্থিতির জানান দিচ্ছে পদ্মফুল। বিজেপি এখন থেকেই ‘পাখির চোখ’ করেছে ২০২১-এর বিধানসভা ভোটকে। বিজেপির রাজ্য তথা কেন্দ্রীয় নেতাদের আশা আগামী দিনে দেশে আড়াআড়িভাবে বিভাজিত হয়ে যাবে দুটি অংশ। একটি বিজেপির নেতৃত্বাধীন প্রকৃত জাতীয়তাবাদী দল যারা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সমর্থন পাবে। অপরটি কংগ্রেস এবং বামেদের মতো সমাজতান্ত্রিক অংশ যারা সংখ্যালঘুদের ঘনিষ্ঠ বলে অধিক পরিচিত। এই পটভূমিকায় কেন্দ্রে ফিরে আসার ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিত পদ্মফুল ব্রিগেড। রাজ্যে তৃণমূল কোনওমতে এবার সরকার যদিও বা গড়তে পারে বেশিদিন তা স্থায়ী হবে না বলেই বিশ্বাস বিজেপি নেতাদের। সেক্ষেত্রে এই রাজ্যে কং-বাম-এর প্রকৃত বিকল্প হিসেবে নিজেদের মেলে ধরতে পারবে ভারতীয় জনতা পার্টি। যাতে পরবর্তীকালে এই রাজ্যে শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়াতে পারে তারা। তাছাড়া সম্পূর্ণ দুই ধারার রাজনীতিতে বিশ্বাসী কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থা এবং সিপিএমের বামপন্থায় ভবিষ্যতে জোড় ঠোকাঠুকি লাগবে বলে বিশ্বাস বিজেপির। সেই পড়ে পাওয়া জমি কাজে লাগিয়ে সামনের দিনে রাজ্যে ক্ষমতা দখলও সম্ভব বলে বিশ্বাস ভাজপার।

কাকদ্বীপ-কামদুনির ছায়া সাগরদ্বীপে

প্রথম পাতার পর

ছাত্রীর মা কলকাতায় পরিচারিকার কাজ করেন। ছাত্রীর মামারা ভিন রাজ্যে শ্রমিকের কাজ করে সংসার চালান। পড়ত স্থানীয় কোম্পানির ছাড় মহেশ্বরী হাইস্কুলে। সবুজ সাথী প্রকল্পের সাইকেল পাওয়ার পর তাতে চেপে ৩ কিমি দূরে স্কুলে যেত ছাত্রীটি।

বৃহস্পতিবার এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত তিনজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৬৩, ৩৭৬ডি, ৩০২, ১২০বি ও ৩৪ ধারা সহ পক্সো আইনে মামলা রুজু করেছে পুলিশ। ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার নিহত ছাত্রীর ব্যাগ সহ পরণের পোশাক ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হচ্ছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর। কামদুনি ও কাকদ্বীপের ঘটনার অভিজ্ঞতা থেকে এই নৃশংস ঘটনার তদন্তে কোনও খামতি রাখতে চাইছে না পুলিশ। মঙ্গলবার ৯ জনের বিরুদ্ধে সাগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নিহত ছাত্রীর মা। ধৃত অসিত সর্দার, শুভজিৎ দাস, বলাই সর্দারকে বুধবার কাকদ্বীপ অতিরিক্ত জেলা দায়রা আদালতে তোলা হলে পাঁচদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক পার্থপ্রতিম চক্রবর্তী। স্থানীয় সূত্রের খবর, শুভজিৎ স্থানীয় মন্দিরতলার বাসিন্দা ও সাগর কলেজের পড়ুয়া। অসিত ও বলাই নিহত ছাত্রীর প্রতিবেশি। অসিত ও বলাই সম্পর্কে কাকা-ভাইপো। ধৃতরা প্রত্যক্ষভাবে এই ঘটনায় জড়িত ছিল বলে পুলিশের দাবি। অন্যদিকে মূল অভিযুক্ত কলেজ পড়ুয়া শুভজিৎ প্রধান সহ বাকি ছয় অভিযুক্তকে এদিন রাত পর্যন্ত গ্রেপ্তার করতে পারেনি পুলিশ। ছাত্রীর সঙ্গে শুভজিতের সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরে গণধর্ষণ করে খুন বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। তবে মঙ্গলবার প্রায় সাত ঘন্টার বেশি সময় নিহত ছাত্রীর দেহ আটকে রাখা হলেও বিকেল পাঁচটার পর অভিযুক্তদের দ্রুত গ্রেপ্তারের আশ্বাস পেয়ে পুলিশের হাতে দেহ ছাড়ে বিক্ষোভকারীরা। রাতে দেহ নিয়ে আসা কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতাল মর্গে। কিন্তু বুধবার বিকেল পর্যন্ত নিহত ছাত্রীর দেহ ময়নাতদন্ত হয়নি। দিনভর টালবাহানার জেরে ক্ষুব্ধ নিহত ছাত্রীর পরিবার-পরিজনেরা। রাত ৮টা নাগাদ দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতাল মর্গে নিয়ে আসা হয় বলে পরিবার সূত্রের খবর। এদিন নিহত ছাত্রীর ছোট মামা ক্ষোভের সঙ্গে বলেন, ‘ভোর পাঁচটায় বাড়ি থেকে বেরিয়ে থানা ঘুরে

কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে এসেছিলাম। দিনভর হাসপাতাল চত্বরে হা পিত্যেস হয়ে বসেছিলাম।

ভাগ্নির দেহর ময়নাতদন্ত নিয়ে দিনভর ধোঁয়াশার মধ্যে রাখা হয়েছিল আমাদেরকে। সন্ধে নামার কিছুক্ষণ আগে হাসপাতাল থেকে আমরা জানতে পারি দেহ আর এখানে ময়নাতদন্ত করা হবে না। সবটাই পুলিশ-প্রশাসন আর তৃণমূলের পরিকল্পনায় হয়েছে।’ অন্যদিকে সাগর বিধানসভার সিপিএম প্রার্থী অসীম মণ্ডল জানান, ‘মহকুমা হাসপাতাল সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল হয়ে কি লাভ হল? এখানে তো ময়নাতদন্ত হচ্ছে না। এটাই এলাকার গরিব মানুষদের যন্ত্রণা। জেলার পুলিশ-প্রশাসনের আধিকারিকরা কি বোবা হয়ে গেল? খাওয়া-দাওয়া ভুলে নিহত ছাত্রীর গরিব পরিবারের লোকেরা দিনভর রোদে-তাপে পুড়ে হাসপাতাল চত্বরে ঘুরে বেড়ালো। অথচ তাদের মেয়ের দেহ কাকদ্বীপ হাসপাতালে ময়নাতদন্ত না করে রাতে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর চাইতে অমানবিক কিছুই হয় না। এই সবকিছুই পুলিশ প্রশাসন ও শাসকদলের পরিকল্পনাতে হয়েছে। আদৌ দেহ কোথায় আছে বুঝতে পারছে না নিহত ছাত্রীর পরিবার।’ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (পশ্চিম) চন্দ্রশেখর বর্ধন ফোনে জানান, ‘ঘটনায় তিনজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে। দ্রুত গ্রেপ্তার করা হবে।’ তবে দিনভর কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালের মর্গে নিহত ছাত্রীর দেহ পড়ে থাকার পর কেন রাতে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতালে নিয়ে আসা হল? তিনি বলেন, ‘বিষয়টি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানাতে পারবে।’ তবে ডায়মন্ড হারবার স্বাস্থ্য জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক সোমনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ফোনে ঘটনার কথা স্বীকার করে নিয়ে বলেন, ‘ছাত্রীর দেহ ময়নাতদন্তের জন্য কাকদ্বীপ হাসপাতালে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকায় সমস্যা তৈরি হয়েছিল। রাতে ডায়মন্ড হারবার জেলা হাসপাতাল মর্গে ময়নাতদন্ত করা হবে।’ কাকদ্বীপ মহকুমা হাসপাতালে কয়েক মাস আসে মর্গ চালু হলেও কেন ময়নাতদন্তের জন্য বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক রাখা হয় নি? তবে এই প্রশ্নের কোনও উত্তর মেলেনি জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকের কাছ থেকে। এদিন সকাল থেকে শীলপাড়া এলাকা ছিল থমথমে। এলাকায় জনা সাতেক পুলিশকর্মী ঘোরাঘুরি করলেও এলাকা ছিল থমথমে। তবে প্রচুর মানুষ নিহত ছাত্রীর বাড়িতে ভিড় জমান। বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে মুড়িগঙ্গা নদী বাঁধে যে ইউক্যালিপটাস গাছে ছাত্রীর দেহ ঝোলানো ছিল, সেখানেও ভিড় করেছিলেন প্রচুর মানুষ। এদিন নিহত ছাত্রীর বাড়িতে যান ‘আমরা আক্রান্তের’ সদস্য শিক্ষক মইদুল ইসলাম। পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে সমস্তরকম সাহায্যের আশ্বাস দেওয়ার পাশাপাশি এদিন মইদুল ইসলাম বলেন, ‘নিন্দা জানানোর কোনও ভাষা নেই। রাজ্য জুড়ে মায়েদের কোল শূন্য করছে পাষন্ডরা। আর পুলিশ আর শাসকদল যোগসাজস করে পাষন্ডদের আশ্রয় দিয়ে রেখেছে। মানুষ জাগছে। এর পাল্টা প্রতিফলন ঘটবে। আর এই নৃশংস ঘটনায় নরপিশাচরা শাস্তি পাবেই।’ বৃহস্পতিবার নিহত ছাত্রীর বাড়িতে সেভ ডেমোক্রেসি ফোরামের পক্ষ থেকে প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায় সহ পাঁচ সদস্যের প্রতিনিধি দলের আসার কথা রয়েছে। মঙ্গলবার নিহত ছাত্রীর স্মরণে স্কুল ছুটি ঘোষণা করলেও এদিন স্কুল খোলা ছিল। কিন্তু নিহত ছাত্রীর সহপাঠীদের চোখে-মুখে ছিল আতঙ্কের ছাপ। নিহত ছাত্রীর স্কুলের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক বিধান বেরা ফোনে জানান, ‘হঠাৎ কি যে ঘটে গেল বুঝে উঠতে পারছি না। পড়াশুনায় ভালো ছিল মেয়েটা। খুব কষ্ট হচ্ছে।’ এদিন ছাত্রীর মা বাড়ির বারান্দায় বসে বিলাপের সঙ্গে বলেন, ‘মরেও শান্তি পেল না মেয়েটা। ময়নাতদন্তের নামে তার লাশ নিয়েও দিনভর পুলিশ-প্রশাসন টানা হ্যাঁচড়া করছে। আমি পুলিশ-প্রশাসনের কর্তাদের হাত জোড় করে অনুরোধ করব, আমার মেয়েটাকে এত কষ্ট দেবেন না। ওকে তো অনেকদূর যেতে হবে!’

প্রচারে শর্বরী

বিশ্বজিৎ পাল, সাগর : মঙ্গলবার বিকালে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের নামখানা জেটি থেকে যাত্রীবাহী লঞ্চে করে বেনুবন পর্যন্ত ভোট প্রচার করলেন সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিনেত্রী শর্বরী মুখোপাধ্যায়।

এদিন শর্বরী লঞ্চের যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের অভিযোগ মন দিয়ে শোনেন। বেনুবন হয়ে তিনি পায়ে হেঁটে বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোট প্রচার করেন সাগর, চেমাগুড়ি, মন্দিরতলা এলাকায়। শর্বরী মুখোপাধ্যায় বলেন নারীদের সুরক্ষিত করতে হবে। যেভাবে নারী পাচার হচ্ছে তা অবিলম্বে রুখতে হবে। এমনকি নারীদের যে সরকারি সুযোগ-সুবিধা আছে সেগুলি যাতে নারীরা সঠিকভাবে পায়, তা আমি তুলে ধরবো মানুষ যদি আমায় বিধানসভায় পাঠায়। সাগর কেন্দ্রে সার্বিক উন্নয়ন আমার একমাত্রা লক্ষ্য। অভিনেত্রী শর্বরীকে দেখার জন্য সাধারণ মানুষের ভিড় জমে। এবারের নির্বাচনে সাগর কেন্দ্রের তৃণমূলের প্রার্থী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা ও সিপিএমের প্রার্থী অসীম মন্ডলের সঙ্গে বিজেপির হয়ে লড়বেন শর্বরী। ত্রিমুখী লড়াইতে আশা দেখছেন সকলেই।

মাঙ্গলিকী

নাচ গান আবৃত্তির মাধ্যমে পালিত হল কুলকামিনীর পঞ্চাশ বছর

ইন্দ্রজিৎ আইচ : কুলকামিনী শিশু শিক্ষালয় অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ পালিত হল তার নিজস্ব প্রেক্ষাগৃহে। হাতিয়াড়া–বড়বাগান–নেতাজি পল্লির এই বিদ্যালয়ের জমি দান করেছিলেন স্বর্গীয় হরিপদ পাল ও জয়দেব পাল ১৯৬৬ সালে। এনাদের দুজনের মায়ের নাম ছিল কুলকামিনী দেবী। তাঁর মায়ের নামানুসারে বিদ্যালয়ের এই নাম।

স্কুলের ৫০ বছরে গুণীজন সম্বর্ধনায় উপস্থিত ছিলেন রাজারহাট পশ্চিম চক্রর বিদ্যালয় পরিদর্শক মৌ গাঙ্গুলী, নেতাজি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপদেষ্টা অভেদানন্দ পানিগ্রাহী, কুলকামিনী দেবীর পুত্রবধু মালা পাল, ১২ নং ওয়ার্ডের পুরপিতা আজিজুল হক, ১৯ নং ওয়ার্ডের পুরমাতা অনিতা বিশ্বাস প্রাক্তন পুরপিতা অনিল পোদ্দার, স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র দয়াল সাহা, পবন পাল, তারক চক্রবর্তী এবং স্কুলের টিচার ইনচার্জ দীপান্বিতা দাস।

অতিথিরা সকলেই তাদের বক্তব্যে বলেন এক সময় দর্মার খড় আর মাথায় টালির ছাউনি ছিল। আর ছিল শ তিনেক ছাত্রছাত্রী। এখন ইংরেজি মাধ্যম স্কুল চারদিকে হয়ে যাওয়ায় কোনও বাবা মা তার সন্তানদের বাংলা মাধ্যমে পাঠায় না, তাই এই স্কুলের এখন ছাত্রছাত্রী সংখ্যা মাত্র ৯৫ জন। এখন কুলকামিনী স্কুল দোতলা বিল্ডিং, সরকারি সহযোগিতা পায়, মিড ডে মিল, বই, ব্যাগ, পোষাক পায় ছেলেমেয়েরা ক্লাস ফোর পর্যন্ত। এই স্কুল দেখতে দেখতে সুবর্ণজয়ন্তী বর্ষ পার করল।

সেদিন স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটি বৈচিত্রপূর্ণ। রবীন্দ্র নৃত্য পরিবেশন করে স্কুলের দুই ছাত্রী ইন্দিরা ও পায়েল। রবীন্দ্র সংগীত গেয়ে শোনায় ইন্দিরা সাহা। একবার বিদায় দে মা ঘুরে আসি– এই দেশাত্মবোধক গানের সঙ্গে নৃত্য পরিবেশন করেন সঞ্জয় সাহা। এছাড়া খুদে কচিকাচারা আবৃত্তি নাটক, গান, নাচে মাতিয়ে তোলে সেদিনের সন্ধ্যেটা। সমগ্র অনুষ্ঠান পরিকল্পনা ও পরিচালনায় ছিলেন স্কুলের শিক্ষক গোবিন্দ দাস সঞ্জয় সাহা ও শিক্ষিকা ঈশিতা সাহা এবং দীপান্বিতা দাস।

রামগড়–বৈষ্ণবঘাটার মিলন সংঘের দোল উৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি : যেন শান্তিনিকতনের দোল উৎসব, মাত্রায় কোনও অংশে কম নয়, আকারে অবশ্য ছোট, তবে তাতে কি? আসল তো হল 'মাত্রা'–'মাত্রা' যদি ঠিক থাকে তবে যে কোনও উৎসবই সফল হয়। এই আলোকে দেখলে বলতে হবে গত ২৩ মার্চ নিজস্ব প্রাঙ্গনে রামগড়–বৈষ্ণবঘাটার মিলন সংঘ যে দোল উৎসব করলেন তা ছিল শান্তিনিকেতনের দোল উৎসবেরই এক উজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি। প্রাঙ্গনটিকে বহুবর্ণের কাপড় দিয়ে তৈরি রামধনুময় মন্ডপের রূপ দেওয়া হয়। তারই তলায় বহু রঙে সজ্জিত বিশেষ প্রশস্ত মঞ্চ। সেই মঞ্চেই হল সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান—বিভিন্ন বয়সের বালিকাদের একক ও দলগত নৃত্যের ছন্দে 'বসন্ত বন্দনা', আরও ছিল গান। বিবিধ নাচের মধ্যে 'দেবমিত্রা ড্যান্সিং আকাদেমির' নিবেদন 'ওড়িশা নৃত্য'র কথা আলাদা ভাবে উল্লেখ করতে হয়। ব্যতিক্রমী অনুষ্ঠান হিসাবে খুদে জাদুকর ব্রতর জাদুপ্রদর্শনীও সকলের মন কাড়ে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনায় অমিয়া দাশ তাঁর কাজ যথাযত ভাবে সম্পন্ন করেন।

মঞ্চে অনুষ্ঠান চলার মধ্যেই মন্ডপের বিভিন্ন কোণে সংগঠনের সদস্য সদস্যারা চালিয়ে যান আবীর খেলা, যা মঞ্চের অনুষ্ঠানে বিঘ্ন না ঘটিয়ে সমগ্র অনুষ্ঠানকে আরও বর্ণময় করে তোলে। এ যদি শান্তিনিকেতনের দোল উৎসবেরই প্রতিচ্ছবি না হয় তো কিসের প্রতিচ্ছবি? অনুষ্ঠান চলাকালীন মন্ডপে এসে পৌঁছাল পুরমাতা শ্রীমতী সুস্মিতা দাস ও শ্রী ভাস্কর দাস। দুজনকে মঞ্চে এনে তাঁদের হাতে পুষ্পস্তবক তুলে দিয়ে যথাযতভাবে সংবর্ধনা জানানো হয়। দুজনেই অতি সংক্ষিপ্ত কথনে সকলকে দোলের শুভেচ্ছা জানান, সকলে ভালো থাকুন। সংগঠনের সভাপতি ডঃ প্রণব কুমার ব্যানার্জী সহাস্যে বিশিষ্ট দম্পতিকে বলেন আগামী বছরে তাঁদের দোল উৎসবের জন্যে শান্তিনিকেতনে যেতে হবে না। তার থেকেও বড় উৎসব হবে এখানে, এই মিলন সংঘের প্রাঙ্গনে।

এদিনের অভিজ্ঞতা থেকে এই প্রতিবেদকও মনে করেন, আগামী দিনে রামগড়–বৈষ্ণবঘাটার মিলন সংঘের দোল উৎসবের কথা শহরের বিভিন্ন কোণে আলোর মতনই ছড়িয়ে পড়বে মিলন সংঘের আগামী দিনের সব সুস্থ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের জন্যে রইল ৫০ বছরে পা দেওয়া সাপ্তাহিক সংবাদপত্র আলিপুর বার্তার আগাম শুভেচ্ছা।

সংযোজন : ধন্যবাদ গোপাল কুন্ডু মহাশয়কে যাঁর মাধ্যমে আলিপুর বার্তার সঙ্গে রামগড়–বৈষ্ণবঘাটা মিলন সংঘের যোগাযোগ ঘটল।

ছেলেটা এবং ফিরে পাওয়া দুটোই চমৎকার প্রযোজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি : 'অঙ্গন বেলঘরিয়া' উত্তর ২৪ পরগনা তথা কলকাতার খুব নামি নাট্যদল। সম্প্রতি শিশির মঞ্চে তাদের প্রযোজনায় মঞ্চস্থ হল ছেলেটা এবং ফিরে পাওয়া নাটকটি।

'ছেলেটা' নাটকে অনাথ ছোট ছেলেটা কাজ করতে চায় না সে শুধু পড়াশোনা আর বন্ধুদের সাথে খেলতে চায়। কিন্তু কঠিন বাস্তবে পেটের দায় তাকে কাজ করতে হয় চায়ের দোকানে। লোকে নানা কথা বলে, দোকানদারের কাছে মার খায়। একদিন পুকুরে পড়ে যাওয়া একটি মেয়ের প্রাণ বাঁচায় নিজের জীবন বিপন্ন করে। সেই থেকে নজরে পড়ে পরোপকারী ছেলেটা। এই স্বার্থপর সমাজে কি ভাবে নিরন্তর লড়াই করে ছেলেটাকে জীবনধারণ করতে হয় নাটকে সেটাই ফুটে উঠেছে। ছেলেটির চরিত্রে ঐন্দ্রিলা দে ভালো অভিনয় করেছে, শিশু শিল্পীদের মধ্যে সোহিনী সেনগুপ্ত, অনিশ চক্রবর্তী, পারিজাত চক্রবর্তী, সৌম্যদীপ ভৌমিক, শুভেন্দু দে সকলেই ভালো করেছে। অভীক ভট্টাচার্য এবং মুকুন্দ চক্রবর্তীর নাটক পরিচালনা যথাযথ।

সেদিনের দ্বিতীয় নাটক 'ফিরে পাওয়া' এই সময়ের খুব গুরুত্বপূর্ণ নাটক। কমলেশ মাধবী বাড়িতে একা, আর কাজের মেয়ে রাসী, আর রয়েছে ভাড়াটে তিনটে ছেলে চয়ন, কিরণ ও দীপক। বৃদ্ধ দম্পতির ছেলে সোমনাথ খোঁজ নেয় না মা–বাবার। একদিন হঠাৎ মাধবীর শরীর খারাপ, সে অবস্থায় চয়ন কিরণ দীপকরা ওই দম্পতির ছেলে হয়ে থেকে যায় বাড়িতে।

সব কিছু থেকেও যেন কিছুই নেই। এই পৃথিবীতে পর হয়ে যায় আপন আর আপন হয়ে যায় পর। 'ফিরে পাওয়া' নাটকের এখানেই স্বার্থকতা। সাধুবাদ জানাই নাটকের পরিচালক অভি সেনগুপ্ত ও নাট্যকার বেবি সেনগুপ্তকে। চরিত্র চিত্রনে অভি সেনগুপ্ত, তপন বিশ্বাস, দেবজিত সরকার, সায়ন সেনগুপ্ত, শুভেন্দু দে, কমলিকা রায়, সৌমিতা বসু ও বেবি সেনগুপ্ত ভালো অভিনয় করেছেন। নাটকের মঞ্চ আলো আবহ যথাযথ।

নিখিল ভারত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

নিজস্ব সংবাদদাতা : 'নিখিল ভারতবঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনে'র (দক্ষিণ কলকাতা শাখা) সারাদিন ব্যাপী ২৫ তম বার্ষিক সাহিত্য সম্মেলন উদযাপিত হল গোলপার্কের রামকৃষ্ণ মশন ইনস্টিটিউট অফ কালচারের 'শিবানন্দ হলে' গত ১৯ মার্চ শনিবার। সাহিত্য সম্মেলনের উদ্বোধক রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউট কালচারের সম্পাদক স্বামী সুপর্ণানন্দ। তিনি তাঁর ভাষণে বাংলা ভাষার প্রচার ও প্রসারে বিশেষ গুরুত্ব দেন। প্রধান অতিথি ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দের পৈতৃক আবাস এবং সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ। নবীন প্রজন্মকে এই সম্মেলনে আসার ব্যাপারে তিনি আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে বিবেকানন্দের সাহিত্য চর্চা নিয়ে আলোচনা করেন। সাহিত্য আলোচনার দ্বিতীয় পর্বে অধ্যাপক অশোক চৌধুরী বাংলা নাটকের শুরুর সময়ের নাট্যকারদের নিয়ে আলোচনা করেন। শিশু সাহিত্যিক ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায় শিশু সাহিত্যের নানা দিক তুলে ধরেন। অধ্যাপক সর্বানন্দ চৌধুরী সঙ্গীতে বিবেকানন্দের আগ্রহ নিয়ে বিস্তারিত ভাবে বলেন। প্রথম দুটি পর্বের সঞ্চালক ছিলেন প্রখ্যাত চলচ্চিত্র শিল্পী ড. শঙ্কর ঘোষ। তৃতীয় পর্বের বিষয় ছিল 'সমরেশ বসুর কাহিনী চিত্ররূপ' নিয়ে একটি আলোচনা। এর সুচিন্তিত ভূমিকাটি পেশ করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. কানন বিহারী গোস্বামী। প্রধান বক্তা ড. শঙ্কর ঘোষ কথায় ও গানে ভরিয়ে তোলেন আলোচনার বিষয়টি। শিল্পীকে গিটারে সহযোগিতা করেন সৌমেন রায় ও অভিষেক নস্কর, তবলায় নবীন ভট্টাচার্য। অনুষ্ঠানের শেষে সবাইকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন দক্ষিণ কলকাতা শাখার সভাপতি প্রদীপ গুহঠাকুরতা। তাঁরই সুসম্পাদনায় এই দিন প্রকাশিত হল বার্ষিক 'সাহিত্যশ্রী' পত্রিকাটি। মধ্যাহ্ন বিরতিতে লাঞ্চের ব্যবস্থাও ছিল।

বসন্তোৎসব

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২৫ মার্চ সন্ধ্যায় নাগের বাজার গোরক্ষবাসী রোডে ''সঙ্গীত প্রিয় সংসদের'' উদ্যোগে ও সম্পাদক বিশ্বনাথ সুরের সুষ্ঠু পরিচালনায় শুভ ''বসন্তোৎসব'' (দোলযাত্রা) সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হয়। সঙ্গীত পরিবেশন করে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন প্রতিভাময়ী শিল্পী শ্রাবন্তী বন্দ্যোপাধ্যায়, শিপ্রা রায়, বিশ্বনাথ সুর, মধুমিতা ভট্টাচার্য, তৃপ্তিরানী দাস, সুজন সেন রায় প্রমুখ। কবিতা পাঠ করে মোহিত করে দেন মনীষা মুখোপাধ্যায়। সঙ্গে গানে তবলা ও পার্কাসন বাজিয়ে আপ্লুত করেন প্রতিভাবান তবলাবাদক সমীর রায় ও অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়। গিটার বাজিয়ে আনন্দ দান করেন সমর দত্ত। সঞ্চালক ছিলেন সমীর দাস।

গোবরডাঙা বই প্রকাশ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২০ মার্চ গোবরডাঙা রেনেসাঁস ইনস্টিটিউট সভাঘরে গবেষক সুখেন্দু দাসের ''বিদ্রোহিনী কুমুদিনী'' গ্রন্থের উদ্বোধন করেন শিক্ষিকা শিপ্রা রক্ষিত। তিনি বলেন ১৭২ বছর পূর্বে খাঁটুরায় ব্রাহ্মধর্মে বিশ্বাসী এক গৃহবধূ কুমুদিনী তাঁর সন্তানের ষষ্ঠীপুজোর নামে কুপ্রথার বিরুদ্ধে প্রথম বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। তাঁর জীবনী ও তৎকালীন সমাজ ব্যবস্থা নিয়ে লেখক সুখেন্দু দাস বহু পরিশ্রমে তথ্য উদ্ঘাটন করে বইটি লিখেছেন। পাঠকমহল বইটি পড়লে বিশেষ সমৃদ্ধ হবেন বলে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশবিদ দীপক কুমার দাঁ। প্রধান অতিথিরূপে ছিলেন সাহিত্যিক রাসমোহন দত্ত। এছাড়া বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়, সুনীল বন্দ্যোপাধ্যায়, কুমারেশ দাশ, রেখা দাঁ, পূর্ণিমা মণ্ডল, অরুণ সিনহা প্রমুখ ৬০ জন ব্যক্তির উপস্থিতি ছিল বিশেষ লক্ষ্যণীয়।

ছোঁয়ার বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান ও গ্রন্থ প্রকাশ

অরিন্দম রায়চৌধুরী, বারাসত : গত ২০ মার্চ অশোকনগর ছোঁয়া সাংস্কৃতিক সংস্থার পরিচালনায় ৫ম বর্ষ কবিতা উৎসব ও ছোঁয়া সম্পাদক সুশান্ত নাগের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'এখন ও হাঁটি' প্রকাশিত হয় অশোকনগর চড়ুইবেতি হলে। সূচনা বিশ্বাসের উদ্বোধনী সংগঠনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। সভাপতিত্ব করেন ছোঁয়ার সভাপতি তারাশংকর আচার্য। উৎসবের উদ্বোধন করেন 'সান্নিধ্য' সভাপতি অপূর্ব মণ্ডল। এছাড়া কবি সুশান্ত নাগের কাব্যগ্রন্থ 'এখনও হাঁটি' আনুষ্ঠানিকভাবে উন্মোচন করেন সাহিত্যিক ও গবেষক বাসুদেব মুখোপাধ্যায়, সহযোগী হিসেবে বিধায়ক ধীমান রায়, কাউন্সিলর চিত্তরঞ্জন বিশ্বাস, অপূর্ব মণ্ডল, তারাশংকর আচার্য, সুশান্ত নাগ, সোফিয়ার রহমান প্রমুখ বই সহ ক্যামেরা বন্দি করেন।

বক্তব্যে বাসুদেব বাসু বলেন, বর্তমানে লোকসংখ্যা প্রচুর বেড়েছে। কিন্তু আমরা এগোচ্ছি না পিছোচ্ছি ভাবা দরকার। যৌনতামূলক লেখা হচ্ছে। বৃদ্ধ মা বাবাকে বৃদ্ধাশ্রমে রেখে আমরা ভোগ বিলাসিতায় রয়েছি। এসব নিয়ে ভাবা দরকার। সেই কারণে 'এখনও হাঁটছি' বইটি নামকরণে সার্থকতা রয়েছে। এছাড়া অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে ছিলেন ড. গৌরীশঙ্কর দে। কবি বিপ্লব চন্দ, নিরঞ্জন ওঝা, রামমোহন দত্ত, সত্য গুহ প্রমুখ। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অতিথিদের সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়।

অতিথিদের বক্তব্য ও কবিতা পাঠ শেষে স্বরচিত কবিতা পাঠে অংশ নেন কবি দিলীপ বিশ্বাস, স্বপন বসু, শ্রীশংকর, শ্রীসব্যসাচী, অমৃতলাল বিশ্বাস, বিপ্লব চক্রবর্তী, শম্পা সাহা, শিল্পী দেবনাথ, অর্চনা দে বিশ্বাস, সর্বাণী বেগম, দেবিকা বসু, চৈতালি দত্ত, অশ্রুকণা অধিকারি, কণিকা বৈরাগী, শ্যামাপ্রসাদ দাস, তরুণ কুমার দাস, গোপাল দাস, নিত্যানন্দ, স্বপনকুমার মন্ডল, ড. জয়শ্রী মিত্র, সুজাউদ্দিন মন্ডল (বাপ্পা) প্রতাপ রায়চৌধুরী, নগেন্দ্রনাথ সূত্রধর, শুভংকর , দীপক মণ্ডল প্রমুখ শতাধিক কবি। আবৃত্তিতে সূচনা বিশ্বাস এবং সঙ্গীতে কৃষ্ণা সাহা, সুস্মিতা দে ভৌমিক, নমিতা দত্ত, অমলকৃষ্ণ মণ্ডল ও শান্তনু দত্ত বিশেষ প্রশংসনীয়। সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি কবি দেবেশ সরকার ও সোফিয়ার রহমানের সুন্দর সঞ্চালনায় বিশেষ মনোজ্ঞ হয়ে ওঠে।

স্বামী যোগানন্দের জন্মোৎসব

হীরালাল চন্দ্র : গত ২৭ মার্চ সন্ধ্যায় আড়িয়াদহের কেদারনাথ ব্যানার্জী রোডে ''দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ যোগানন্দ সংঘের'' উদ্যোগে ও সম্পাদক শিবশংকর রায়চৌধুরীর পরিচালনায় ঠাকুর শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণের পার্ষদ স্বামী যোগানন্দজী মহারাজের ১৫৫ তম শুভ ''জন্মতিথি'' মহোৎসব অনুষ্ঠিত হল। অনুষ্ঠানে সারগর্ভ ভাষণ দান করেন বলভদ্রানন্দ, তত্ত্বসারানন্দ এবং ডক্টর সোমনাথ ভট্টাচার্য। ভক্তিগীতি পরিবেশন করেন মুকুট চক্রবর্তী ও সংঘের সভাবৃন্দ। কবিতা পাঠ করেন ভারতী সিনহা ও শিক্ষা গঙ্গোপাধ্যায়। ''নন্দনকাননের'' শিল্পীবৃন্দ ''বিবেকাঞ্জলী আহ্বান'' পরিবেশন করেন। এছাড়া মঙ্গলারতি, বিশেষ পূজা ও চণ্ডীপাঠ এবং অসংখ্য ভক্তবৃন্দকে প্রসাদ বিতরণ করা হয়। উৎসবে প্রচুর জনসমাগম হয়।

ব্যতিক্রমী মানুষ শিশির মন্ডলকে জঙ্গল টানে

শঙ্করকুমার প্রামাণিক

সুন্দরবনের জঙ্গলের খুব কাছাকাছি গ্রামগুলোতে মৌলেদের বাস। সেই গ্রামগুলো প্রধানত গোসাবা, বাসন্তী, পাথরপ্রতিমা, হিঙ্গলগ' ও সন্দেশখালি

থানার মধ্যে। বিগত চার বছর ধরে সেই গ্রামগুলোতে গিয়ে অভিজ্ঞ মৌলেদের সঙ্গে দেখা করে তাঁদের কথা তাঁদের মুখ থেকে শোনার চেষ্টা করেছি। তার কিছু কিছু আমি পাঠকদের গোচরে আনছি।

কয়েকদিন ধরে বাসন্তী থানার ঝড়খালি গ্রামে আছি। সেটা ছিল শীতের সময়। ডিসেম্বর মাস। ২০১৫ সাল। খুঁজে খুঁজে সকাল ১০টা নাগাদ শিশিরবাবুর বাড়িতে হাজির হলাম। ঝড়খালি বাজার থেকে পিচের রাস্তা চলে গেছে নদী বাঁধ পর্যন্ত। পিচের রাস্তা থেকে এক কিলোমিটার হেঁটে গেলে নেহেরুপল্লী। সেটা ইটের সোলিং করা রাস্তা। পাড়ার মধ্যে দিয়ে চলে গেছে। বাড়িতে ঢুকেই শিশিরবাবুকে পেয়ে গেলাম। উঠোনে একটা প্লাস্টিকের চেয়ারে রোদে বসে অছেন। গায়ে গাঢ় নীল রঙের লেডিস চাদর। শিশির মন্ডল। বয়স ৪৫। বাবার নাম সুধীর মন্ডল। বাঘের আক্রমণে মারা গেছেন। মা আছেন। দুই মেয়ে। বড়ো মেয়েটার বিয়ে দিয়েছেন। ছোটো মেয়েটার বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। এই মাঘ মাসে বিয়ে। একটা ছেলে সে কলকাতায় খাটতে গেছে। দু'কামরা ঘর। মাটির বনেদ। মাটির দেওয়ালের বদলে বাঁশের চাঁচ দিয়ে ঘেরা ঘর। অ্যাসবেস্টসের চাল। প্রশস্ত উঠোন। উঠোন ছুঁয়ে ছোট একটা ডোবা। আমি উঠোনে শিশিরবাবুর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে, মেয়েকে দিয়ে একটা চেয়ার আনিয়ে আমাকে বসতে বললেন। আমি চেয়ারটায় বসে লক্ষ করলাম একজন বৃদ্ধা দাওয়ায় বসে সুপারি কাটছেন। অনুমানে বুঝলাম শিশিরবাবুর মা। উঠোনের এক ধারে বিচালি খড় বিছান। শিশিরবাবুর স্ত্রী তার ওপর বসে রোদ পোয়াচ্ছেন। শরীর ভালো নয়। জ্বর হয়েছে। শিশিরবাবুর মা একখিলি পান এনে শিশিরবাবুর হাতে দিলেন। শিশিরবাবু হাতের বিড়িটা ফেলে পানটা গালে পুরলেন।

এবার আমি বললাম, শুনেছি আপনি একজন অভিজ্ঞ মৌলে। আমি আপনার অভিজ্ঞতার কথা কিছু শুনতে চাই।

–আমি পনেরো বছর বয়স থেকে জঙ্গল করছি। কিন্তু মধু ভাঙতে যাচ্ছি একটানা ১৮–২০ বছর, বললেন শিশিরবাবু।

–আপনার বাবা তো জঙ্গল করতে গিয়ে বাঘের আক্রমণে নিহত হয়েছেন।

তারপরও আপনি কেন জঙ্গলে যাচ্ছন?

–জঙ্গলে যাচ্ছি বলেই তো বেঁচে আছি। তা নাহলে কী করব? আমি তো লিখতে পড়তে জানি না।

– নাম সই করতেও পারেন না?

– না।

শিশিরবাবু জানালেন আয়ের বেশিরভাগটা আসে মাছ–কাঁকড়া ধরে। বাকিটা আসে মধু

সুন্দরবনের ডায়েরি

ভেঙে আর চাষবাস করে। পুনর্বাসনের সময় বাবা সাড়ে ন'বিঘে জমি পেয়েছিলেন। তার থেকে দু'বিঘে বোনকে দিতে হয়েছে। বাকিটা দু'ভাই ভাগাভাগি করে নিয়েছেন। সেই জমির ওপর বাস্তু করতে হয়েছে। অবশিষ্ট বিঘে তিনেক জমিতে চাষ করেন। গত বছর মধুর মরশুমে (২০১৫) শিশিরবাবু ১৬ হাজার টাকা আয় করেছিলেন।

–গত মরশুমে মোট কতদিন মধু ভেঙেছিলেন?

– প্রথমে বিনা পাশে ১০ দিন। তারপর বনদপ্তরের ইস্যু করা পাশে নিয়ে ১৮ দিন। মোট ২৮ দিন। গত বছর বনদপ্তর পাশ দিয়েছিল চৈত্র মাসের ১৮ তারিখে। কিন্তু খোঁজ নিয়ে বুঝেছিলাম চাকে মধু জমেছে, আমরা চৈত্র মাসের এক তারিখেই বেরিয়ে পড়েছিলাম। বিনা পাশে ৪ কুইন্টাল মধু কেটেছিলাম। আর বনদপ্তরের পাশ নিয়ে মধু কেটেছিলাম ৯ কুইন্টাল ৫০ কেজি। বনদপ্তরকে বিক্রি করেছিলাম ৮ কুইন্টাল। দাম পেয়েছিলাম কেজিতে ১১০ টাকা। বাকি মধু নিজেরা ভাগ করে নিয়েছিলাম।

শশিরবাবু জানিয়েছেন তাঁর একটা কাঁকড়া ধরা নৌকো আছে। মধু–ভাঙা নৌকোর মালিককে নৌকোর ভাড়া বাবদ মোম দেওয়া হয়। শিশিরবাবুরা পাশে ৯ কুইন্টাল ৫০ কেজি মধু কেটে মোম পেয়েছিলেন মাত্র ৭২ কেজি। এটা সাদা মোম। ভাল মোম। শিশিরবাবু বললেন এক কুইন্টাল মধু ভেঙে সাধারণত ৮ কেজি মোম পাওয়া যায়। মোম বর্তমানে ১২০ টাকা কেজি (২০১৫)। সাদা মোম ছাড়াও কিছু কালো মোম পাওয়া যায়। কালো মোম অর্থাৎ যে মোমের সঙ্গে নোংরা মিশে থাকে। সেগুলোও বিক্রি হয়। নামমাত্র মূল্যে। ২০ টাকা কেজি। শিশিরবাবু জানালেন তাঁরা দু'পুরুষ ধরে মধু ভাঙতে যাচ্ছেন। মধু ভাঙায় হাতে খড়ি তাঁর বাবার কাছে। তাঁরা যেসব জঙ্গলে মধু ভাঙতে যান সেগুলো হল হেড়োভাঙা, সূর্যমনি, হামনবেড়ে, বেনিখালি (গেঁওখালি) ইত্যাদি। আর যে–ফুলের মধু সংগ্রহ করেন সেগুলো হল খলসি, গরান, কাঁকড়া, কেওড়া, বানি, হেঁতাল, ওড়া প্রভ'তি।

যেহেতু শিশিরবাবু দলপতি, তাঁর কাছে জানতে চাইলাম তিনি কোনও দাদন নিয়েছিলেন কিনা। তিনি জানালেন, না দাদন নেননি। তবে কুড়ি হাজার টাকা দোকান–বাকি করেছিলেন। অর্থাৎ দোকান থেকে কুড়ি হাজার টাকার মালপত্র (হাট–বাজার) ধারে কিনেছিলেন। দাদন নিলে সুদ দিতে হয়। ধার–বাকিতে কিনলে সুদ লাগে না। আপনি কি সঙ্গে গুণিন রাখেন?

– না। আমি গুণিনে টুনিনে বিশ্বাস করি না। মা–বাবার আশীর্বাদ আমার ভরসা,

আমার শক্তি।

– আপনি যখন নৌকোতে থাকেন, তখন কি আচার–বিচার মানেন?

–হ্যাঁ। আমি যখন নৌকতে থাকি তখন মাংস, ডিম, কলা, ঝিঙে ইত্যাদি খাই না।

শিশিরবাবু একজন অভি', পোড় খাওয়া মৌলে। পেশাগত কিছু আচার–বিচার মেনে চললেও, গুণিনের মন্ত্রেতন্ত্রে বিশ্বাস নেই। মা–বাবার আশীর্বাদই তাঁর শক্তি, তাঁর ভরসা। তিনি জল–জঙ্গলজীবীদের মধ্যে এক বিরল ব্যক্তিত্ব।

বিশ্বকাপ থেকে ছিটকে গেল ভারত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ধোনির চ্যাম্পিয়ন্স লাকও কাজে এল না। আরও একটা বিশ্বকাপ পিছনে ফেলে আসতে হল টিম ইন্ডিয়াকে। চোখের সামনে সেই ওয়েস্ট ইন্ডিজ ড্যাং ড্যাং করে চলে

গেল ফাইনালে যাদের কিনা ৩৩ বছর আগে নাটকীয়ভাবে হারিয়ে প্রথমবারের জন্য বিশ্বকাপ ঘরে তুলেছিল কপিল বাহিনী। ক্রিকেটের মক্কা হিসেবে পরিচিত ইডেনে এবার ইংরেজদের মহড়া নেবে ক্যারিবিয়ানরা। অথচ যেভাবে এগোচ্ছিল এবারের টি-২০ বিশ্বকাপ তাতে ভারতের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার চিত্রনাট্য প্রায় তৈরি হয়ে গিয়েছিল। শুধুমাত্র বাকি ছিল কাপ হাতে ধোনির পোজ দেওয়া। বলাবাহুল্য যাতে উঁকি মারত বিরাট,রোহিত,শিখর,যুবরাজ,নেহরা,পাণ্ডিয়ারা। কিন্তু সব আশায় ছাই ঢেলে ভারতকে কিনা হারিয়ে দিল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তাও আবার সেই দল যারা ইদানীং ক্রিকেট বিশ্বে তেমন হালে পানি পাচ্ছে না। এখানেই খেলাটান নাম ক্রিকেট। যা চূড়ান্ত অনিশ্চিয়তায় ভরা। ফেভারিটরা এখানে সহজেই হেরে যায়,আর জয়ী হয় তুলনায় অখ্যাতরা। এই যেমন ক্যারিবিয়ান দলটি। এদের ড্যারেন সামি,ডোয়েন ব্র্যাভো, অ্যান্ড্রু রাসেলদের আমরা ভালোমতো চিনে গিয়েছি আইপিএলের সৌজন্যে। কিন্তু কোথাকার কে সিমন্স লেন্ডল, চার্লসরা এসে ভারতের হার থেকে ম্যাচ তথা বিশ্বকাপ ছিনিয়ে যাবে তা কি আর জানা ছিল। এখানেই বোধহয় মুচকি হেসেছিল ক্রিকেট বিধাতা। প্রমাণ করতে হবে না অনিশ্চয়তার নাচন কাকে বলে। তাও আবার ভারতীয় ক্রিকেটের অহমিকার জায়গা, রোলমডেলদের আঁতুরঘর মুম্বইয়ের মাটিতে হার। এখনও যেন মেনে নিতে পারছেন না ভারতীয় সমর্থকরা। বাস্তবকে তো মেনে নিতেই হবে। ফলে চুপচাপ সান্ত্বনা খোঁজার পালা।

একদিকে দেশের পশ্চিম প্রান্তে আরব সাগরে ভারতের আশা যখন অস্তাচলে গেল তখন পূর্ব প্রান্ত কলকাতায় দুই বিদেশি দলের ফাইনাল চাক্ষুস করতে হবে কলকাতাবাসীকে। আসলে কিছু তো করার নেই। ভারত ফাইনালে উঠছে ধরে নিয়ে অগ্রিম টিকিট অনেকেই ঘরে পুরেছিলেন। এখন দুধের স্বাদ ঘোলে মেটানোর মতো ইংল্যান্ড-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফাইনাল দেখতে হবে। কি আর করা যাবে। ফাইনালের পাসপোর্ট যে বিরাট বাহিনী হাতে পেল না। ভারত কেন ইডেনে নেই, ওয়াংখাড়েতে সেমিফাইনাল মানেই ভারতের হার ইত্যাদি নানা জল্পনায় এখন আকাশ বাতাস বিদীর্ণ হবে বেশ কিছুদিন। এর পোস্টমর্টেমও চলবে নিজের নিজের মতো করে। তাতে কিছুটা হলেও হাল্কা তো হওয়া যাবে।

এবার একটু ম্যাচের সামারি বা হাইলাইটস দেখে নেওয়া যাক। টস জিতেও ওয়েস্ট ইন্ডিজ যেভাবে ভারতকে প্রথম ব্যাট করার সুযোগ দিয়েছিল তাতে আপামর ভারতবাসী মনে করেছিল দ্বীপবাসীরা বোধহয় ম্যাচটা তুলেই দিল বিরাটদের হাতে। বেজায় শুরুটাও করেছিল দুই ভারতীয় ওপেনার। শিখরের অনুপস্থিতিতে প্রাথমিকভাবে ভারতীয় ইনিংসকে নির্ভরযোগ্যতা দিয়েছিল অজিঙ্কে রাহানে। অন্য প্রান্তে রোহিত ছিল পুরনো ফর্মে। যার ঝলক কিছুদিন আগেই দেশের মাটিতে অজিরা প্রত্যক্ষ করেছে। বস্তুত রোহিত যেভাবে একটা ওভারে ২০ রান তুলে নেয় তাতে মনে হচ্ছিল আজ টিম ইন্ডিয়াকে রোখে কে। এখানেই বোধহয় ভুলে মেরে দিয়েছিল সবাই যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ এখানে বেড়াতে আসেনি। তাছাড়া যেভাবে সামি-ব্র্যাভোরা গ্রুপের বাধা পেরিয়ে উঠে এসেছে সেমিফাইনালে তাতে করে সহজে ছেড়ে দেওয়ার পাত্র নয় তারা। তাও রোহিত আউট হওয়ার পর বিরাট যেভাবে একের পর এক জীবন দান পায় ক্যারিবিয়ানদের বদান্যতায় তা মনে করাচ্ছিল চ্যাম্পিয়ন্স লাক আজ ভারতের সঙ্গেই। অজিঙ্কে আউট হওয়ার পরে তড়িঘড়ি ধোনি যেভাবে নেমে পড়েন তাতেও ছিল বিপক্ষকে উড়িয়ে দেওয়ার স্পর্ধা। কিন্তু এদিন ধোনির ব্যাট কেমন যেন কুঁকড়ে ছিল সারাক্ষণ। হেলিকপ্টার শটও অদৃশ্য। একমাত্র কোহলি ছিল বলেই ১৯২ তে পৌঁছায় ভারত। জবাবে যেভাবে গেইলকে প্রথমেই হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ তা পথ প্রশস্ত করছিল ভারতের। কিন্তু কোথা থেকে এক সিমন্স লেন্ডল এসে প্রায় ছিনতাই করে নিয়ে গেল ভারতের ভাগ্যকে। একইসঙ্গে ছিটকে গেল ধোনি ব্রিগেড।

শিলিগুড়িতে ডার্বিযুদ্ধ

মরণবাচন লড়াই মোহন-ইস্টের

কমল নস্কর

ভোটের উত্তাপ যেমন পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তেমনই কোনও অংশে কম নয় আগামীকাল, শনিবারের ডার্বি ম্যাচ নিয়ে উত্তেজনা। যতই কলকাতা থেকে অনেকটা দূরে শিলিগুড়িতে বড় ম্যাচ হোক না কেন, কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম কম যাচ্ছে না যুবভারতীর চেয়ে। মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গলের যে পরিমাণ সমর্থক কলকাতা থেকে শিলিগুড়িতে এসেছেন তাতে স্থানীয় মানুষ কতটা মাঠে জায়গা পাবেন তাই নিয়ে সন্দেহ। অতিথিবৎসল উত্তরবঙ্গের ঘরানা মেনে অবশ্য শিলিগুড়িকে এখন কলকাতার খেলা পাগলদের আবাহনে ব্যস্ত। এমনিতে জনসংখ্যার নিরিখে কাঞ্চনজঙ্ঘা যুবভারতীর চেয়ে অনেকটাই পিছিয়ে। কিন্তু আবেগের বহিপ্রকাশে শিলিগুড়ি বোধহয় ছাপিয়ে যাচ্ছে কলকাতাকেও। এমনিতেই প্রথমবারের জন্য ডার্বি ম্যাচ আয়োজন করার ভার পেয়েছে দার্জিলিং জেলার এই গুরুত্বপূর্ণ শহরটি। তার ওপর শিলিগুড়ি বিধানসভায় এমন এক প্রার্থী যিনি ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম সফল আইকন, বাইচুং ভুটিয়া। অপরদিকে ক্রীড়াপ্রেমী রাজ্যের প্রাক্তন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী। একাধারে অশোকবাবু আবার শিলিগুড়ি শহরের মেয়রও বটে। ফলে সবদিক থেকেই মেগা ইভেন্ট হয়ে উঠেছে মোহন-ইস্ট যুদ্ধ। পারস্পরিক লড়াইয়ের নিরিখে দেখলে জেতার ব্যাপারে ইস্টবেঙ্গল অনেকটাই এগিয়ে মোহনবাগানের থেকে। অন্তত ৩০-র মতো ম্যাচ ইস্টবেঙ্গল বেশি জিতেছে। সাম্প্রতিক রেকর্ডের জেরে ইস্টবেঙ্গলকে অনেকটাই টেক্কা দিচ্ছে বাগান। শেষ দুটি সাক্ষাৎকারের মধ্যে আইলিগের প্রথম পর্বটি গোলশূন্য শেষ হলেও কলকাতা লিগে ইস্টবেঙ্গলের কাছে বাগান হেরেছিল ০-৪ গোলে। এই গ্লানি ছাড়া গত দু-চার বছরে মোহনবাগান বেশি জয় পেয়েছে লাল-হলুদের বিরুদ্ধে। এখন অবশ্য ওইসব ফুটো রেকর্ড বা টেপ চালালে চলবে না। কারণ প্রতিটি মোহন-ইস্ট ম্যাচ মানেই এক নতুন যুদ্ধ। ভাঙল তেমনই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর বিরুদ্ধে সেরাটা বেরনোর পথ পারে ইস্টবেঙ্গল। অবশ্য পাহাড় লাগোয়া ব্যস্ত শহরে মোহনবাগানের

সুতরাং শিলিগুড়ি ডার্বি জিততে তাই একসঙ্গে চাই ভাগ্য এবং পারফরমেন্স।

এবারের আই লিগের প্রেক্ষিতে যদি দেখি তা হলে মোহনবাগানের জেতার তাগিদ অনেকটাই বেশি। এই জয়ের ওপর দ্বিতীয়বারের মতো জাতীয় লিগ ঘরে তোলার সুযোগ রয়েছে সবুজ-মেরুনের সামনে। গতবার আই লিগ জেতা যে ফ্লুক ছিল না তা প্রমাণ করতে পারবেন বাগানীরা। এমনিতে শেষ পাঁচটি ম্যাচ জিতে নেওয়া ছিল সঞ্জয় সেনের দলের টার্গেট। সেখানেই হল গিয়ে গণ্ডগোল। তাও আবার পাহাড়ে গিয়ে আইজল এফসি'র কাছে মোহনবাগান যে এভাবে হেরে যাবে তা বোধহয় অতিবড় ফুটবল বোদ্ধাও ভাবতে পারেননি। এখানেই খেলাটার নাম ফুটবল। অঘটন তো পদে পদেই ঘটতে পারে। তাও মোহনবাগানকে অনেক ভাগ্যশালী বলতে হবে। কেন? আরে এটা ভাবুন তো টানা জিততে জিততে বাগানের অশ্বমেধ ঘোড়া যেভাবে এগোচ্ছিল তাতে একটা হার তো অনিবার্য ছিল। ওই অনেকটা ক্রিকেটের ল্য অফ অ্যাভারেজের সূত্র ধরে এগোনোর মতো ব্যাপার আর কি। তাই ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের ঠিক আগে মোহনবাগানের এই হার যেমন তাদের টানা জয়ের রেকর্ড প্রশস্ত করল। মোহনবাগানের কাছে আবার আই লিগ জয়ের হাতছানি থাকলেও ইস্টবেঙ্গল যে সহজে তা হতে দেবে না এতো একটা বাচ্চাও জানে।

মোহন ম্যাচ জেতার জন্য ইস্টবেঙ্গলের তুরুপের তাস সেই র‍্যান্টি মার্টিন্স। তার সঙ্গে ডু ডংকে প্রথম থেকেই নামিয়ে দিতে পারেন ইস্ট কোচ বিশ্বজিত ভট্টাচার্য। যদি কলকাতা লিগের পারফরমেন্সের শতকরা অর্ধেকও তুলে ধরতে পারে ডং তাহলে পাহাড়ে শেষ হাসি হাসতে চাহিদাও অনেক। এক এবং অভিন্ন লক্ষ্য হল ইস্টবেঙ্গল বধ এবং একইসঙ্গে আই লিগ জয়ের দিকে এককদম এগিয়ে যাওয়া। এই ম্যাচ মোহনবাগান জিতলে ইস্টবেঙ্গল কার্যত ছিটকে যাবে চ্যাম্পিয়নশিপ থেকে। বাগানের সামনে তখন খালি বেঙ্গালুরু। এই বেঙ্গালুরুকে মাটিতে নামানো খুব একটা কঠিন হবে না মোহন ব্রিগেডের জন্য। টুর্নামেন্ট জেতার লড়াইয়ে ভেসে থাকতে ইস্টবেঙ্গলের সামনে একটাই মিশন, বাগান বধ।

বাওয়ালীতে জয়ী ময়ূরভবন

নিজস্ব প্রতিনিধি: গত ২৭ মার্চ বাওয়ালী ফুটবল মাঠে চূড়ান্ত পর্বের ঐতিহ্যমন্ডিত ইউকে মণ্ডল শিল্ডের খেলা অনুষ্ঠিত হল। বাওয়ালী ফুটবল ক্লাবের পরিচালনায় মোট আটটি দল এই খেলায় অংশগ্রহণ করেছিল। চূড়ান্ত পর্বে অংশ গ্রহণ করে ময়ূরভবন ও বজবজ ফুটবল অ্যাকাডেমি। হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ে দুটি দলই ২ গোল করে ড্র করে। পরে পেনাল্টিতে জয়লাভ করে ময়ূরভবন। এই টুর্নামেন্ট উৎসর্গ করা হয় ইউকে

মন্ডল শিল্ডের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক অরুণ মন্ডলের নামে। চূড়ান্ত পর্বের খেলার আগে একটি প্রদর্শনী মহিলা ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, জেলার জনস্বাস্থ্য কর্মাধ্যক্ষ ডাঃ তরুণ রায়, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি স্বপন রায়, প্রখ্যাত ফুটবল কোচ রঘু-নন্দী, ফুটবল প্রেমী সুশীল বাড়ুই প্রমুখ। সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন বাওয়ালী ফুটবল ক্লাবের সম্পাদক রাধামোহন দাস।

আমরাও এবার হোয়াটস অ্যাপে

আপনার এলাকার যে কোনও খবর, ছবি, ভিডিও ক্লিপিং পাঠিয়ে দিন আমাদের অ্যাপস অ্যাকাউন্টে কারণ আপনারাই এখন

'অ্যাপস রিপোর্টার'

চিঠি মেলের দিন শেষ

এবার আপনার মতামত, ভালো লাগা, খারাপ লাগা সবই এক মুহূর্তে পাঠাতে পারেন আমাদের অ্যাপসে

আমাদের নম্বর ৯০৩৮৬৪০০৩০

মনের খেয়াল

মগজ ধোলাই

- বিশ্বের সবচেয়ে বড় মরুভূমি কোনটি এবং দ্বিতীয় কোনটি?
- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয় ১১ নভেম্বর ১৯১৮-র সকাল ১১টার সময়। এই দিনটিকে আমরা কি বলি?
- চারটি বেদের মধ্যে কোনটি সবথেকে প্রাচীন?
- বাদুরের ডিমের রঙ কি?
- মুম্বাইয়ের কোথায় প্রথম টেস্ট ক্রিকেট খেলা হয়?
- WHO হল ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন। তাহলে WMO কি?

উত্তর পাঠাও যে কোনও মাধ্যমে ২-৮ তারিখের মধ্যে

আজ হোলি খেলব শ্যাম

জ্ঞানেন্দ্র নাথ রায়

উতলিকা হাউজিং কমপ্লেক্সের চল্লিশতম তলার ব্যালকনিতে বসে শ্যামলবাবু অতীতে হারিয়ে গেলেন এক দোলের দিনে। এখনকার ছেলে-মেয়েরা তো দোল খেলতেই জানে না। মেজো মেয়ে অরুণিমা গত পরশু এসেছে। সঙ্গে এসেছে বারো বছরের নাতি পাপ্পু। আবিরের বাটিটা হাতে নিয়ে শ্যামলবাবু ডাকলেন পাপ্পুকে, এই পাপ্পু, আয় একটু কাছে, তোকে একটু রঙ মাখিয়ে দিই।

সে তো কিছুতেই রঙ মাখতে চায় না। বলে, না দাদু রঙ দিও না, মা বকবেন, রঙ মাখলে শরীর খারাপ করবে। শ্যামলবাবুর মনে পড়ে যায় ছোট বেলার কথা। তখনকার দিনে মা বাবারা এমন ভাবে ছেলেমেয়েদের তুতুবুতু করে রাখতেন না। বেলা আটটা নটা হলেই পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে ছোট শ্যামল বেরিয়ে পড়ত রঙ খেলতে। মা শুধু বলতেন, খালি পেটে বেরোস না, খেয়ে যা।

পাপ্পুকে গল্প শোনান দাদু ছোট বেলার, জানিস তো পাপ্পু, আমরা আবার বিকালে রাধা-কৃষ্ণ সেজে পাড়ার বাড়িতে বাড়িতে ঘুরতাম

-তুমি কী সাজতে দাদু, রাধা না কৃষ্ণ?

-আমি তো ছোটবেলায় দেখতে অতটা ভাল ছিলাম না, তাই আমাকে রাধা বা কৃষ্ণ কোনটাই সাজাতো না।

পাপ্পু কৌতূহলী হয়ে জানতে চায়, বাড়ি বাড়ি ঘুরে কী করতে দাদু? দাদু জানালেন, রাধা-কৃষ্ণকে মাঝখানে রেখে আমরা গান করতাম আজ হোলি খেলব শ্যাম তোমার সাথে' আর সেই সঙ্গে নাচতাম। বাড়ির মাসিমা কাকিমারা কী করতেন জানিস? ওনারা রাধা আর কৃষ্ণকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করতেন, মিষ্টি খেতে দিতেন। মিষ্টি অবশ্য আমরা সবাই পেতাম। কেউ কেউ আবার আমাদের টাকা পয়সাও দিতেন।

-বাঃ বেশ মজার ব্যাপার তো, আচ্ছা দাদু ওই টাকা-পয়সা দিয়ে তোমরা কী করতে?

-আমরা পিকনিক করতাম। একবার কী হয়েছে জানিস? কী দাদু? জানতে চায় পাপ্পু। দাদু জানালেন, একবার বাবা আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, তোদের পিকনিকে কী কী রান্না হল? আমি বললাম ডাল, তরকারি আর মাংস। বাবা শুনে বললেন, সে কী রে? করেছিস কী? রাধা-কৃষ্ণ তো বৈষ্ণব, ওনারা তো মাছ মাংস খান না!

ধাঁধা

সে দেখতে পায়না, অথচ ঠিক হেঁটে চলে। পাহারাও দেয়। বলতো সে কে?

ধাঁধা পাঠিয়েছেন রামতনু মন্ডল।

গত সংখ্যার উত্তর : এসএমএস উত্তরদাতা- সঞ্চারি ঘোষ

এসএমএস-এর মাধ্যমে উত্তর পাঠাও ২-৮ তারিখের মধ্যে এই ৯০৩৮৬৪০০৩০ ঠিকানা ও বয়স লিখতে ভুলবে না।

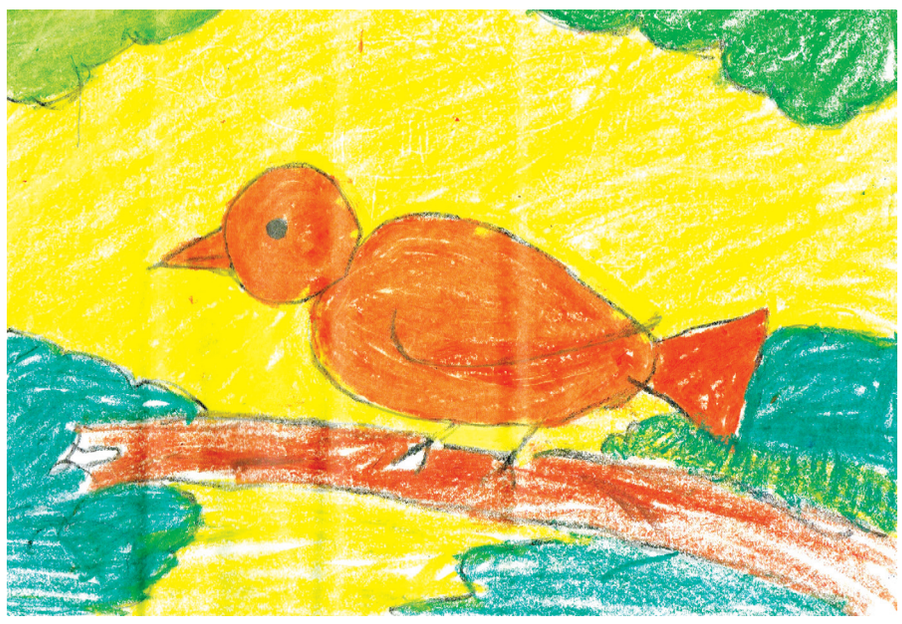

অদ্রিজা ঘোষ, প্রথম শ্রেণি, কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়, বারাকপুর

খুদে বন্ধুরা তোমাদের আঁকা ছবি, ছড়া, ছোটগল্প ও মজার অভিজ্ঞতার কথা পাঠাও পত্রযোগে অথবা ই-মেলে পাঠাও বাংলা ওয়ার্ডে বা JPEG ফরম্যাটে

আঁকা শেখো

শেখাচ্ছেন মৃত্যুঞ্জয় মন্ডল

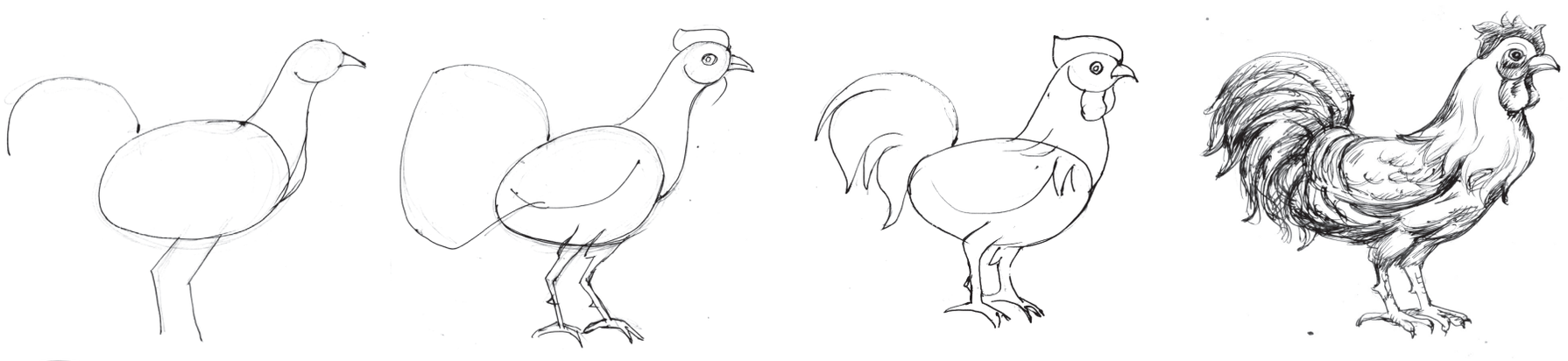

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com